শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ ।

শ্রী মহানাটক ।

বীর শ্রীযুত রামচন্দ্র চরিত শ্রীমদ্ধনূমতা বিরচিত

ইঁদানীং ।

শ্রীযুত রামগতি কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সাধু ভাষায়

পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত হইয়া ।

কবিতা রত্নাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল ।

সাং বটতলার দক্ষিণাংশে দোকানে তত্ত্ব করিলে পাইবেক ।

সন ১২৬১ সাল, তারিখ ১০ অগ্রহায়ন ॰

শ্রীশ্রীদুর্গা।

ভরসা।

শ্রীমমহানাটক।

রাম লীলোদয়ঃ।

নমো গণেশায় নমঃ।

বিশ্বেশোবঃ সপায়াৎত্রিগুণসচিবতাং যোহবলম্ব্য বারং, বিশ্বদ্রীচীন সৃষ্টি স্থিতি বিলয়মজঃ স্বেচ্ছয়া নির্ম্মিমীতে। যস্যেযত্তামতীত্য প্রভবতি মহিমা কোঽপি লোকব্যতীত, স্ত্যক্তোযশ্চক্ষুরাদ্যৈরপি নিপুণ তমৈ বীক্ষণাদিক্রিয়াসু॥ ১॥

পয়ার॥ ত্রিগুণ সহায় করিলেক যেই জন। বিশ্বপতি ভগবান করেন রক্ষণ॥ সংসারের সৃষ্টি স্থিতি বিলয় বারেবার। স্বেচ্ছায় করেন তিনি নির্ম্মাণ তাহার॥ যাহার মহিমা সীমা নিশ্চয় না হয়। বিশ্বকর্ত্তা সেই জন তিনি বিশ্বময়॥ অতীন্দ্রিয় সেই রূপ কহনে না যায়। মানব কর্তৃক তেঁহ দৃষ্টযোগ নয়॥ কিন্তু তিনি দর্শনাদি ক্রিয়াতে নিপুণ। সকল ক্রিয়াতে পটু নাহি হন ন্যূন॥ ১॥

বিশ্বেশোবঃ স পায়াজ্জলনিধি মথিলং পুরুরাগেণ পীত্বা, যস্মিন্ কৃত্যতোয়ং বিসৃজতি সকলং দৃশ্যতে ব্যোম্নিদেবৈঃ। ক্বাপ্যহন্তঃ ক্বাপিবিষ্ণুঃ ক্বচ কমলভূঃ ক্বাপ্যনন্তঃ ক্বচশ্রীঃ, ক্বাপ্যৌর্ব্বঃ ক্বাপিশৈলাঃ ক্বচ মণিগণাঃ ক্বাপি নক্রাদি চক্রং॥ ২॥

পয়ার ॥ বিঘ্নেশ গণেশ তিনি নিত্য নিরুপম। হেরম্ব সে হর স্থত করেন রক্ষণ॥ শুণ্ডাগ্রে ধরিয়ে সিন্ধু বিশেষ আদান। অখিল জীবন নিধি করিলেন পান॥ জলনিধি হৈতে জল উদ্ধার করিয়ে। শূন্যেতে সৃজন পরে বিশেষ বুঝিয়ে॥ দনুজ দলন দল দেখেন নয়নে। কুতোজল কুত্রবিষ্ণু ব্রহ্মা কোন স্থানে॥ কোন স্থানে সর্পরাজের বিশেষে বসতি। কুতোলোকে পদ্মালয়া করিছেন স্থিতি॥ কোথায় বাড়বানলের ক্ষরিছে কিরণ। কুতোদেশে শৈলবর্গ করেন স্থাপন॥ মণি মুক্তা বহু মূল্য নিধি কোন স্থানে। হাঙ্গর আদি নক্রগণ বিশেষ বিধানে॥ ২॥

জয়তি রঘুবংশ তিলকঃ কৌশল্যানন্দি বর্দ্ধনোঃরামঃ।
দশবদন নিধনকারী দাশরথিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ॥ ৩॥

পয়ার॥ জয়যুক্ত হও রাম রঘুবংশ পতি। কৌশল্যার আনন্দ কারী ধর্ম্মে তব মতি॥ রাবণ নিধনকারী কমললোচন। সূর্য্য বংশে দশরথ রাজার নন্দন॥ ৩॥

নমামি দেবং স্থরকল্প বৃক্ষং, ধনুর্দ্ধরং নীরদ নীল গাত্রং। গুণভিরামং কমলাননন্তং, যদাস্নদং ন ক্ষণ মুজ্ঝতি শ্রীঃ॥ ৪॥

পয়ার॥ নমস্কার করি দেব দেব কল্পতরু। নীরদ বরণ রূপ লজ্জিত স্থমেরু॥ ধনুর্দ্ধর জনাভিরাম কমলানন তুমি। ক্ষণমাত্র ত্যক্ত নহে কমলাও ভূমি॥ ৪॥

রামং লক্ষ্মণ পূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং স্থন্দরং,
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ঃ ধার্ম্মিকং।
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথ তনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং,

বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুল তিলকং রাঘবং রাবণারিং ॥ ৫ ॥

পয়ার ॥ লক্ষ্মণ পূর্ব্বজ রাম তুমি রঘুবর। জানকীর পতি প্রভু পরম সুন্দর ॥ কাকুৎস্থ বংশেতে জন্ম কৃপাময় রাম। ব্রাহ্মণের প্রিয়কারী তুমি গুণধাম ॥ রাজাশ্রেষ্ঠ সত্যশীল দশরথ সুত। শ্যামল সুন্দর কিবা রূপ গুণযুত॥ শান্তমূর্ত্তি বন্দিলাম লোকের অভিরাম। রাবণারি রঘুবংশে রাম তব নাম ॥ ৫ ॥

মনোহভি রামং নয়নাভিরামং, বচোহভিরামং শ্রবণাভি রামং। সদাভিরামং সততাভিরামং, বন্দে সদা দাশর থিঞ্চ রামং ॥ ৬ ॥

পয়ার ॥ মনভিরাম তুমি নয়নাভি রাম। বচনেন অভিরাম সদা অভিরাম ॥ সততাভিরাম তব বন্দিনু চরণে। সদা দাশরথি রাম রাখিবে কল্যাণে ॥ ৬ ॥

শ্রীরামচন্দ্র ভুবি বিস্তৃত কীর্ত্তিচন্দ্র, স্মেরাস্য চন্দ্র রজনীরচ পদ্মচন্দ্র। আনন্দ চন্দ্র রঘুবংশ সমুদ্র চন্দ্র, সীতামনঃ কুমুদচন্দ্র নমো নমস্তে ॥ ৭ ॥

পয়ার ॥ রামচন্দ্র নাম তব প্রকাশিত ভূমি। ধরাতে বিস্তৃতা কীর্ত্তি চন্দ্ররূপ তুমি ॥ হাস্যযুক্ত আস কিবা তুল্য নিশাকর। নিশাকর পদ্মে তুমি হও শশধর ॥ রঘুবংশ সিন্ধুশশী মুখ দ্বিজ রাজ। জানকী কুমুদ চিত্তে সুধাংশু বিরাজ ॥ নমস্কার করি রাম আমি বারবার। ভব ভয় হৈতে রাম করহে নিস্তার ॥ ৭ ॥

কল্যাণানাং নিদানং কলিমল মথনং জীবনং সজ্জ নানাং, পাথেয়ং যন্মুমুক্ষোঃসপদি পরপদপ্রাপ্তয়েপ্রস্থি

তস্য। বিশ্রাম স্থানমেকং কবিবর বচসাং পাবনংপাব
নানাং, বীজং ধর্ম্মক্রুমস্য প্রভবতু ভবত্যং ভূতয়ে
রামনাম ॥ ৮ ॥

পয়ার ॥ জগতে জন্মেছ যেন কল্যাণ কারণ। কলির কলুষ রান করিছ মথন ॥ আর তুমি হও প্রভু সজ্জন জীবন। কবির বচন স্থান কমল লোচন ॥ পরপদপ্রাপ্তিহেতু প্রস্থিত যে জন। পাথেয় সম্বল তার রঘুর নন্দন ॥ ধর্ম্মরূপ বিটপীর হৈয়েছ কারণ। আছয়ে তোমার নাম বনের সাধন ॥ ৮ ॥

এতৌ দ্বৌ দশকণ্ঠ কণ্ঠকদলীকান্তার কান্তিছিদৌ, বৈদে
হীকুচকুম্ভ কুঙ্কুমরজঃ সান্দ্রারুণাঙ্কাঙ্কিতৌ। লোকত্রাণ
বিধান সাধু সবল প্রারম্ভ যূপৌ ভুজৌ, দেয়াস্তা মুরু
বিক্রমৌ রঘুপতেঃ শ্রেয়াংসি ভূয়াংসিবঃ ॥ ৯ ॥

পয়ার ॥ ত্বদীয়ভুজের কথা কি কহিব আর। রাবণের কণ্ঠচ্ছেদে বিক্রম তাহার ॥ জানকীর কুচকুম্ভে আছয়ে কুঙ্কুম। তাহাতে অঙ্কিত কর শরেতে নিপুণ ॥ জনত্রাণ বিধানে বিহিত অতিশয়। উত্তম যজ্ঞের যূপ সেই হস্তদ্বয় ॥ লোকের মঙ্গলদায়ী বিক্রম প্রচুর। ভূয়াংসি কল্যাণকারী জানে সুরাসুর ॥ ৯ ॥

বালক্রীড়িত মিন্দু শেখর ধনুর্ভঙ্গাবধি প্রভূতা, ভাতে
কানন সেবনাবধি কৃপা সুগ্রীব সখ্যাবধি। আজ্ঞা বারি
ধি বন্ধনাবধি যশো লঙ্কেশ নাশাবধি, শ্রীরামস্য পুনাতু
লোকমহিমা জানক্যপেক্ষাবধি ॥ ১০ ॥

পয়ার ॥ ক্রীড়া তব বাললীলা যেরূপ যথন। মহেশের ধনুর্ভঙ্গে হৈল সমাপন ॥ নম্রতা বিস্তৃতা অতি জনক বিষয়ে। কানন

সেবনাবধি গেল সমাপিয়ে।। কপিরাজের এই সখ্য যেরূপ করিলে। তাহার কৃপার সীমা সকলে দেখিলে।। বারিধি বন্ধনাবধি আজ্ঞা সমাপন। লঙ্কেশের শেষাবধি যশের ঘোষণ।। পবিত্র জনক রাম তব এসকল। জানকী উপেক্ষাবধি মহিমা অচল।। ১০ ।।

বাল্মীকের্বদনামলেন্দুগলিতং হৃদ্যং পরং পাবনং,
শ্রোত্রং বাগমৃতং পিবন্ত্যনুদিনং যেশ্রোত্রপাত্রে র্জনাঃ।
বিষ্ণোঃ সচ্চরিতং চরাচর গুরো রামায়ণং সাদরা,
স্তেষাং শ্রীর্বিমলা ভবত্যনুদিনং নশ্যন্তিচাবাভয়ঃ। ১১।

পয়ার।। বাল্মীকের মুখহৈতে নির্গতা যে বাণী। পরম সে হৃদ্য কথা সুধাসম জানি।। কৃষ্ণের চরিত কথা অতি সুধাময়। চরাচর গুরু হরি জানিহ নিশ্চয়।। সাদর করিয়ে শুনে যেবা রামায়ণ। তাহার বিমলা লক্ষ্মী অচলা সাধন।। ত্বদীয় জনের শত্রু নাশ দিনে দিনে। ইহাতে সংশয় নয় প্রমাণ পুরাণে।। ১১।।

বাল্মীকে রুপদেশতঃ স্বয়মহো বক্তাহনূমান কপিঃ,
শ্রীরামস্য রঘূদ্বহস্য চরিতং সৌম্যাবয়ং নর্ত্তকাঃ।
গোষ্ঠীতাবদিয়ং সমস্তসুমনঃসংযেনসম্বোষ্টিতা, তদ্ধীরাঃ
কুরুত প্রমোদ মধুনা বক্তাস্মি রামায়ণং।। ১২।।

পয়ার।। হনূমান বক্তাকপি বাল্মীকের আদেশে। রঘূদ্বহ রাম তব চরিত বিশেষে।। বরঞ্চ নর্ত্তকাসবে কহিনু নিশ্চয়। ইযঞ্চ শোভিতা সভা সুমন আশ্রয়।। সম্বোধনে ধীরগণে নিবেদন করি। সে হেতু প্রমোদ কর নিস্তারিত হরি।। অস্মিবক্তা রামায়ণ সভ্যে সুশোভন। কলুষ বারণ রাম কমললোচন।। ১২।।

রাজাসীৎ স মহারথো দশরথশ্চণ্ডাংশুবংশাগ্রণী, তস্যা
সনকমনীয় কেলিনিলয়াস্তিস্রো মহিষ্যঃ শুভাঃ। বীরা
স্তাং শ্চতুর স্তুতানসুষুবিরে রামংতথা লক্ষ্মণং, শত্রুঘ্নং
ভরতঞ্চ কৈটভরিপোঃ রংশাবতারাঅমী॥ ১৩॥

পয়ার॥ আছিল সে মহারাজা নাম দশরথ। সূর্য্যবংশে অগ্রগণ্য খ্যাতি মহারথ॥ ত্রিতয় মহিষী শুভা ছিল যে তাহার। লীলায় লইয়া রাজা করিত বিহার॥ ধীর বীর চারিপুত্র তাহাতে সৃজন। রামাদি ভরতত্রয় অপর লক্ষ্মণ॥ কৈটভারি যদুনাথ নাম দর্পহারী। সূর্য্যবংশে স্বদীয়াংশে উদ্ভব এচারি॥ ১৩॥

শত্রুঘ্নো রাজপুত্র স্তদনুসমভব চ্ছত্রুনিষ্কৈক বীরঃ,
সোঽয়ং স্নেহানুবৃত্ত্যা ভরত মনুগতঃ কেকয়ী সূনুমেব।
সৌমিত্রী রাম সেবানুগম দথ সদা ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রবীণঃ,
শ্রীমদ্দাশরথাঃ স্বয়ং মুররিপো রংশাবতারাঅমী। ১৪।

পয়ার॥ রাজপুত্র শত্রুঘ্ন ভরতানুচর। শত্রুঘ্ন নাম ধর তুমি বীরবর॥ অতিস্নেহে হও তুমি ভরতানুগত। কেকয়ী সন্তান স্বেত আছয়ে বিদিত॥ সৌমিত্রী লক্ষ্মণ সদা রাম অনুচর। ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রবীরশ্চ ধর্ম্মবৃদ্ধি কর॥ মুররিপু মধুমথন তব অংশ তার। অমীও রামাদি সর্ব্বে মহিমা অপার॥ ১৪॥

তেষাং রামঃ কুশিক তনয় প্রার্থিতো যজ্ঞসিদ্ধ্যৈ, তাত
স আজ্ঞাং শিরসি বিদধল্লক্ষ্মণেনানুযাতঃ। পৌরস্ত্রীভি
র্নয়ন কমলৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ, ক্রব্যাদালী নিধন
কুতকী যজ্ঞভূমিং প্রতস্থে॥ ১৫॥

পয়ার॥ নরেন্দ্র তনয় মধ্যে মনোহর রাম। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ

কাননী মঙ্গল বিশ্রাম॥ কুশিক তনয় কর্তৃ কৌশল্যা কুমার। যাচিতো রক্ষণে যজ্ঞ দিলে যজ্ঞ ভার॥ ত্বরিতে তাতের আজ্ঞা শিরসি বন্দন। লক্ষ্মণ সহিতে রাম করিল গমন॥ নয়ন কমলে দেখে কমলাক্ষী নারী। সাদরেতে বীক্ষমান হইলেন হরি॥ নয়ারি নিধনে নীতি নিয়ত কৌতুক। যজ্ঞভূমি জয় হেতু যাতো যজ্ঞভুক॥ ১৫॥

ততঃ শ্রীরামচন্দ্রে তপোবনং প্রবিশতি বৈতালিক বাক্যং।

রামচন্দ্র তপোবন করিল প্রবেশ। বৈতালিক বাক্য সব বলিল বিশেষ॥

বিদ্যাং বিশিষ্টাং বিজয়াং জয়াঞ্চ সম্প্রাপ্য সম্যগনু গাধিপুত্রাৎ। রক্ষাংসি হন্তুং ক্রতুবন্ধু বন্ধুঃ সমাগতঃ সম্প্রতি রামচন্দ্রঃ॥ ১৬॥

পয়ার॥ বিশিষ্টা বিজয়া বিদ্যা সম্যকে পাওনা গাধেয় হইতে গুন করেন নয়ন॥ ক্রতুবন্ধু বন্ধু রাম রাক্ষস হরণে। সম্প্রতি সসমাগতা মুনি সন্নিধানে॥ ১৬॥

মারীচ নিজ যান রাক্ষস চমূনাথং স্বয়ং রাঘবঃ, সর্ব্বে হন্যেকিল লক্ষ্মনস্য বিশিখৈর্গতাঃ কৃতান্তালয়ং। তোষং প্রাপুরথোমহর্ষি হসিতাঃ সর্ব্বে পুরা ব্রাহ্মণাঃ, তাভ্যাং সংযুযুজুঃ শুভাশিষ মতিস্ফীতাঃ স মাপ্তঃ ক্রিয়াঃ॥ ১৭॥

পয়ার॥ নিশাচর সেনাপতি মারীচ দুর্জন। পরাভব কৈল তাকে কৌশল্যানন্দন॥ অন্যে সর্ব্বে গেল যদি লক্ষ্মণের বাণে। পরেতে চলিল তারা কৃতান্ত সদনে॥ মহর্ষি সহিত সর্ব্বে আহ্লাদ

পাইল। দুরাশয় দুষ্টচয় দূরীকৃত হৈল॥ লক্ষ্মণ সহিত রাম্কে মঙ্গল যোজন। অতিস্ফীতা যদি ক্রিয়া হৈল সমাপন॥ ১৭॥

হতে রক্ষঃ কুলে তত্র রামেণ বিধিবৎ ক্রতৌ। নির্ব্বৃত্তি কৌশিক প্রায়াত্তাভ্যাং জনকপত্তনং॥ ১৮॥

পয়ার॥ রামকৃত রক্ষকুল যদি হত হৈল। বিধিবৎ প্রকারে তবে যজ্ঞ নিবর্ত্তিল॥ বিশ্বামিত্র মুনি আর শ্রীরাম লক্ষ্মণ। গমন করিল পরে জনক সদন॥ ১৮॥

অথ মিথিলাং প্রবিশতি রামে বৈতালিকৈঃ পঠিতং।

পয়ার॥ রাম যদি প্রবেশিলা মিথিলা ভুবনে। বিনয় করিয়া পাঠ করে ভাটগণে॥

যোদত্তঃ কুশিকাত্মজায় মুনয়ে তাতেন যজ্ঞোৎসব,
প্রত্যূহ প্রশমায় বর্ত্ম বিপিনে হত্বা হি তাং তাড়কাং।
লব্ধাস্ত্রানি মুনেরবেক্ষ্য মখং তস্যানুগঃ কৌতুকাৎ,
সোঽয়ং সম্প্রতি রাঘবো নিমিপতেঃ প্রাপ্তঃ পুরীং
সানুজঃ॥ ১৯॥

পয়ার॥ দশরথ কর্ত্তৃ দত্ত মুনয়ে যে জন। প্রত্যূহ প্রশম যজ্ঞ ভদায় কারণ॥ অরণ্য পথের মধ্যে তাড়কা রাক্ষসী। তাহাকে নিধন করে রামচন্দ্র আসি॥ লব্ধাস্ত্র হইয়ে পরে যজ্ঞ দেখিলেন। তদন্তে মুনির পিছে রাম চলিলেন॥ সম্প্রতি সেই রাম অনুজ সহিত। জনকের পুরী যেন পাইল ত্বরিত॥ ১৯॥

জনক বাক্যং॥ অসুর সুরভুজঙ্গ বানরাণা, মথ নর কিন্নর সিদ্ধ চারণানাং। নময়তি যদি কোঽপি চাপ মৈশং, মম দুহিতুঃ স পরিগ্রহং করোতু॥ ২০॥

পয়ার॥ সুরাসুর ভুজঙ্গাদি মানব কিন্নর। সিদ্ধগণ আদি করে আর যত চর॥ ধনুক নমনে যদি কেহ শক্ত হও। কন্যা নিধি পরিগ্রহ করি তবে লও॥

তৎশ্রুত্বা রাবণদূতঃ শৌষ্কলঃ সকোপং।

শ্রবণ করিয়ে পরে লঙ্কেশ কিঙ্কর। কোপেতে কুপিত হয়ে করিছে উত্তর॥

সার্দ্ধং হরেণ হরবল্লভয়া গিরীশং, হেরম্বষণ্মুখ বৃষ প্রম থাবকীর্ণং। কৈলাস মুদ্ধৃতবতো দশকন্ধরস্য, কেয়ং ক্ষতে ধনুষি দুর্ম্মদদোঃ পরিক্ষা॥২১॥

হর সহ হৈমবতী হেরম্ব সহিত। ষড়ানন বৃষবর প্রমথ বেষ্টিত॥ ঈদৃশ কৈলাস গিরি উদ্ধার করিল। তাহাতে তদীয় কীর্ত্তি জগৎ ব্যাপিল॥ এহেন সে লঙ্কাপতি বাহু সে দুর্ব্বার। এই রূপে তব চাপে পরিক্ষা তাহার॥

তয়োরুক্তি প্রত্যুক্তী।

জনকের বাক্য যদি অবসান হৈল। শক্ত হৈয়ে শৌষ্কল উত্তর করিল॥

মাহেশ্বরং ধনুঃ কুর্য্যাদধিজ্যঞ্চেদদাম্যহং। গুরোঃ শম্ভোর্ধনুর্নোচেচ্চূর্ণতাং কোরত্তি ক্ষণাৎ॥২২॥

অধিজ্য করয়ে যদি বৃষধ্বজ ধনু। করি তারে কন্যাদান সীতা ক্ষিতিজনু॥ ত্রিপুরারি ধনু এই না হইত যদি। সভাস্থলে ক্ষণ কালে করি চূর্ণ বিধি॥২২॥

ইত্যুক্তা দূতে গতে॥

একথা কহিয়ে দূত করিল গমন। শুন হে সুশীল জন করেএক মন

সভায়াং নৃপযুক্তায়াং জনকস্য পুরোহিতঃ। শতা
নন্দো বচঃ প্রাহ শৃণুতাং সর্ব্বভূভৃতাং॥ ২৩॥

শশধর শত শত যেন শোভা পায়। তেমতি ভূপতিচয় সভায় উদয়॥ সে সভায় শতানন্দ কহিল বচন। জনকের পুরোহিত প্রবীণ সুজন॥ শুনহে নরেন্দ্রনাথ ভূপতি সকল। সূর্য্য সম দেখি তেজ প্রতাপ প্রবল॥ ২৩॥

শৃণুত জনক শুল্কং ক্ষত্রিয়াঃ সর্ব্ব এতে, দশবদন ভুজা
নাং কুণ্ঠিতা যত্র শক্তিঃ। নময়তি ধনু রৈশং যঃ সহা
রোপণেন, ত্রিভুবন জয়লক্ষ্মী র্মৈথিলী তস্য দারাঃ। ২৪।

শ্রবণ করহ সর্ব্বে জনকের পণ। ক্ষত্রিবংশে অবতংস সুশীল সুজন॥ রাবণের ভুজশক্তি যাহাতে কুণ্ঠিতা। শৈবধনু সেই বটে করহ নমিতা॥ বাণ আরোপণে তবে কর অতি ত্বরা। ত্রিভুবন জয় লক্ষ্মী হইবেক দারা॥ ২৪॥

নৃপতিভি রব গৃহীতে ধনুষি জনক বাক্যং।

ইন্দ্র সম ধরানাথ সকল ভূপতি। ধনুষি ধারণে যদি হীন হৈল গতি॥ মিথিলার অধিপতি নরেন্দ্র ভূপতি। কিঞ্চিৎ বিলম্বে কহে মধুর ভারতি॥

আদ্বীপান্তরতোহ প্যমী নৃপতয়ঃ সর্ব্বে সমাভ্যাগতাঃ,
কন্যেয়ং কলধৌত কোমল রুচিঃ কীর্ত্তিস্ত লাভান্নদং।
নাকৃষ্টং নচ টঙ্কিতং ন নমিতং নোত্থাপিতং স্থানতঃ,
কেনাপীদমহোমহ দ্ধনুরতো নির্বীর মুর্বীতলং। ২৫।

দ্বীপান্তর হৈতে সর্ব্বে আগত ভূপতি। ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য সম তেজোময় অতি॥ এই যে স্বরূপা কন্যা ধৌত স্বর্ণসমা। ইহাকে

লইলে কীর্ত্তি হবে নিরুপমা ।। আকর্ষণে শক্ত কেহ না হইল যদি। টঙ্কার করণে সর্ব্বে সেইরূপ বিধি। কোন জন কর্তৃ ধনুঃ না হয় নমন। শক্ত না হইল কেহ করে উত্থাপন ।। বীর শূন্য ধরাতল জানিনু নিশ্চয়। এইরূপ বাক্য বহু শতানন্দ কয়। ২৫।

অথ সখি জন বাক্যং ।।

অনন্তর সখি জনের বাক্য ।।

রামো দূর্ব্বাদলশ্যামো জানকী কানকীলতা।
অনয়োর্যোগ্যউদ্বাহো ধনুরৈশঃ পণোমহান্। ২৬।

নীরদ নির্ম্মল তনু দূর্ব্বাদল শ্যাম। নির্জ্জনে নির্ম্মাণ বিধি করিল শ্রীরাম ।। স্বর্ণলতা সমা সীতা জনকনন্দিনী। কনক কামিনী যেন গজেন্দ্রগামিনী ।। উভয়ের যোগ্য বটে বিবাহ ঘটন। মহেশের ধনুর্ভঙ্গ অতি মহাপণ। ২৬।

কমঠ পৃষ্ঠ কঠোর মিদং ধনুর্মধুর মূর্ত্তি রসৌ
রঘুনন্দনঃ। কথমধিজ্যমনেন বিধীয়তা মহহ
তাত পণ স্তব দারুণঃ। ২৭।

কমঠের পৃষ্ঠতুল্য কঠোর এধনুঃ। সুমধুর মূর্ত্তি রাম সুকোমল তনু ।। কি রূপে কেমনে হবে অধিজ্য বিধান। রাম কর্তৃ হেন হবে নাহি লয় প্রাণ ।। মহাখেদে মমতাপ হতেছে দ্বিগুণ। তব পিতা জনকের কি পণ দারুণ ।। ২৭ ।।

শ্রীরামে লজ্জাং কুবর্বতি সীতায়া উৎসাহং বর্দ্ধ
য়ল্লক্ষ্মণঃ। দেব শ্রীরঘুনাথ কিং বহুতয়া দাসো
হস্মিতে লক্ষ্মণো, মের্ব্বাদীনপি ভূধরানগণয়ে ..
জীর্ণঃ পিনাকঃ কিয়ান। ২৮।

রামচন্দ্রে লজ্জাকরি লক্ষ্মণ ঠাকুর। জানকী উৎসাহ ক্রমে করিলে প্রচুর॥ শুন দেব রঘুনাথ মোর সম্বোধন। জল্পনা কি কর বহু কমললোচন॥ তব ভৃত্য আমি হই অনুজ লক্ষ্মণ। মেরুাদি ভূধরগণ না করি গণন॥ জীর্ণ এপিনাক ধনুঃ তুচ্ছ আমি দেখি। ওচরণ বলে রাম ভয় নাহি রাখি॥ ২৮॥

তস্মামাদিশ বীর যস্য ভবতো বাক্যাদহং কৌতুকী। প্রোদ্বর্ত্তুং প্রচলায়িতুং নমযিতুং ভঙ্ক্তুং স দৈনং ক্ষমঃ॥২৯॥

সে হেতু আদেশ মোরে কর বীরবর। তোমার বাক্যেতে মোর কৌতুক অপার।' প্রকর্ষে ধারণ ধনুঃ প্রকৃষ্ট চলন। নমন ভঞ্জনে যোগ্য হইবে লক্ষ্মণ॥ ২৯॥

গৃহীতে হরকোদণ্ডে রামে পরিণয়োন্মুখে। পস্পন্দে নয়নং বামং জানকী জামদগ্ন্যয়োঃ॥ ৩০॥

বিবাহ উন্মুখে রাম হইয়ে সত্বর। মহেশের মহাধনুঃ গুণে তৎপর॥ জামদগ্ন্য জানকীর স্পন্দন নয়ন। উভয়ের বামনেত্র কাঁপে সেইক্ষণ॥ ৩০॥

রাম কর্ত্তৃ ধনু যদি গৃহীত হইল। অনুজ লক্ষ্মণ পরে কহিতে লাগিল॥

পৃথ্বী স্থিরাভব ভুজঙ্গম ধারয়ৈনাং, ত্বং কূর্ম্মরাজ তদিদং দ্বিতীয়ং দধীথাঃ। দিক্‌কুঞ্জরাঃ কুরুত তত্ত্রিতযে দিধীর্ষা মার্য্যাঃ, করোতি হরকার্ম্মুক মাততজ্যং॥ ৩১।

অবনিহে স্থিরাভূমি হও এইক্ষণ। হে ভুজঙ্গ ধরা আজি কররে ধারণ॥ শুন তুমি কূর্ম্মরাজ দ্বিতীয় ধারণ। করহে কুঞ্জর গণ

দিৰীর্ষা পুরণ॥ মহেশের মহাধনু এই বিদ্যমান। রাম যদি করিলেক জ্যা যোগ বিধান।' ৩১॥

পৃথ্বীযাতি রসাতলং ফনিপতির্ন্নমুং ফণামণ্ডলং, বিভ্রৎ
ক্ষুভ্যতি কূর্ম্মরাজ সহিতো দিককুঞ্জরাঃ কাতরাঃ।
আতন্বন্তিচ বৃংহিতং দিশিতটৈঃ সার্দ্ধং ধরাধারিণঃ,
কম্পা:ন্ত রঘুপুঙ্গবে পুরজিতঃ সজ্যংধনুঃ কুর্ব্বতি। ৩২।

পৃথ্বী যায় রসাতল যায় রসাতল। ফনিপতি নম্রফণা করিল সকল॥ কুঞ্জর সহিত কূর্ম্ম কাতরাতিশয়। দিগদন্তী সার্দ্ধ শৈল কম্পবান হয়॥ পুরজিৎ পশুপতি ত্বদীয় ধনুক। জ্যা যোগ করিয়ে রাম করিল এরূপ॥ ৩২॥

তত্র নৃপতিনাং চেষ্টা।

অর্থাৎ সকল নৃপতি দিগের চেষ্টা।

রামে রুদ্র শরাসনং তুলয়তি স্মিত্বাস্থিতং পার্থিবৈঃ,
সিঞ্জা সিঞ্জন তৎপরে চ হসিতং দত্বামিথস্তালিকাং।
আরোপ্য প্রচলাঙ্গুলী কিশলয়ৈ ম্লানং গুণাস্ফালনে,
সর্ব্বাকর্ষণ ভগ্ন পর্বনি পুনঃসিংহাসনে মূর্চ্ছিতং। ৩৩।

রাম যদি রুদ্র ধনু তুলিল যতনে। হাসিয়ে নৃপতিগণ উঠিল সে থানে॥ সিঞ্জার ঘর্ষণ রাম করিল যখন। তালি দিয়ে হাসিলেক নৃপতির গণ॥ রঘুনাথ দিলে যদি গুনে আস্ফালন। সকল ভূপতি করে মলিন বদন॥ আকর্ষণ করে ধনু ভাঙ্গিল ত্বরিত। সিংহাসনে নৃপগণ হইল মূর্চ্ছিত।৩৩।

উৎক্ষিপ্তং সহ কৌশিকস্য পুলকৈঃসার্দ্ধং মুখৈর্নামিতং,
ভুপানাং জনকস্য সংশয় ধিয়া সাকং সমাস্ফালিতং।

বৈদেহীমনসা সমঞ্চ সহসাকৃষ্টং ততো ভার্গব, প্রৌঢ়া
হুংকৃতি কন্দনেন মহতা তত্তগ্ন মৈশংধনুঃ। ৩৪।
কৌশিক পুলক সহ ধনুরুৎক্ষেপণ। নমতি নৃপতি মুখ
ধনুষা সহন॥ সংশয় জনক মতি সহিতাস্ফালন। জানকী
মনসা সহধনুরাকর্ষণ॥ ভার্গবের অতিবড় মাৎসর্য্য সহিত।
ভাঙ্গিলেক ধনুঃ রাম জানিহ নিশ্চিত। ৩৪।

রুন্ধন্নষ্টাবিধেঃ শ্রুতী মুখরয়ন্নষ্টৌদিশঃ ক্রোড়য়ন্মূর্ত্তি
রষ্ট মহেশ্বরস্য দলয়ন্নষ্টৌ কুলক্ষ্মাভৃতঃ। অত্যুচ্চৈর্ব্বধি
রাণি পন্নগ কুলান্যষ্টৌচ সম্পাদয়ন্মুন্মীলষত্যয়মার্য্য
বাহু বিদলৎ কোদণ্ড কোলাহলঃ। ৩৫।

কমলাসনের কর্ণ করিলেক রোধ। দিগষ্ট পূরিল শব্দে না
হয় প্রবোধ। কাঁপিল মহেশ মূর্ত্তি না যায় ধরণ। ভূধর অচল
দল হতেছে দলন॥ শ্রোত্রহীন হৈল যেন পন্নগের কুল।
এইরূপ হইল সর্ব্বে ক্রমেতে আকুল॥ ত্রিভুবন পতি রাম ত্বদীয়
বাহুবল। তাহাতে দলিত ধ্বনি ধনু কোলাহল। ৩৫।

লোকান্ সপ্ত নিনাদয়ন্ হরিহয়ানুদ্ ভ্রাময়ন্ সপ্তচ,
ধ্যানাৎসপ্ত নিবারয়ন্ মুনিবরান্ সপ্তার্ণবান্ ক্ষোভয়ন্।
উন্মূলানি রসাতলানি জনয়ন্ সপ্তাপি সংভূতবান্,
শ্রীমদ্রাঘব দণ্ড বিদলৎ কোদণ্ড চণ্ডধ্বনিঃ। ৩৬।

অতিশয় শব্দময় সপ্ত লোক হৈল। হরি হয় ভয় পায়ে গতি
নিবারিল। মুনিক্স সপ্তঋষি যোগভঙ্গ দিল। ধরাতলে সপ্তসিন্ধু
উথলি পড়িল॥ সমূলে মেদিনী বুঝি যায় রসাতল। ধনুভঙ্গে

হৈল ধ্বনি অত্যন্ত প্রবল॥ শ্রীরামের বাহুদণ্ডে হয়েছে প্রভব। কোদণ্ড ভঞ্জনে হয় তাহার উদ্ভব। ৩৬।

ত্রুট্যদ্ভীমধনুঃ কঠোর নিনদ স্তত্রাকরোদ্বিস্ময়ং, ত্রস্য দ্বাজিরবে বিমার্গ গমনং শম্ভোঃশির কম্পনং। দিগ দন্তিস্খলনং কুলাদ্রিচলনংসপ্তার্ণবান্দোলনং, বৈদেহী মদনং মদান্ধদমনং ত্রৈলোক্য সম্মোহনং। ৩৭।

ভীমধনু হৈতে ধ্বনি হইয়ে উদয়। তাহাতে সকলে যেন হইল বিস্ময়॥ সূর্য্যের ঘোটকে করে বিমার্গ গমন। শিবের মস্তক পরে হইল কম্পন॥ দিগহস্তী যেন তায় খসিয়ে পড়িল। ধরা তলে কুলাচল দুলিতে লাগিল॥ জানকীর হইলেক মদন উদ্ভব। ত্রিলোক মোহিত করে এরূপ প্রভব। ৩৭।

কোদণ্ড ভগ্নাম্মুখরী কৃতাংশ বরং বরেণ্যং জনকা ত্মজায়াঃ। অনন্য সামান্য ধনুর্বিলাসং নমামি তং লোক বিসর্পি কীর্ত্তিং। ৩৮।

ধনুভঙ্গ শব্দে দিগ্ পূরিলে আপনি। সীতার বরণ্য বর তুমি গুণমণি॥ অন্যেতে অসাধ্য হৈল ধনুর বিলাস। আপনি করিলে রাম তাহার প্রকাশ॥ নমস্কার করি আমি তব রাঙ্গা পায়। ইহলোকে তব কীর্ত্তি হয়েছে উদয়। ৩৮।

অথ শতানন্দে নানীতে দশরথে মিথিলাং প্রবিশতি বৈতালিকৈঃ পঠিতং॥

অর্থাৎ শতানন্দ কর্ত্তৃক দশরথ রাজা আনিতে হইলে পরে ভাটগণে পাঠ করিলেক॥

জনক নৃপতি বাক্যং পুত্রসম্বন্ধহৃদ্যং, স রভস মুপগৃহ্য

শ্রীশতানন্দ বক্তাুং। অপর মপি তনুজদ্বন্দ্ব মাদায় হৃষ্টঃ,
প্রত্ত রঘুপতি শৌর্য্যঃ কৌশলেন্দ্রোহ নেতি ॥ ৩৯ ॥

শতানন্দ কহিলেক জনকের কথা। পুত্রের সম্বন্ধ যেন আছে তায় গাঁথা॥ এইরূপ বাক্য শুনে হৃষ্টচিত্ত হৈয়ে। অপর সন্ততি দুই সঙ্গে করে লয়ে॥ ইন্দ্রসম দশরথ অযোধ্যার নাথ। সম্প্রতি আইল সেই সন্তানের সাথ। ৩৯।

আতিথ্য মান মহিতং মিথিলাধিনাথঃ, কৃত্বাতিথিং
দশরথং পরমাতিথেয়ঃ। স্বীয়ে সুতে হথ কুশধ্বজ কন্য
কেচ, প্রত্যাদদৌ বিধিবদেব তদাত্মজেভ্যঃ। ৪০ ।

মিথিলাধিনাথ তুমি অতিথি কুশল। দশরথ রাজা হৈল অতিথি প্রবল॥ করিয়া অতিথি তায় বিধি অনুসারে। পরমাতিথেয় নাম বিদিত সংসারে॥ স্বর্ণসমা অনুপামা কন্যাহে তোমার। কুশধ্বজ কন্যাদুই তদ্রূপ প্রকার॥ দশরথের চারি পুত্রএই বিদ্যমান। ইহাতে আপনি রাজা কন্যা দিলেদান।৪০।

নিঃশান মাদল রসাল গভীর ভেরী, ঢক্কার তালবর
কাহল নাদ জালৈঃ। পূর্ণংবভূব ধরণী গগনান্তরালং,
পানিগ্রহে রঘুপতে র্জনকাত্মজায়াঃ। ৪১।

নিঃশান মাদল আদি রসাল গভীর। ভেরী ঢক্কা জয়ঢাক প্রচুর গভীর॥ তাহার নিনাদ জালে পূরিল ধরণী। গগনে উঠিল শব্দ অতিশয় ধ্বনি॥ বিবাহে বিহিত বাদ্য বিবিধ প্রকার। জানকী রামের সহ বিধি অনুসার॥ ৪১॥

রঘু জনক মহীন্দ্রয়ো স্তদানীমভব দপত্য বিবাহমঙ্গলশ্রীঃ।
ত্রিভুবন জনতা নন্দ যত্র প্রনদ মবাপমনোরথ ব্যতীতং।৪২।

মহীন্দ্র জনক রায় রাজা রঘুপতি। বিবাহ মঙ্গল শোভা সম্প্রনে সম্প্রতি ॥ ত্রিভুবনে যত জনে আনন্দ অপার। প্রমদ পাইল তারা অভিলাষে ভর ॥ ৪২ ॥

সীতাং শ্রীরঘুনন্দনোহথ ভরতঃ কৌশধ্বজীং মাণ্ডবীং,
সৌমিত্রিঃ শতপত্র শক্র বদনাং সীতানুজা মূর্ম্মিলাং।
শত্রুঘ্নঃ শ্রুতকীর্ত্তি মুত্তমগুণাং কৌশধ্বজী মূঢবা,
স্তানাদায় কৃতোৎসবো দশরথঃ স্বীয়াং পুরীং প্রস্থিতঃ ॥ ৪৩ ॥

সীতাসতী রঘুপতি বিবাহ করিল। তদন্তে ভরত সুখি মাণ্ডবী লইল॥ সৌমিত্রি সহিত সঙ্গ উর্ম্মিলা সুন্দরী। কৌশধ্বজী স্বর্ণসমা শত্রুঘ্ন নারী॥ রামাদি লইয়ে রাজ্যে রাজা দশরথ। প্রস্থানে প্রস্তুত পরে পৌলে পুরীপথ॥ ৪৩॥

অথ পথি পরশুরামেণ সংসর্গঃ।

অনন্তর পথি পরশুরামের সহিত সম্বাদ হইল।

যদ্ভঞ্জনকাত্মজা কৃতে রাঘবঃ পশুপতে র্মহদ্ধনুঃ। তৎ ধ্বনি শ্রবণা রোষিত স্তুরমাজগাম জমদগ্নিজোমুনিঃ। ৪৪।

জানকী বিবাহে রাম যে ধনু ভাঙ্গিলে। বৃষধজ ধনু সেই নিশ্চয় জানিলে॥ ধনুর্ভঙ্গ ধ্বনি শুনি রোষিত মুনিবর। আইল সে জামদগ্ন্য যমের কিঙ্কর॥ ৪৪॥

লক্ষ্মণঃ শ্রীরামম্প্রতি পরশুরামং দর্শয়তি।

লক্ষ্মণ শ্রীরামের প্রতি পরশুরাম দর্শন করিতেছেন।

কুর্ব্বন্ কোপাদ্দগ্ধ রবি কিরণ শটাপাট লৈর্দৃষ্টিপাতৈ,

"রদ্যাপি ক্ষত্র কণ্ঠচ্যুত রুধির সরিৎশিক্তধারং কুঠারং।
তীব্রৈর্নিশ্বাসবাতৈঃ পুনরপি ভুবনোৎপাতমাসূচয়ন,
দ্রাগুন্মার্জ্জন্মৌর্ব্বী কলাপং ত্রিভুবন বিজয়ী জামদগ্ন্যো
হয়মেতি ॥ ৪৫ ॥

কোপেতে করিয়ে করে কুঠার ধারণ। ক্ষত্রকণ্ঠচ্যুতরক্ত কুঠারে সুক্ষণ॥ আরক্ত সে সূর্য্যসম নয়ন যুগল। নিতান্ত নিশ্বাস পাত করিয়ে সকল॥ ভুবন উৎপাত মনে করিয়ে সূচনা। পুনঃ মৌর্ব্বী করে ধরে করিছে মার্জ্জনা॥ ত্রিভুবন বিজয়ী সেই জামদগ্ন্য মুনি। সম্মুখে আগত সেই সাক্ষাৎ বাখানি॥ ৪৫॥

চূড়াচুম্বিত কঙ্কপত্র মভিতস্তূণীদ্বয়ং পৃষ্ঠতো, ভস্মস্নিগ্ধ
পবিত্রলাঞ্ছন মুরো ধত্তেত্বচং রৌরবীং। মৌঞ্জ্যা মেখ
লয়া নিযন্ত্রিত মধোবাসশ্চ মাঞ্জিষ্ঠিকং, পাণৌকার্ম্মুক
মক্ষসূত্র বলয়ং দণ্ডংপরং পৈপ্পলং ॥ ৪৬ ॥

পৃষ্ঠদেশে তূণীদ্বয় করিয়ে ধারণ। শরসহ সেই তূণী নিশ্চয় সাধন॥ পরম পবিত্র ভস্ম তদীয়লাঞ্ছন। রৌরবী ত্বচ তার উরসি ধারণ॥ মনোজ্ঞা মেখলা লয়ে বস্ত্র পরিধান। করেতে কার্ম্মুক মালা বলয়া সমান॥ পরিয়ে পৈপ্পলদণ্ড জামদগ্ন্য মুনি। ঈষদ্ অরুণ নেত্র বিপ্র চূড়ামণি॥ ৪৬॥

সোহয়ং সপ্ত সমুদ্র মুদ্রিত মহী যেনার্জ্জুনানুদ্ধৃতা,
ছিত্বা ভৈরব সঙ্করেতি জঠরং কণ্ঠং কুঠারাঞ্চলৈঃ।
রেবানীর নিরোধ হেতুগহনং বাহোঃ সহস্রং জবাৎ,
খণ্ডং খণ্ড মখণ্ড যৎ পিতৃবধামর্ষেণ বর্ষীয়সা॥ ৪৭॥

সপ্ত সিন্ধু যেরা মহীমহীমামহতা। অর্জ্জুন হইতে যেবা করয়ে

রক্ষতা ॥ সেজন পরশুরাম ভৈরব সমরে। কাটিল তাহার মাথা আপন কুঠারে॥ রেবানীর নিবারণ হেতু সহস্র হাত। কোপেতে কাটিয়ে করে খণ্ড খণ্ড পাত ॥ ৪৭ ॥

যত্রাক্রামতি সঙ্গরাকুলভুবং দুর্বারধারা স্খলৎ, কুর্প্যৎ ক্ষত্র কিশোর কণ্ঠ রুধিরৈ র্নীরেণুকাভূরভূৎ। তাদ্গৌরব্বর স্বয়ম্বর পর স্বর্লোক কন্যাকর, ক্রীড়াপুষ্কর দাম রেণুভি বভূৎ ঘোরেব রেণুৎকটা ॥ ৪৮ ॥

যেখানেতে যুদ্ধ ভূমি এরূপ জনন। স্খলিত হইয়ে রক্ত করে আক্রমণ ॥ ক্ষত্রিয় কিশোরকণ্ঠ হইতে রুধির। তাহাতে রহিত রেণু করে অবনীর ॥ এইরূপ জামদগ্ন্য তার স্বয়ম্বর। স্বর্গকন্যা হইলেক তাহাতে তৎপর ॥ তাহাদের করে পদ্ম আছিল নিশ্চয়। তাহার রেণুতে ক্ষিতি ধূলাযুক্তা হয় ॥ ৪৮ ॥

জামদগ্ন্যঃ ক্রোধং নাটয়িত্বা কেনেদং কালদণ্ডাস্তর, নিস্তভগ্নমজগবং ধনুরিতি সাশঙ্কং বারত্রয়ং ॥ পার্ব্বত্যানিজভর্ত্তুরায়ুধ মিতি প্রেম্নায় দভ্যর্চ্চিতং, নির্ম্মোকেনচ বাস্থকে র্নিচূলিতং যৎসাদরং নন্দিনা। ভব্যংযৎ ত্রিপুরেন্ধনং ধনুরিদং তন্মাদনোন্মাথিলং, সদ্যোবং ভুবি রাম নামনিময়ি দ্বৈধীকৃতং দৃশ্যতে ॥ ৪৯ ॥

নিজভর্ত্তা ধনু এই জানি যে নিশ্চয়। প্রেম হেতু পার্বতী পূজা করিল তাহায় ॥ বাস্থকি ত্বচেতে ধনু আছে আচ্ছাদন। সাদরে করেছে নন্দি সে রূপ সৃজন ॥ ত্রিপুরা করেছে সারা এই সে কার্ম্মুক। মন্মথে উন্মথ করি আছয়ে ধনুক ॥ ধরাতে প্রসিদ্ধ রাম আছিলাম আমি। তাহাতে দ্বিরূপ রূপ দেখাইলে তুমি। ৪৯ ॥

'সহস্র বাহুস্ত্বং মহং দ্বিবাহু, ত্বং চক্রবর্ত্তী মুনি নন্দ
নোঽহং। ত্বং সৈন্যযুক্তো ৎস্যহমেক বীর, তথাপিনৌ
পশ্যতি তর্কমর্কঃ ॥ ৫০ ॥

সহস্র বাহু যদি রাম হয় হে তোমার। দ্বিবাহু আছে যে মাত্র নিশ্চয় আমার॥ তুমিতো পৃথীর রাজা শুনহে রাজন। ভুবনে বিদিত আমি মুনির নন্দন॥ সৈন্য যুক্ত আছ তুমি জানিনু নিশ্চয়। একবীর মাত্র আমি হইনু উদয়॥ তথাপি তোমার সহ ঘটিবে সংগ্রাম। দেখিবেক দিননাথ নাহবে বিশ্রাম॥ ৫০ ॥

উৎকৃত্যোৎকৃত্য গর্ভানপি সকল যতঃক্ষত্রসন্তান রো
ষাদুদ্দামানেক বিংশত্যবধি বিশসতঃ সর্ব্বতো রাজ
বংশ্যান্। পৌত্রং তদ্রক্ত পূর্ণং হ্রদ মবনি মহানন্দ
মন্দায়মান্, ক্রোধাগ্নেঃ কুর্ব্বতো দেন মখলু ন বিদিতঃ
সর্বভূতৈঃ প্রভাবঃ ॥ ৫১ ॥

অতি বড় অহংকার করিনু খণ্ডন। চতুর্ত্তিতে গতবস্ত নাবৎ রাজন॥ উদ্ধত সে রাজবংশ নাহয় প্রভেদ। একাধিক বিংশতি বার করি আমি ছেদ॥ রক্তপূর্ণ পিতৃহ্রদ করিনু নিশ্চয়। মহানন্দে কোপানল মোর মন্দ হয়॥ এরূপ ভার্গব আমি মদীয় প্রভাব। সর্ব্ব ভূতে জ্ঞাত আছে জানতো রাঘব॥ ৫১ ॥

কুপ্যৎ ক্ষত্রকিশোর কণ্ঠবিগলদ্রক্তৌঘধারাসরিৎ,
নির্ব্বাত্তাভিষবস্য কৃত্তশিরসঃ কেশান্ কুশান্ কুর্ব্বতঃ।
তাবদ্রক্তজলাঞ্জলিঃপিতৃগণৈ র্যস্যাক্ষণং স্বীকৃতঃ,
সন্তোষেণজুগুপ্সয়া করুণয়া হাসেন শোকেনয়া ॥ ৫২ ॥

কুপিত যে ক্ষত্রসুত তার কণ্ঠদেশ। তাহাতে ক্ষরিত রক্ত সরিৎ

বিশেষ॥ সেইজলে অভিষিক্ত হৈয়েছিনু আমি। কেশ কুশ। করি তায় নাহি জ্ঞান তুমি॥ রক্তরূপ জলাঞ্জলি দেই পিতৃ গণে।করুণা শোকেতে তাহা লয় মোর স্থানে॥ ৫২॥

অপিচ॥ আশ্চর্য্যং কার্ত্তবীর্য্যার্জুনভুজ বিপিন ছেদ লীলাস্বভিজ্ঞঃ, কেয়ূর গ্রুস্থিরত্নোৎকরকর্ষণ রণৎকার ঘোরঃ কুঠারঃ। তেজোভিঃ ক্ষত্রগোত্র প্রলয় সমুদিত দ্বাদশার্কানুকারঃ কিং ন প্রাপ্তঃ শ্রুতিং তে পুরমথন ধনুর্ভঙ্গ পর্য্যুৎসুকস্য॥ ৫৩॥

কার্ত্তবীর্য্য মহারাজার বাহুরূপ বন। সে অরণ্য কুঠারেতে করেছে ছেদন॥ সেই হস্তে ছিল বালা তাহে রত্ন-গণ। তাহার চলনে শব্দ তায় ভয় যত্ত॥ এরূপ কুঠার মোর আছয়ে নিশ্চয়। তেজেতে করয়ে ক্ষত্র গোত্রের প্রলয়॥ প্রলয়েতে দ্বাদ শার্ক তুল্য সে কুঠার। একথা শ্রবণ রাম নহেক তোমার॥ বৃষ ধ্বজ ধনুর্ভঙ্গে হৈয়েছো কৌতুকী। তাহাতে আছহে তুমি অতি শয় সুখী॥ ৫৩॥

অভ্যগ্নিং জমদগ্নিং রাশ্রমপরৈর্যঃশ্রূয়তে শ্রোত্রিয়ৈঃ, শ্রূয়েচাহ মহং যুভিঁ নৃপতিভিস্তত্রোভয়ে সাক্ষিণঃ। ইক্ষ্বাকো রথবা ভৃগো র্ভগবতো ভাবীস্বধা বিপ্লবঃ, স্বা ধ্যায়েন শপেশপে পরশুনা পত্যা পশূনাং শপে। ৫৪।

অভি অগ্নি জমদগ্নি শ্রুত শ্রোত্রিগণ। অহং য নৃপতি মোরে করিছে শ্রবণ॥ উভয়ের সাক্ষী আছে ইক্ষ্বাকু ভূপতি। অথবা আছয়ে সাক্ষী ভৃগু মহামতি॥ উভয়ের হবে লোপ ভাবী পিণ্ড পথ। বেদ পাঠ মিথ্যা মোর করিনু শপথ॥ অথবা শপথ মোর

কুঠারের হয়। নতুবা শিবের দিব্য করিনু নিশ্চয় ॥ ৫৪ ॥

শ্রীরামঃ সানুনয়ং।

অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র পরশুরামকে বিনয় করিতেছেন।

বাহোর্ব্বলং ন বিদিতং ন চ কার্ম্মুকস্য, ত্রৈয়ম্বকস্য
সুতরাম যমেবা দোষঃ। তচ্চাপলং পরশুরাম মমক্ষমস্ব,
ডিম্বস্য দোর্ব্বিলসিতানি মুদে গুরূণাং ॥ ৫৫ ॥

আজানি হে বাহুবল আর ধনুর্ব্বল। নিশ্চয় আমার দোষ হৈয়েছে সকল॥ জামদগ্ন্য নিবেদন করি তবে আমি। আমার চাঞ্চল্য প্রভু ক্ষমাকর তুমি ॥ বালকের বাহুবল বিলাসিত হয়। তাহাতে আহ্লাদ গুরু করয়ে নিশ্চয় ॥ ৫৫ ॥

ক্ব স দাশরথি রামো মদ্‌যশশ্চন্দ্র বারিতঃ। পুরারে
কার্ম্মুকং যেন ভগ্নং তিষ্ঠতি ভার্গবে ॥ ৫৬ ॥

কোথায় কোশলাপতি দাশরথি রাম। যশশ্চন্দ্র মোর সেই করিছে বিরাম ॥ শিবের ধনুক রাম কি রূপে ভাঙ্গিলে। ভার্গব থাকিতে কর্ম্ম এরূপ করিলে ॥ ৫৬ ॥

স্পৃষ্টং বাপি ন বা স্পৃষ্টং কার্ম্মুকং পুরবৈরিণঃ। ভগব
নাত্মনৈবেদ মভজ্যত করোমি কিং ॥ ৫৭ ॥

স্পর্শন করিনু কিম্বা নাহি করেছিনু। আপনি ভাঙ্গিল সেই মহেশের ধনু ॥ কি করিব আমি প্রভু দোষ মোর নাই। মিথ্যা রোষ কর মোরে কহি তব ঠাঁই ॥ ৫৭ ॥

হারঃকণ্ঠে প্রভবতু বামত্র কিম্বা কুঠারঃ, স্ত্রীণাং
নেত্রাণ্যবিরস স্তনঃ কজ্জলং বা জলং বা। সংপশ্যামো

নিরুপমমুখং প্রেক্তভর্ত্ত, মুখংবা, যদ্বা তদ্বা ভবতু নবয়ং ।
ব্রাহ্মণেষু প্রবীরাঃ ॥ ৫৮॥

মোর কণ্ঠে দেখ প্রভু শোভা পায় হার। নতুবা শোভিবে কণ্ঠে নিশ্চয় কুঠার॥ মোদের নারীর নেত্রে আছয়ে কাজল। নতুবা তাহাতে প্রভু থাকিবেক জল॥ রামাগণের মুখ মোরা দেখিব নয়নে। নতুবা যমের মুখ দেখি এইক্ষণে॥ যাহবে তাহবে প্রভু কহিনু তোমায়। ব্রাহ্মণ হিংসনে বীর মোরা কভু নয়॥ ৫৮॥

নিহন্তুং হন্ত গোবিপ্রান্ন শূরা রাঘবাবয়ং। অয়ং কণ্ঠে
কুঠারস্তে কুরু রাম যথোচিতং ॥ ৫৯॥

গোহত্যা ব্রাহ্মণহিংসা মোরা করি নাই। তাহাতে প্রবীর প্রভু সূর্য্য বংশে নাই॥ কণ্ঠেতে কুঠার তব আছয়ে নিশ্চয়। যাহা ইচ্ছা কর তুমি কহিনু তোমায়॥ ৫৯॥

ভো ব্রাহ্মণ ভবতাংসমং ন ঘটতে সংগ্রাম বার্ত্তাপিনঃ
সর্ব্বোহীন বলা বয়ং বলবতাং যূয়ংস্থিতা মূর্দ্ধনি।
যস্মাদেক গুণং শরাসন মিদংরাজন্যকানাবলং, যুষ্মা
কং দ্বিজজন্মনাং নবগুণং যজ্ঞোপবীতং বলং॥ ৬০॥

নিবেদন করি প্রভু তুমিহে ব্রাহ্মণ। তব সহ যুদ্ধ যেন না হয় ঘটন॥ বলহীন মোরা সব জানিবে নিশ্চয়। বলবান দ্বিজগণ থাকহ মাথায়॥ এক গুন শরাসন নৃপতির বল। নবগুণ বল মাত্র ব্রাহ্মণ সকল॥ যজ্ঞোপবীত বল নবগুণ হয়। সংগ্রাম তোমার সহ যোগ্য কভু নয়॥ ৬০॥

অথ পরশুরামং প্রতি লক্ষ্মণঃ।

অনন্তর পরশুরামের প্রতি লক্ষ্মণ কহিলেন। যথা

পুরোজন্মানাদ্য প্রভৃতি মমরামঃ স্বয়মহং নপুত্রঃ
পৌত্রো বা রঘুকুল ভুবাঞ্চ ক্ষিতিভুজাং। অধীরং
ধীরংবা কলয়তু জনো মামরমরং, ময়া বদ্ধো দুষ্ট
দ্বিজ দমন দীক্ষা পরিকর ॥ ৬১॥

অদ্যাবধি রাম মোর অগ্র জন্মানুয়। দিনকর কুলে পুত্র পৌত্র কভু নয় ॥ দুষ্ট দ্বিজ দমনেতে বান্ধিলেম কোটি। একর্ম্ম করিলে মোর হইবেক ক্রুটি ॥ অধীর বলিবে লোকে কিম্বা কয় ধীর। নতুবা বলিবে এই জামদগ্ন্য বীর ॥ ৬১।

অথ শ্রীরাম বাক্যং।

অর্থাৎ শ্রীরামর বাক্য যথা।

জাতঃ সোহহং দিনকর কুলে ক্ষত্রিয় শ্রোত্রিয়েভ্যো, বিশ্বা
মিত্রাদপি ভগবতো দৃষ্ট দিব্যাস্ত্র পারঃ। অস্মিন্বংশে
কলয় তুজনো দুর্যশোবা যশোবা, বিপ্রে শস্ত্র্য গ্রহণ গুরুণঃ
সাহসিক্যাদ্বিভেমি ॥ ৬২ ॥

দিবাকর কুলে জন্ম জানত লক্ষণ। ক্ষত্রিয় শ্রোত্রিয় আর কৌশিক স্বজন ॥ এ সকলে অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছিল মোরে। তবে সে হইনু পার অস্ত্র পারাবারে ॥ এ অংশে কহিবে মোর সকল দুর্যশ। নতুবা কহিবে লোকে আমার সুযশ ॥ ব্রাহ্মণ বিষয়ে বাণ উচিত না হয়। সে রূপে সাহসে আমি করি অতিভয় ॥ ৬২ ॥

তথাপি রামং প্রতি পরশুরামঃ।

অর্থাৎ তথাপি রামচন্দ্রের প্রতি পরশুরাম কহিলেক।

তচ্চাপ মীশভুজ পীড়য়ন্পীতসারং প্রাগপ্য ভজ্যত
ভবাস্ত নিমিত্ত মাত্রং। রাজন্যক প্রধন সাধন মস্ম

দীয়, মাকর্ষ কার্ম্মুক মিদং গরুড়ধ্বজস্য ॥ ৬৩॥

শিবের করেতে ধনু করিছে দলন। সে ধনুকে সারভাগ নাহিক রাজন॥ সেই হেতু পূর্ব্বে তুমি তাহাকে ভাঙ্গিলে। নিমিত্ত কারণ মাত্র উপলক্ষ ছিলে॥ ধরাধিপ ধ্বংসকারি আমার ধনুক। আকর্ষণ কর রাম কৃষ্ণের কার্ম্মুক॥ ৬৩॥

রামস্তদাদায় ধনুঃ স[illegible]বাণঞ্চ সংযুজ্য তদাচ কর্ষ। ভাতিস্মসাক্ষান্মকরধ্বজোয়ং, গতিং প্রচিচ্ছেদ চ ভার্গবস্য॥ ৬৪॥

লইয়ে তাহার ধনু কৌশল্যানন্দন। হেলায় তাহাতে শর করিল পূরণ॥ ভার্গবের গতি বাদ করি রঘুবর। সাক্ষাৎ কন্দর্প তুল্য হৈল দীপ্তিকর॥ ৬৪॥

তচ্চাপ মাকর্ষতি তাড়কারৌ, বাকার গুপ্তাপিবিশাল নেত্রা। সাসূয়মৈক্ষিষ্ট বিদেহ কন্যা, কন্যাং কিমন্যাং পরিণেষ্যতীতি॥ ৬৫॥

তাড়কারি রঘুনাথ কৌশল্যা নন্দন। ভার্গবের ধনু যদি করিল গ্রহন॥ বিশাল নয়নী সীতা বিদেহ নন্দিনী। পুনঃ ধনু প্রভু করে দেখিলা আপনি॥ রাগান্বিতা হইলেক পৃথিবীর সুতা। সপত্নী হইবে করি মনে পায় ব্যথা॥ ৬৫॥

ভার্গবঃ সানুনয়ং॥

অর্থাৎ পরশুরামের বিনয় যথা।

যঃকার্ত্তবীর্য্যস্য ভুজান্ সহস্রং, চিচ্ছেদ বীরোযুধি জামদগ্ন্যঃ। স শায়কে রাম করাধিরূঢ়ে, ব্রাহ্মণ্য এষ প্রণয়ী বভূব॥ ৬৬॥

যুদ্ধেজয়ী জামদগ্ন্য দুর্জ্জয় যেমন। সমরে সহস্র কর করিল ছেদন॥ সহস্র বাহু কার্ত্তবীর্য্য ক্ষত্রিয় কিশোর। তারদর্প দূরীভব কৈল বীরবর॥ কৌশল্যা কুমার করে কার্ম্মুক দেখিয়ে। কহে কথা জামদগ্ন্য বিনয় করিয়ে॥ ৬৬॥

যাবদ্ধূর্জটি ধর্ম্মপুত্র পরশুক্ষুণ্ণাখিল ক্ষত্রিয়, শ্রেণী শোণিত পিচ্ছিলা বসুমতী কো ক্ষামিল্যাং পদং। ত্রৈলো ক্যাভয়দান দক্ষিণ ভুজা বর্ষন্ত দিব্যোদেয়ো, দেবোহয়ং দিনকৃতকুলে কতিলব্যোন প্রভাবিষ্যয়দি॥ ৬৭॥

মহেশের ধর্ম্মপুত্র জামদগ্ন্য মুনি। তাহার কুঠারে ক্ষুণ্ণ সব ক্ষত্র শ্রেণী॥ তাহার রুধিরে পঙ্ক পৃথিবী হইল। ধরাতে ধারণ পদ কে করিবে বল॥ ত্রিলোকে অভয় দান দিতে দিনপতি। গগনে উদয় পেয়ে করিছেন স্থিতি। দিনকর কুলে সূর্য্য না থাকিত যদি। পৃথিবী পঙ্কিলা তবে হৈতো নিরবধি॥ ৬৭॥

জামদগ্ন্য চরণ পতিতোয়ং রামঃ।

অর্থাৎ পরশুরামের চরণে পতিত হইয়া রামচন্দ্র কহিলেন।

উৎপাত্ত জমদগ্নিতঃ স ভগবান দেবঃপিনাকীগুরু, বীর্য্যং যত্তু নতদিগন্নাং পথিমনু ব্যক্তং হি তৎ কর্ম্ম ভিঃ। ত্যাগ সপ্ত সমুদ্রিত মহী নির্ব্যাজ দানাবধি, সত্যং ব্রহ্ম তপোনিধের্ভগবতঃ কিং কিং ন লো কোত্তরং॥ ৬৮॥

জামদগ্ন্য হৈতে প্রভু জন্মিয়াছ তুমি। মহেশের শিষ্য হও জানিলেম আমি॥ বাক্যাগম্য বীর্য্য তব বহনে না যায়। কর্ম্মেতে করেছে ব্যাপ্ত দৃষ্টক্ষিতিময়॥ কি কহিব ত্যাগ তব

ব্যাপ্ত ধরাতলে। ছল শূন্য দান সীমা করিছ সচ্ছলে ॥ ব্রহ্মসত্য তপোনিধি আছয়ে তোমার। সকল কথন তব ত্রিলোকে প্রচার ॥ ৬৯ ॥

জ্ঞাত্বাপ্রভাবং রঘুনন্দনস্য, তদঙ্গমালিঙ্গ্য ততোঽতি গাঢং। বিন্যস্য তস্মিন্ জামদগ্নি সূনু, স্তেজো মহাক্ষত্র বধার্দ্দ্ব্রতঃ ॥ ৭০ ॥

রামের প্রভাব জানি ভৃগুর নন্দন। তাহার অঙ্গেতে দিল গাঢ় আলিঙ্গন ॥ ক্ষত্রবধে জামদগ্নি হৈয়ে নিবর্ত্তন। মহাতেজ করিলেক শ্রীরামে অর্পণ ॥ ৭০ ॥

যযৌ রামং পরিষ্বজ্য ভার্গবঃ স্বীয়মাশ্রমং। রাজাপ্রি সহ রামাদ্যৈঃ পুত্রৈরুত্তর কোশলাং ॥ ৭১ ॥

রঘুনাথে বহুবিধ করিয়ে স্তবন। ভার্গব করিল স্বীয় আশ্রমে গমন ॥ রামাদি সহিত মহারাজা দশরথ। গমন করিল পরে অযোধ্যার পথ ॥ ৭১ ॥

রুদ্ধ্বাগতিং পরশুরাম মুনিঃস্বনাকী, সমমন্ত্র্য সর্ব্ব স্বজনান্ পিতৃ মাতৃ বংশ্যান্। সংমান্য মান্যতম বিপ্রগুরু স্বজাতীন্, পিত্রাসমং নিজ পুরীং প্রজ গাম রামঃ ॥ ৭২ ॥

ভার্গবের স্বর্গগতি নিবারণ করি। আত্মীয় স্বজন লয়ে চলিলেন পুরী ॥ মান্যতম সেই রাম অযোধ্যার নাথ। বিপ্রগুরু স্বীয় জাতি লয়ে একসাথ ॥ নিজপুরে প্রভু পরে করিলা গমন। সঙ্গেতে চলিল সব আত্মীয় স্বজন ॥ ৭২ ॥

অত্রান্তরে জনকজা রঘুনন্দনৌচ দৃষ্ট্বা। চিরান্মদন বাণ

নিপীড়িতাঙ্গৌ। গত্বাস্ত শৈল শিখরং খররশ্মিমালী,
হর্ষাৎ পপাত সলিলে চরমস্য সিন্ধোঃ ॥ ৭৩ ॥

জনক তনয়া আর রঘুর নন্দন। মদন বাণেতে অঙ্গ পীড়িত দুজন॥ উভয়ে পীড়িত অতি দেখে দিনপতি। অস্তাচল গত সূর্য্য হইল সম্প্রতি॥ অতি সুখে দিননাথ গিয়ে গিরিস্থলে। আহ্লাদে পতিত ভানু চরমাব্ধি জলে॥ ৭৩॥

অস্তং যাতে সপদি নলিনী বান্ধবে সিন্ধুপুত্রে, প্রাচী ভাগে সরস মুদিতে পঙ্কলা রঙ্গ কল্পে। রামঃ রামং গুরুজন গিরা মন্দিরে সঙ্গতোঽভূৎ, বামোরুস্তং জনক তনয়া নন্দয়স্ত জগাম॥ ৭৪ ॥

অস্তগত হৈল যদি নলিনী বান্ধব। পূর্ব্বভাগে সিন্ধুসুত হৈতেছে প্রভব॥ গুরুজন কহিলেক যাও তুমি ঘরে। অভিলাষী হৈয়ে রাম সঙ্গত মন্দিরে॥ জনক নন্দিনী রামে হৈয়ে আনন্দিতা। মন্দিরে চলিলা দেবী জনকের সুতা॥ ৭৪॥

প্রাচীভাগে সরাগে ধ্বনি বিরহিণী ক্লান্তবক্তে সমুদ্রে, নিদ্রালৌ নীরজালৌ বিকসিত কুমুদে নির্ব্বিকারে চকোরে। আকাশে সাবকাশে তমসি শমমিতে নাগ লোকে সলোকে, কন্দর্পে মন্দদর্পে বিরতি কিরণান্ শর্ব্বরী সার্ব্বভৌমঃ॥ ৭৫ ॥

আরক্তিমা পূর্ব্বভাগ ভানু বিরহিণী। ম্লানমুখী ক্লান্ত অতি ব াপ্ত সুযামিনী॥ কমল সমূহ গণ হৈয়েছে মুদিত। প্রকাশিতা কুমুদিনী চকোর উদিত॥ আকাশ হৈতেছে অতি নির্ম্মল প্রকাশ তাহাতে জন্মিল ক্রমে শোভা সাবকাশ॥ নাগলোকে ব্যাপ্ত

শোক মদন দর্পকর। কিরণ করিছে তায় শর্ব্বরী ঈশ্বর ॥ ৭৫ ॥

স্বৈর কৈরব কোরকান বিদলয়ন্ যূনা মনঃ খেদয়ন্
ন্নম্ভোজানি নিমীলয়ন্ মৃগদৃশাং মানং সমুল্লংঘয়ন্।
জ্যোৎস্নাং কন্দলয়ং তমঃ কবলয়মম্বোধি মুদ্বেলয়ন্,
কোকানন্দেলয়ন্ দিশো ধবলয়ন্নিন্দুঃ সমুজ্জৃম্ভতে ॥ ৭৬ ॥

কুমুদ কলিকা ক্রমে করে প্রকাশন। যুবক জনের মন জন্মায়ে পীড়ন ॥ কমল সমূহ গণ করিয়ে মুদিত। মৃগাক্ষী রমণীর মান করে উৎপাটিত ॥ ক্রমেতে করিয়ে আর কৌমুদী প্রকাশ। উদয়ে হইল যার তিমির বিনাশ ॥ অম্ভোধি উথলে যেন দেখি দ্বিজরাজ। আকুল হৈতেছে লোক না হয় বিরাজ ॥ আলোকে পূরিল দিক শোভা অতিশয়। এরূপ করিয়ে হৈলো শুধাংশু উদয় ॥ ৭৭ ॥

অদ্যাপি স্তন শৈল তুঙ্গ বিষমে সীমন্তিনীনাং হৃদি,
স্থাতুং বাঞ্ছতি মানএষ ধিগিতি ক্রোধাদি বা লোহি
তঃ। প্রোদ্যন্দূরতর প্রসারিত করঃ কর্ষত্যসৌ তৎ
ক্ষণাৎ, ফুল্লৎ কৈরব কোষ নিঃসর দলিশ্রেণী কৃপ
ণাং শশী ॥ ৭৮ ॥

স্তনরূপ গিরিবর দুর্গ অতিশয়। অদ্যাবধি আছে মান নারীর হৃদয় ॥ ইহাতে দিতেছি ধিক আপনারে আমি। রাগেতে লোহিত বর্ণ হৈল নিশিস্বামি ॥ প্রফুল্ল কুমুদ কোষ হৈতে নিঃসরণ। অলিশ্রেণী খড়্গ অসি করে আকর্ষণ ॥ ৭৮ ॥

যাতস্যাস্তে ননন্তরং দিনকৃতো বেশেন্দ রাগান্বিতঃ,
স্বৈরং শীতকরঃ করং কমলিনী মাঞ্চিতুং যোজয়ন।

শীতস্পর্শ মবাপ্য সম্প্রতি তয়া গুপ্তে মুখাম্ভোরুহে,
হাসেনেব কুমুদ্বতী বলিতয়া বৈলক্ষ্য পাণ্ডুকৃতঃ। ৭৯।

অস্তগত যদি হৈল প্রভু দিনকর। তদন্তে তাহার বেশ ধরে শশধর॥ সেইরূপ রাগাযুত সিন্ধুর নন্দন। নলিনী রমণে করে কিরণ যোজন॥ শীতল কিরণ যদি পাইল ত্বরিত। কমলিনী মুখপদ্ম করিল মুদিত॥ হাঁসিতে হৈতেছে শশী মলিন বদন। কুমদিনী করে তারে পাণ্ডুর বরণ॥ ৭৯॥

শ্রীরামঃ সখীং প্রতি॥

শ্রীরামচন্দ্র সখি প্রতি কহিলেন॥

কর্পূরৈঃ কিমপূরি কিং মলয়জৈরালেপি কিং পারদৈ,
রক্ষালি স্ফটিকান্তরৈঃ কিমঘটি দ্যাবা পৃথিব্যোর্বপুঃ।
এতত্তর্কয় কৈরব ক্লমহরে শৃঙ্গার দীক্ষাগুরৌ, দিক্‌কান্তা
মুদরে চকোর সুহৃদি প্রৌঢে তুষারত্বিষি॥ ৮০॥

কর্পূর পূরিল বুঝি এই জ্ঞান হয়। নতুবা চন্দনে লিপ্ত হৈয়েছে নিশ্চয়॥ পারা দিয়ে করিলেক যেন প্রক্ষালন। নতুবা নিশ্চয় হৈবে স্ফটিক ঘর্ষণ॥ এরূপ হৈয়েছে পৃথ্বী আর স্বর্গপুরী। এই অনুমান তুমি করহে সুন্দরী॥ কুমুদের শ্রান্তি যেবা করিছে হরণ। শৃঙ্গার রসের দীক্ষা গুরু সেইজন॥ দিগরমণীর হন দর্পণ বিহিত। কুমদিনী বন্ধু আর চকোর সুহৃদ॥ প্রকাশিত হৈলযদি এই নিশাকর। তুষারে পূরিল দিক আর দিগন্তর॥ ৮০॥

পঞ্জরস্থা মন্দির সখীনাং সুমন্দির গমনা শিষং পঠতি।
চক্র ক্রীড়া কৃতান্ত তিমিরচয় চমূস্ফার সংহার চক্রং,
কান্তা সম্ভোগ সাক্ষী গগণ সরসিজো রাজতে রাজহংসঃ।

সম্ভোগারম্ভ কুম্ভঃ কুমুদবনবধূ রোধনিদ্রাদরিদ্রো,
দেবঃক্ষীরোদজন্মা জয়তি রতিপতে র্বাণে নির্ম্মাণ।৮১।

চক্রের সঙ্গমে হও কালের স্বরূপ। তিমির সমূহ সেনায় হৈয়েছো বিরূপ॥ নাভীরূপ সরোবরে জন্ম তুমি পাও। বিরাজিত-রাজহংস তাহে তুমি হও॥ সম্ভোগ আরম্ভে পূর্ণকুম্ভ নিরূপণ। কুমুদ বনের নিদ্রা করিছ হরণ॥ ক্ষীরোদ সাগরে জন্ম জয়যুক্ত হও। মদনের পঞ্চবাণ শাণ দিয়ে দেও॥৮১॥

অঙ্গেকৃত্বা জনকতনয়াং দ্বারকোটৈস্তটান্তাৎ, পর্য্যঙ্কা
ঙ্কংবিপুল পুলকাং রাঘবো নম্রবক্ত্রাং। বাণান্ পঞ্চ
প্রবদতি জনঃ পঞ্চ বাণোহপ্রমাণৈ, র্বাণৈঃ কিংমাং
প্রহরতি শনৈর্ব্বাহরন্নানিলায়॥ ৮২॥

অতিশয় আহ্লাদিতা জনক নন্দিনী। স্বভাবত নম্রমুখে আছিলেন তিনি॥ এরূপে জানকী ছিল দ্বারের নিকট। কোলেতে লইয়ে রাম করিল আটক॥ পঞ্চসংখ্যা আছে বাণ কহিল মদন। অসংখ্যেয় বাণে কিন্তু করিছে দাহন॥ এইকথা রঘুনাথ কন অতঃপর। তদন্তে লইল তারে পর্য্যঙ্ক উপর॥৮২॥

সুপ্তায়াং সীতায়াং রামঃ।

ভাতিস্মচিত্তাস্থিত রামচন্দ্রং সংরুন্ধতী নির্গম শঙ্ক
য়েব। স্তনোপরি স্থাপিত পানিপদ্মা ছদ্মাপ্ত নিদ্রা
হরিণায়তাক্ষী॥ ৮৩॥

মনস্থিত রামচন্দ্র করি নিবারণ। দীপ্তি পান সীতা দেবী দেহেতে আপন॥ নির্গম শঙ্কায় স্তনে রাখিলেন কর। ছল-নিদ্রা সীতাদেবী পান অতঃপর॥৮৩॥

তত্র সীতা বক্ষঃস্থলস্থং ভ্রমর মবলোক্য।

সীতার বক্ষঃস্থল প্রাপ্ত ভ্রমরকে অবলোকন করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন ॥

মদনদহন শুষ্যৎকান্ত কান্তা কুচান্তে, হৃদিমলয়জ পঙ্কে গাঢ় বদ্ধাখিলাংঘ্রিঃ। উপরিবিততপক্ষোলক্ষ্যতে হন্ত নির্ম্মিমগ্নঃ, শরইব কুসুমেষোবেশ পুংখাবশেষঃ ॥ ৮৪ ॥

পয়ার ॥ মদন অনলে শুষ্কম্লান কুচতট। তাহাতে চন্দনপঙ্কে বদ্ধ অলিশঠ ॥ মগ্ন আছে অলি তায় দেখি অতঃপর। জ্ঞান হয় মদনের পুংখ শেষশর ॥ ৮৪ ॥

অত্রাবসরে ॥ পৃথুল জঘনভারং মন্দ মান্দোলয়ন্তী, মৃদুচল দলকান্তা প্রস্ফুরৎ কর্ণপূরা। প্রকটিত ভুজমূলা দর্শিতস্তন্যলীলা, প্রমদয়তি পতিং দ্রাকুজ্জানকী ব্যাজ নিদ্রা ॥ ৮৫ ॥

পয়ার ॥ নিবিড় নিতম্ব ভার করি আন্দোলন। অল্পে অল্পে করিলেন অলকা শোভন ॥ কর্ণের কুণ্ডল দীপ্তি পাইছে সীতার। প্রকাশিত করমূল নিচয় তাহার ॥ দেখিলেন কুচলীলা ছল নিদ্রা পায়ে। আনন্দিতা হৈলা সীতা পতি কোলে লয়ে ॥ ৮৬ ॥

শ্রীরামচন্দ্র পাদাশ্চ। অর্থাৎ রামচন্দ্রের চরণদ্বয়।

নিদ্রানুস্ত্রী নিতম্বাম্বর হরণ বনম্মেখলা রাবধাবৎ, কন্দর্পাবদ্ধবাণ ব্যতিকর তরলাঃ কামিনো যামিনীষু। তাডঙ্কোপান্ত কান্তগ্রথিতং মণিগণোদ্দাচ্ছদচ্ছ চ্ছটাভি, র্ব্যক্তাঙ্গাস্তঙ্গ কম্পা জঘন গিরিদরী মাশ্রয়ংতে শ্রয়ন্তে ॥ ৮৬ ॥

রাম করেন আলিঙ্গন ॥ ভবনে যে রূপ ভোগ না করিছে কেহঁ। সেইরূপ নারী ভোগ করিলেন তেঁহ ॥

মৃদুসুরভি সুবর্ণস্ফীত কক্ষা পুটোদ্যল্ললিত ভুজলতায়াঃ সংপুটালিঙ্গিতেয়াঃ। সুরতরসবশায়া রাঘবস্য প্রিয়ায়া, হরতি হৃদয়তাপং কাপি দেব্যাঃ স্তনশ্রীঃ ॥ ৯২ ॥

পয়ার ॥ কোমল সুগন্ধি অতি ভাল কক্ষতল। উদিত ললিত কর হয়েছে সকল ॥ উৎকৃষ্ট আলিঙ্গন দিলেন আশ্রয়। শৃঙ্গার রসের বশ আছেন নিশ্চয় ॥ এই রূপ জানকীর স্তনশ্রীর ভাব। হরিলেক রাঘবের হৃদয়ের তাপ ॥ ৯২ ॥

আগামি দীর্ঘ বিরহং চিরমাবি বাসাং, জ্ঞাত্বেব বরঙ্গ ভবনেঽদ্ভুত কামকেলিঃ। শ্রুত্বা তথা গিরমপূরয়তুল্ল সন্তী, মুদ্গীর্ণ কর্ণমরণাৎ চরণাযুধানাং ॥ ৯৩ ॥

পয়ার ॥ বিচ্ছেদ হইবে বড় রাম রঘুবরে। কামলীলা যেন তাহা জানিলেক পরে ॥ সে কারণ কামকেলি জন্মিল অদ্ভুত কুক্কুটের রব শুনি হয় ভঙ্গযুৎ ॥ ৯৩ ॥

ভুক্ত্বা ভোগান্ সুরম্যান্ কতিপয় দিবসং রাঘবো ধর্ম্মপত্ন্যা, সার্দ্ধং বর্দ্ধিষ্ণুকামঃ শ্রবণ মুনিপিতুঃ প্রাপহা শাপকালং। ধত্তেঽস্মাদ্বিবস্বান্মলিন কিরণতাং হা মহোৎপাত হেতো, রুল্কাদণ্ডঃ প্রচণ্ডঃ প্রপতন্তি নভসঃ কম্পতে ভূতধাত্রী ॥ ৯৪ ॥

পয়ার ॥ নারীসহ রঘুনাথ হইয়া তৎপর। কিছুদিন রম্য ভোগ করেন রঘুবর ॥ দশরথে দিয়েছিল মুনি অভিশাপ। সেই দিন রাঘবের হৈল যেন লাভ ॥ মলিন কিরণ সূর্য্য ধরে অকস্মাৎ।

উৎপাত হেতু হয় যেন উল্‌কাপাত॥ অমঙ্গল হৈবে বলি কাঁপি- ল অবনি। চরমে চরণে স্থান দিও রঘুমণি॥ ৯৪॥

দিগ্‌ভাগোধূসরো ভূদহনি বহুতরাংস্ফারতারাংস্ফুরন্তি,
স্বর্ভানোর্ভানবীয়ং গ্রহণমসময়েরৌধিরী শক্র বৃষ্টিঃ।
মধ্যাহ্নে ধ্বাংক্ষ ঘোষঃ স্বগণমতি স্ফীত ফেরু প্রচরো,
বারং বারংগভীর প্রলয় ইব মহাকাল চিৎকার ঘোষঃ। ৯৫।

পয়ার॥ দিগভাগ হৈল যেন ধূষর বরণ। দিবসে উদয় হয় আসি তারা গণ॥ অসময়ে রাহু সূর্য্যে করিল গরাস। ধরাতলে রক্তবৃষ্টি খসিল আকাশ॥ দ্বিতীয় প্রহর কালে শৃগালের রব। শূকরের ধ্বনি হৈল গভীর প্রভব॥ ৯৫॥

অত্রান্তরে দশরথ।

অর্থাৎ দশরথ রাজা শ্রীরামচন্দ্রকে নীতিজ্ঞ দেখিলেন।

রামেণ নয়নং দৃষ্ট্বা লোকধর্ম্ম সহঞ্চ যৎ। যৌবরাজ্যাভি ষেকায় নৃপেমতিরভূৎ ততঃ॥ ২৬॥

লোকধর্ম্ম আর নীতি করিছেন সহন। এরূপ সুনীতি রামে দেখিয়ে রাজন॥ যৌবরাজ্যে রামচন্দ্রে করিবেন স্থিতি। সেই হেতু নৃপতির জন্মেছিল মতি॥ ৯৬॥

অথ রামাভিষেক প্রসঙ্গে সুমন্ত্রো বহির্নিঃসৃত্য নাগ রান্ প্রতি আহ॥

অস্যার্থ। শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক তদর্থ সুমন্ত্র সারথি বহির্গত হইয়া নগরবাসীদিগের প্রতি কহিতেছেন যথা॥

স্বীয়াং জরা মুপগতা মবলোক্য রাজা, রামঞ্চ রাজ্য বহন ক্ষমমাকলয্য। রাজ্যাভিষেক পরমোৎসব হমস্য

কর্ত্তুং, ব্যাদিষ্টবান পুরজনাঃ কুর্ব্বত প্রমোদং ॥ ৯৭ ॥

পয়ার ॥ আপনার বৃদ্ধদশা দেখে দশরথ। রাজ্যবহ যোগ্য রাম দেখিয়ে মহৎ॥ রাজ্য অভিষেকরূপ মহৎ উৎসব। করিতে আদেশ দিল মহৎ প্রভব॥ সেহেতু কহিছে তবে সারথি সুবোধ। পুরবাসী সকলেতে করহে প্রমোদ ॥ ৯৭ ॥

রামাভিষেকে মদ বিহ্বলায়াঃ কক্ষ্যাচ্চ্যুতো হেমঘট স্তরণ্যাঃ। সোপান মারুহ্য চকার শব্দং ঠঠং ঠঠং ঠং ঠঠঠং ঠঠং ঠঃ। অথবা ঠনং ঠনং ঠঃ ঠঠনং ঠনং ঠঃ ॥ ৯৮ ।

পয়ার ॥ রাম অভিষেকে রামা হইলা বিহ্বল। কক্ষ হৈতে হেম ঘট পড়িল সকল॥ সোপানে পড়িয়ে ঘট হৈতেছে বিফল। ঠন ঠন শব্দ করে কলসি সকল॥ ৯৮ ॥

অথ কৈকেয়ী স্বগতং পতিতমিদ মনর্থান্তরং রাজান মুপ সৃত্য প্রকাশং। জয়তি জয়তি মহারাজো দশরথঃ ॥

পয়ার ॥ অনর্থ পড়িল দেখে কেকয়নন্দিনী। রাজার নিকটে কহে সুমধুর বাণী॥ জয়যুক্ত হও তুমি রাজা দশরথ। পূর্ব্বকালে মোর সনে করেছ শপথ॥

ব্যাকো মেন্দীবরাভং বরনয়নযুগং বিভ্রতী স্বর্ণ কান্তি, র্গত্বা রাজান মুচ্চৈ র্দশরথ মবদৎ কৈকেয়ী সাধুমধ্যো। রাজন্ রামাভিষেকো বিরমতু জড়ধী র্নিস্কলঙ্কে কুলেস্মিন্, ভূপুত্রী যস্য পত্নী সহি ভবতি কথং ভূপতি রামচন্দ্রঃ ॥ ৯৯ ॥

পয়ার ॥ প্রকাশিত ইন্দীবর হয়েছে সকল। তাহার স্বরূপ তার

নয়ন যুগল।। স্বর্ণসমা কান্তিধরে কেকয় নন্দিনী। সাধু মধ্যে যায় যেন গজেন্দ্র গামিনী।। উচ্চ স্বরে দশরথে কহিছে বচন। রাম অভিষেক রাজা কর নিবারণ।। নির্ম্মল কুল এই সূর্য্যবংশ হয়। ইহাতে ভূপতি রাম কি প্রকারে হয়।। পৃথিবীর কন্যা সীতা যাহার রমণী। সে জন ভূপতি হবে সম্ভবেনা বাণী। ৯৯।

রাজা আহ।

অর্থাৎ দশরথ রাজা কহিলেন যথা।

কৈকেয়ী ইআস্যতাং উপবিশ্য কৈকেয়ী ত্বয়মেবং কথয়তি রাজানং কিং তদমঙ্গলেয়ং বধূস্বতো অস্যা আগমনাদনুপদ মেব মহোৎপাতাঃ দৃশ্যন্তে তস্মাৎ বধূংত্বদেনাং দূরতো নিঃসারয় মহ্যঞ্চ প্রাক্ স্বীকৃতং বরদ্বয়ং প্রদীয়তাং তদেব সীতা লক্ষ্মণ সহিতস্য রামস্য বন প্রয়াণং ভরতস্য চক্রবর্ত্তিত্বে হভিষেকঃ।।

পয়ার।। কৈকেয়ী এথানে তুমি কর আগমন। এই কথা দশরথ কহিছে তথন।। রাজার সমীপে গিয়ে কেকয় নন্দিনী। কর্ণে কর্ণে কয় পরে এইরূপ বাণী।। অমঙ্গলা বধূ এই জানকী নিশ্চয় ইহার গমনাবধি অমঙ্গল হয়।। সেই হেতু দূর দেশে প্রস্থান করাও। স্বীকার করেছ পুর্ব্বে মোরে বর দেও।। এই দুই বর মোরে দেওহে রাজন। শ্রীরামের বনবাস সহিত লক্ষ্মণ।। তার সহ সীতাদেবী বনবাসে যায়। ভরতেরে রাজা তুমি করিবে নিশ্চয়।।

ততো দশরথঃ।

অর্থাৎ তদনন্তর দশরথ রাজা কহিলেন যথা।

হারাম ভদ্র প্রাণাধিক প্রাণ ভূপুত্রী তব পত্নী তথাপি,

তস্যা ভুবঃ পরি গ্রহণং অনুচিতং মিদমিতি মত্বা কৈকেয়ী স্বাং নিবারয়ামাস ॥

পয়ার ॥ প্রাণের অধিক রাম হওহে আমার। পৃথিবীর কন্যা সীতা রমণী তোমার ॥ ধরাপতি হৈলে তুমি অসম্ভব হয়। কৈকেয়ী জানিয়ে করে নিষেধ তোমায় ॥

ততঃ সুমন্ত্রঃ স্বাগতং রাজ্ঞ ইত্তিপ্রায় এষঃ তত স্বয়মেব গত্বা রামচন্দ্রায় নিবেদয়ামীতি নিষ্ক্রান্তঃ। জয়তি জয়তি শ্রীরামচন্দ্রঃ ভৃত্যস্তে সুমন্ত্রোহস্মি নিবেদয়ামা ত্মান মিদমন্যচ্চ ॥

তদন্তে সারথি কয় রাজ অভিপ্রায়। নিবেদন করি রাম তব রাঙ্গাপায় ॥ জয়যুক্ত হও তুমি কৌশল্যা নন্দন। তবভৃত্য আমি সেই সুমন্ত্র সুজন ॥ এইক্ষণে রামচন্দ্র নিবেদন করি। শুন মোর নিবেদন অযোধ্যা বিহারী ॥

শ্রুত্যৈব কেকয় সুতানগরী জনানাং মাঙ্গল্যমুম্মদকলা কুলবারয়োষং। তুভ্যং শ্রিয়ং ন্যসতি শক্রসখে নরেন্দ্রে প্রাক্ স্বীকৃতং বরযুগং সময়াচ তেমং ॥ ১০০ ॥

পয়ার ॥ শুনিল কেকয়সুতা নগরে মঙ্গল। আহ্লাদিত আছে তায় সুন্দরী সকল ॥ তব শোভা করে নাথ নরেন্দ্র ভূপতি। দুই বর তাঁর কাছে লইল সম্প্রতি ॥ ১০০ ॥

তদেব বরযুগ্মং।

অর্থাৎ সেই বরদ্বয় যথা।

রামো যাতু বনং চতুর্দশ সমা মূর্দ্ধা জটাং ধারয়ন্, অন্যাং বৃত্তিমুপাগতো বিরচিতাং সীতাসখঃ সানুজঃ।

রাজ্যং সানুচরং সমুন্নত মিদং সংন্যাস্যতাং মৎস্থতেং,
শ্রুত্বৈবং সতু নিষ্ঠুর বচমিদং ভূমিং গতোবিহ্বলঃ। ১০১।

পয়ার॥ জটাধারী হৈয়ে রাম বনবাসে যায়। চতুর্দ্দশ বর্ষ ব্যাপে বনে যেন রয়॥ বন্য বৃত্তি রামচন্দ্র করিবেন বিহিত। সীতার সহিত আর অনুজ সহিত॥ আমার সন্তানে রাজ্য কর সমর্পণ। এরূপ কৈকেয়ী কয় নিষ্ঠুর বচন॥ সেই কথা দশরথ শুনিয়ে সকল। ধরাতে পড়িয়ে রাজা হইল বিহ্বল॥ ১০২ ॥

কৈকেয়ীং প্রাপ্য শ্রীরামঃ।

অর্থাৎ কৈকেয়ীকে পায়ে শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন যথা।

বৈখানসৈঃ পরিবৃতেষু বনেষু বাসস্তাতাজ্ঞয়া জননি
তত্রতবানুরোধঃ। প্রাণাধিকস্য ভরতস্যচ রাজ্যলাভো
রামেণ দেবিকিমতঃ পরমর্জ্জিতব্যং॥ ১০৩॥

পয়ার॥ মুনিকর্তৃ ব্যাপ্তবন আছয়ে নিশ্চয়। সেই বনে বাস কৈল তাতের আজ্ঞায়॥ তাহাতে আছিল মাগো তব অনুরোধ। সপত্নী সন্তানে ভাল দিলে পরিশোধ॥ প্রাণাধিক ভরতের রাজ্য লাভ হৈল। অতঃপর শ্রীরামের কিকর্ত্তব্য বল॥ ১০৩॥

শ্রীরামোলক্ষ্মণং প্রতি বৎস লক্ষ্মণ জিজ্ঞাংবতাং মাদা
য়াগ্রেভব অহং তাতং নত্বা যাবদাগচ্ছামি॥

লক্ষ্মণের প্রতি রাম কহিছে বচন। ভ্রাতৃবধূ লয়ে অগ্রে করহ গমন॥ জনকে প্রণাম করে না আসি যাবৎ। ভাই তুমি অগ্রসর হইবে তাবৎ॥

তাতং দশরথং নত্বা মাতরৌ জননীং ততঃ। মৈথিল্যা
সহিতো রামো লক্ষ্মণেন বনং যযৌ। ১০৪।

পয়ার ॥ দশরথে প্রণমিল আর মাতৃগণ। জননীরে প্রণমিয়ে রঘুর নন্দন॥ জানকী সহিত বনে করিল গমন। তাহার সহিত গেল অনুজ লক্ষ্মণ ॥ ১০৪ ॥

গুর্বাজ্ঞা পরিপালনাৎ প্রতিবনং সংপ্রস্থিতং রাঘবং,
দৃষ্টাসৌ ত্বরিতা বিদেহতনয়া স্বংস্বংজনং পৃচ্ছতী।
নত্বা কোশল কন্যকাংঘ্রিযুগলং পশ্চাৎ সুমিত্রাং পুনঃ,
স্পৃষ্ট্বাসৌশুক শারিকা পিককুলং রামানুগাপ্রস্থিতা। ১০৫।

পয়ার ॥ গুরু আজ্ঞা রঘুনাথ পালন কারণ। বনেতে প্রস্থান কৈল রঘুর নন্দন ॥এরূপ রাঘবে দেখি জনক নন্দিনী। আত্মীয় স্বজনে সীতা জিজ্ঞাসিলা রাণী ॥ প্রণমিয়া সীতাদেবী কৌশল্যার পায়। পশ্চাৎ প্রণাম করে লক্ষ্মণের মায় ॥ শুক শারী পিক কুল করিয়ে স্পর্শন। রামের পশ্চাৎ সীতা করিলা গমন ॥ ১০৫ ॥

লক্ষ্মণং প্রতি সুমিত্রা বচনং ॥
অর্থাৎ লক্ষ্মণের প্রতি সুমিত্রার বাক্য যথা ॥

রামং দশরথং বিদ্ধি বিদ্ধি মাং জনকাত্মজাং।
অযোধ্যা মটবীং বিদ্ধি গচ্ছ পুত্র যথা সুখং। ১০৬।

পয়ার ॥ দশরথ তুল্য রাম জানিহ লক্ষ্মণ। মোর সমা জানকীরে দেখো সদক্ষণ ॥ অযোধ্যা দেখিবে তুমি অরণ্য সমান। সুখেতে করহে পুত্র গমন বিধান ॥ ১০৬ ॥

রামং প্রতি সুমিত্রা বচনং।
অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি সুমিত্রার বাক্য যথা ॥

বালা বিদেহতনয়া ললিতৌ ভবন্তৌ, দিদদাক্ষিণাচ

রজনীচর চক্রজুষ্টা। তদ্বৎস বৎসলতয়ে দমুদাহ
রামো, মারাম গচ্ছমম্ম দক্ষিণ দক্ষিণাংশাং ॥ ১০৭ ॥

পয়ার॥ বালিকা বিদেহকন্যা তোমরা বালক। দক্ষিণ দিগে-
তে আছে রাক্ষস সকল॥ সেই হেতু রাম তুমি সে দিগে না
যাবে। নীতিদক্ষ রঘুনাথ তবে সুখে রবে॥ ১০৭ ॥

অথাত্রাবসরে পৌরাঃ প্রাহুঃ।

অর্থাৎ পুরবাসী সকলে কহিতেছে॥

অভিনব গুণগ্রামে রামে বিমুঞ্চতি পত্তনং, তরুণ
করুণা পারাবারে নিমজ্জতি সজ্জন। অচল দচলৈ
রুর্ব্বী গুর্ব্বী পরং নতু কৈকেয়ী, কুলিশ বড়িশ প্রায়ং
প্রায়ো মনোবত যোষিতাং ॥ ১০৮ ॥

পয়ার॥ পুরী ত্যজে যদি গেল শ্রীরাম লক্ষ্মণ। করুণা সাগরে
মগ্ন হইলা সজ্জন॥ অচলেন্তে অতি গুরু আছিল ধরণী। চলি
তে লাগিল এরূপা সেই অবনি॥ কৈকেয়ী না চলে তবু জানিহ
নিশ্চয়। অবলার চিত্ত যেন বড়িশের প্রায়॥ ১০৮॥

অথ বন প্রস্থানে পথি সীতা বচসা রাম খেদঃ॥

অনন্তর বন গমনে সীতার বাক্যের দ্বারায় শ্রীরামচন্দ্রের খেদ
উপস্থিত॥

সদ্যঃ পুরী পরিসরেষু শিরীষ মৃদ্বীসীতা, জরাত্রিচতু
রানি পদানি গত্বা। গন্তব্যমস্তি কিয়দিত্য সকৃৎ ব্রুবানা,
রামাশ্রুণঃ কৃতবতাং প্রথমাবতারং॥ ১০৯ ॥

পয়ার॥ গড়েরবাহির হৈয়ে জনক নন্দিনী। শিরীষ কুসুম
তুল্য কোমলাঙ্গী তিনি॥ তিন চারি পদ ভূমি করিয়ে গমন।

আর কত দূর আছে জিজ্ঞাসে বচন॥ বার বার এই কথা জিজ্ঞাসিলা যদি। রামের নয়নে জল পড়ে নিরবধি॥ ১০৯॥

সহৈব কর্ণাভরণ প্রসূনৈ রিহৈব বালাতাপ তাপি তাসি। দিনান্তগম্যানি বননান্যনিভ্যং কেনবৈবেদেহি বিলংঘয়েথা॥ ১১০॥

পয়ার॥ কর্ণ অভরণ পুষ্প তাঁহার সহিত। অতিঅল্প রৌদ্রে তুমি করিলে তাপিত॥ দিনান্তে যাইতে হইবে হেন কত বন। কি প্রকারে প্রিয়ে তুমি করিবে লংঘন॥ ১১০॥

নায়ং ভিক্ষুর্বর যুবতিমান নাতিভিক্ষুর্ধনুষ্মান রাজ্ঞঃ পুত্রে। নহি নহি জটাজূটভারং দধানঃ। নায়ং ব্যাধো নবগুণধরঃ পশ্য কস্মাদকস্মাৎ পুণ্যেরণ্যে নব নব ঘন শ্যামলঃ কোয়মেতি॥ ১১১॥

পয়ার॥ ভিক্ষুক হইবে বুঝি অনুমান হয়। যুবতী আছয়ে সঙ্গে কখন তানয়॥ বিবেকী হইবে তবে করি অনুমান। নিশ্চয় বিবেকী নয় ধনু বিদ্যমান॥ তবে বুঝি রাজপুত্র হবে এই জন তাহা নয় জটাভার করিছে ধারণ॥ বলবান ব্যাধ এই করিনু নিশ্চয়। নবগুণ ধারী দেখি কভু তাহা নয়॥ অকস্মাৎ পুণ্যারণ্যে আইল কোনজন। শ্যামল সুন্দর তনু জিনি নবঘন॥ এইরূপ মুনিগণে করিছে তর্কণা। দেখহ সকল মুনি কর বিবেচনা॥ ১১১॥

ধরণীং প্রতি রামঃ।

অর্থাৎ পৃথিবীর প্রতি শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন যথা।

অরুণদলন্ত নিম্নাম্বিজ্জপাদায় বিন্দা, কঠিন তব ধরণ্যাং

যাত্য কস্মাৎ স্খলন্তী। ধরণি তবমৃতেয়ং পাদবিন্যাস দেশে, ত্যজ নিজ কঠিনত্বং জানকী যাত্য হরণ্যং। ১১২।

পয়ার॥ নবদল তুল্য তনু জনক নন্দিনী। চরণ কমল স্নিগ্ধ যেন সরোজিনী॥ কঠিন ধরণীপরে করিছেন গমন। অকস্মাৎ দেহ তাঁর হৈতেছে স্খলন॥ পৃথিবী তোমার কন্যা জনক নন্দিনী। কঠিনতা কর ত্যাগ তুমি হে অবনি॥ অরণ্যে গমন করে জনকের সুতা। পাদার্পণ দেশে তুমি কর কোমলতা॥ ১১২॥

পথি পথিক বধূভিঃ সাদরং পৃচ্ছ্যমানা, কুবলয় দল নীলঃ কোহয়মার্য্যেভবেতি। স্মিত বিকসিত গণ্ডং ব্রীড় বিভ্রান্তনেত্রং, মুখমবনময়ন্তী স্পষ্টমাচষ্ট সীতা। ১১৩।

পয়ার॥ পথ মধ্যে জিজ্ঞাসিল পথিকের নারী। তোমার ইনি হনকে কওলো সুন্দরী॥ ঈষদ হাসিত গণ্ডবিভ্রম নয়ন। নমিত করয়ে রামা এ রূপ বদন॥ তাহাতে করেছে ব্যক্ত জনকের সুতা। ইহার হইবে স্বামী নিশ্চয় এ কথা॥ ১১৩॥

মসৃণ চরণ পাতং গম্যতাং ভূঃসদর্ভা, বিরচয় সিচয়ান্তং মূর্দ্ধি ঘর্ম্মঃ কঠোরঃ। তদিতি জনকপুত্রী লোচনৈ রশ্রু পূর্ণৈঃ, পথিপথিকবধূভিঃ শিক্ষিতাবিক্ষিতাচ। ১১৪।

পয়ার॥ অল্পে অল্পে সীতাদেবী করহে গমন। সদর্ভা পৃথিবী এই ইহার কারণ॥ বসন মাথায় দিয়ে কর আচ্ছাদন। অতি শয় ঘর্ম্ম আর প্রচণ্ড তপন॥ পথমধ্যে আসি কয় পথিকের নারী। এরূপে গমন কর জানকী সুন্দরী॥ ১১৪॥

প্রথম পথিক যস্মিন্ কাননে রামভদ্রং, তদনুচরণা

চরিন্নোবমেকাকিনীসা। ত্বরিতমগণয়ন্তী পর্য্যটন্তী
দিগন্তান্, কৃশরুচিমচিরেন্দুং রোহিণী বন্নিনায়। ১১৫।

পয়ার ॥ প্রথম কানন চারী কমল লোচন। অল্প শোভাক্রমে পান কৌশল্যা নন্দন॥ তাঁহার পশ্চাৎ যান জনক নন্দিনী। ত্বরিতে চলিতে আর না পারেন তিনি॥ একাকিনী করিছেন দিগান্ত ভ্রমণ। ক্রমে গিয়া পাইলেন রাজীব লোচন॥ নবইন্দু লেখা পায় রোহিণী যেমন। সীতাদেবী রঘুনাথে পাইল তেমন॥ ১৫॥

অথ শ্রীরাম মনুব্রজ্যাগতঃ সুমন্ত্রো দশরথং প্রতি।

অর্থাৎ সুমন্ত্র সারথি রামচন্দ্রকে বনবাস দিয়া প্রত্যাগমন করিয়া রাজা দশরথকে কহিছেন যথা॥

ভবদ্গিরা রাজ্য মপাস্যতূর্ণং, বনং জগামৈব রঘু প্রবীরঃ। নিষঙ্গ পৃষ্ঠং শরচাপহস্তং, তং লক্ষ্মণোহ গাদনুসীতয়া চ॥ ১১৬॥

পয়ার॥ তোমার বাক্যেতে রাম রাজ্য ত্যজিলেন। রাজ্য ত্যজি রঘুনাথ বনে চলিলেন॥ পৃষ্ঠদেশে তূণীবন্ধ করি রঘু বর। করেতে লইয়া প্রভু ধনু আর শর॥ তাহার পশ্চাৎগামী অনুজ লক্ষ্মণ। সীতাদেবী সেই সঙ্গে করিলা গমন॥ ১১৬॥

তথা কলজ্য দশরথঃ।

অর্থাৎ সমন্ত্র সারথির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া দশরথ রাজা কহিতেছেন যথা॥

আহূতস্যাভিষেকায় প্রস্থিতস্য বনায়চ। ন ময়া লক্ষিতস্তস্য স্বল্পোহপ্যাকার বিভ্রমঃ॥ ১১৭॥

অভিষেক হেতু রামে করিনু বরণ। এইক্ষণে রঘুনাথের অরণ্যে গমন॥ রাজ্য অভিষেকে রাম আহ্লাদিত নয়। অরণ্য গমনে ম্লান না দেখি নিশ্চয়॥ ১১৭॥

হৃদয়ান্নাপযাতোসি দিক্ষুসর্বাস্বুবীক্ষ্যসে। বৎস
রাম গতোসীতি সন্তাপাদনু মীয়তে॥ ১১৮॥

পয়ার॥ হৃদয় হইতে রাম নাহি গেছো তুমি। সকল দিগেতে তোরে দেখিতেছি আমি॥ কিন্তু মোরে ছাড়ি রাম গিয়েছ নিশ্চয়। সন্তাপ হইতে মোর অনুমান হয়॥ ১১৮॥

শ্রুত্বা স্থমন্ত্রবচনেন বনপ্রয়াণং, শাপস্য তস্য চ বিচিন্ত্য।
বিপাক বেলাং। হারাঘবেতি সকৃদুচ্চরিতে, নৃপে
ন নিশ্বস্য দীর্ঘতর মূর্চ্ছসিতং ন ভূয়ঃ॥

পয়ার॥ রঘুনাথ করিলেন অরণ্য গমন। স্থমন্ত্র নিকটে রাজা করিল শ্রবণ॥ অন্ধমুনি দিয়াছিল পূর্ব্বে অভিশাপ। পুত্রশোকে প্রাণযাবে হৈল তাহা লাভ॥ হা রাম করুণাময় কোথারে নন্দন। এই বাক্য বলে রাজা ত্যজিল জীবন॥ ১১৯॥

অথ পৌরজনাঃ।

অর্থাৎ পুরবাসী সকলে কহিতেছে যথা।

জাতঃ সূর্য্যকুলে পিতা দশরথঃ ক্ষৌণীভুজামগ্রণীঃ
সীতা সত্যপরায়ণা প্রণয়িনী যস্যানুজো লক্ষ্মণঃ।
দোর্দ্দণ্ডেন সমো নচাস্তি ভুবনে প্রত্যক্ষ বিষ্ণুস্বয়ং,
রামো যেন বিড়ম্বিতোপি বিধিনা চান্যে জনে
কাকথা॥ ১২০॥

পয়ার॥ সূর্য্যকুলে জন্মভব পিতা দশরথ। অন্য রাজার অগ্র

জীবনে মরণ মোর হৈয়াছে সদয়॥ মৃতজনে মারি কভু বীরত্ব না হয়। পণ্ডিত প্রযুক্ত ইহা কহিনু তোমায়॥ ২১৪॥

আপুঙ্খাগ্রমমী শরাস্তনসিমে মগ্নাসমং পঞ্চতে, নির্দ্দগ্ধং বিরহাগ্নিনা বপুরিদং তৈরেব সার্দ্ধং মম। তং কন্দর্প নিরায়ুধোঽসি ভবতা জেতুং ন শক্যঃ পরো দুঃখীস্যামহ মেকএব সকলো লোকঃ সুখং জীবতু॥ ২১৬॥

এই তব পঞ্চশর আমার হৃদয়। পুঙ্খ শেষ হৈয়া মগ্ন হৈল সমুদয়॥ তোমার শরের সহ আমার শরীর। বিরহ আগুনে দগ্ধ হইয়াছে স্থির॥ সে হেতু মদন তুমি নিরায়ুধ হও। আর পর পরাজয়ে কভু শক্য নও॥ একাকী হইনু আমি দুঃখিত কিবল সুখীহৈয়া অন্য লোক বাঁচিবে সকল॥ ২১৬॥

এবং দৈবাদস্তং গতে মার্ত্তণ্ড মণ্ডলে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড মিবোদয়ন্ত। মচণ্ডরশ্মিমস্তশ্চন্দ্রমণ্ডলং দিশ্যবলোক্য লক্ষ্মণং প্রতি রামঃ॥

অর্থাৎ দৈবাৎ সূর্য্যমণ্ডল অন্তগত হইলে শ্রীরামচন্দ্র প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় উদিত চন্দ্রমণ্ডল অবলোকন করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি কহিতেছেন যথা।

সৌমিত্রে দাববহ্নি স্তরুশিখরগতো রার্য্যতাং নির্ঝরৌদৈঃ কাবার্ত্তা দাববহ্নে রয়মুদয়গিরে রুজ্জিহীতে হিমাংশুঃ। ধত্তেধূমং পুরস্তাৎ কিমিতি কথময়ং নৈবধূমো ধরণ্যা চ্ছায়েয়ং সঙ্গতা ভূদয়ি ধরনিহ্নতে কুত্রশীতে হিতাশি। ২১৬।

শুনহে প্রাণের ভাই সুমিত্রা নন্দন। জল দিয়া দাবানল কর নিবারণ॥ বিপরীত কথা কেন কহ দয়াময়। উদয়াচলেতে হৈল সুধাংশু উদয়॥ অসম্ভব একি কথা কহরে লক্ষ্মণ। কি রূপে সুধাংশু ধূম করেছে ধারণ॥ ধূম নহে রঘুনাথ ধরণির ছায়া। ধরণির সুতা সীতা কোথা মমপ্রিয়া॥ ২১৬॥

যত্র যত্র ন জগাম রাঘব স্তত্রতত্র বুবুধেস মৈথিলীং। যদ্ যদাশ্রম মগাম্নভিক্ষুক স্তত্তদর্থ পরিপূর্ণ মীক্ষ্যতে॥ ২১৭॥

গমন না করি আমি যথায় যথায়। জ্ঞান হয় মমসীতা তথায় তথায়॥ ভিক্ষুক যে গৃহে নাহি করয়ে গমন। অর্থ পূর্ণ সেই গৃহ করে নিরীক্ষণ॥ ২১৭॥

বিচিন্বতা তেন বিদেহপুত্রীং দৃষ্টো জটায়ুঃ শ্বসিতাব শেষঃ। সীতাহৃতা তে দশকন্ধরেণে ত্যাবেদ্যঃ সদ্যঃ স তনুং মুমোচ॥ ২১৮॥

রঘুনাথ করিছেন সীতা অন্বেষণ। হেন কালে হৈল তাঁর জটায়ু দর্শন॥ শ্বাস মাত্র শেষ তার যেন মৃত্যুকায়। পর্ব্বত আকার পক্ষি পড়িয়া ধরায়॥ হরে নিল তব সীতা রাক্ষস রাবণ। এই বাক্য বলি পক্ষি ত্যজিল জীবন॥ ২১৮॥

শ্রীরামঃ।

অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র কহিতেছেন যথা।

জ্ঞাত্বা দশরথস্যৈনাং মিত্রং শত্রু নিসূদনং। হাতাত কিমিদং নাম রামঃ পক্ষীন্দ্র মব্রবীৎ॥ ২১৯॥

দশরথের মিত্র এই জানিয়া তাহায়। হায় হায় ওহে তাত কি

হৈল তোমায়॥ শত্রু নিসূদন তুমি পক্ষির রাজন। এই কথা কহিলেন কমললোচন॥ ২১৯॥

পারলৌকিকং কৃত্বা পুটাঞ্জলিঃ।

অর্থাৎ জটায়ুর দাহনাদি করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক রঘুনাথ কহিতেছেন যথা।

তাত ত্বং নিজতেজ সৈব্য গমিতঃ স্বর্গং ব্রজস্বান্ততে
ক্রমন্তেকিমিমাং বধূহৃতি কথাং তাতান্তিকেমাকৃথাঃ।
রামোঽহং যদিতঙ্গিনৈঃ কতিপয়ৈ ব্রীড়ানমৎ কন্দরঃ
সার্দ্ধং বন্ধু জনৈঃ সুরেন্দ্রবিজয়ী বক্তাস্বয়ংরাবণঃ।২২০।

নিজতেজে তাত তুমি করহে গমন। স্বর্গপুরে যাও প্রভু পক্ষির রাজন॥ মঙ্গল হইবে তব জানিহ নিশ্চয়। আর কি কহিব আমি জটায়ু তোমায়॥ তাতের নিকটে গিয়া বধূর হরণ। এই কথা না কহিও পক্ষির রাজন॥ আমি যদি রাম হই কহিনু তোমায়। অল্পদিন মধ্যে যাবে সুরেন্দ্র বিজয়॥ লজ্জায় নমিত শির সহ বন্ধু জন। স্বয়ং বলিবে সেই লঙ্কেশ রাবণ॥২২০॥

রাজ্যনাশো বনেবাসো হৃতাসীতা মৃতঃপিতা। একৈ
কমপি যদ্দুঃখং সমুদ্রমপি শোষয়েৎ॥২২১॥

রাজ্যনাশ বনেবাস পিতার মরণ। তদন্তে হইল মম জানকী হরণ॥ এক এক দুঃখে মোর এই জ্ঞান হয়। ভূমণ্ডল তাপে যেন সমুদ্র শুকায়॥ ২২১॥

একস্য দুঃখস্য ন যাবদন্তং গচ্ছাম্যহং পারমিবার্ণবস্য।
তাবদ্দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতং মে ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলা ভবন্তি॥ ২২২॥

একদুঃখে অন্ত আমি যাবৎ না পাই। অর্ণবপারের ন্যায় হৈল যেন তাই॥ তাবৎ দ্বিতীয় দুঃখ মম উপস্থিত। একছিদ্রে বহু যেন হইল নিশ্চিত॥ ২২২॥

যুক্তমেবহি কৈকেয্যা ভরতস্যাভিষেচনং। ভার্য্যা মপি
ন যো রক্ষেৎ স কথং পালয়েন্মহীং॥ ২২৩॥

ভরতের রাজ্যাষেক উপযুক্ত হয়। কৈকেয়ী কর্তৃক তাহা হৈয়াছে নিশ্চয়॥ রাখিতে আপন ভার্য্যা নারিল যে জন। কি প্রকারে সে করিবে পৃথিবী পালন॥ ২২৩॥

ভদ্রংকৃতংহি তাতেন যেনাহং বনবাসিতঃ। এযাপিহি
ন মে বুদ্ধিঃ ক্ব মৃগঃ কহিরণ্ময়ঃ। ২২৪॥

পয়ার॥ মঙ্গল করিলা পিতা জানিনু নির্য্যাস। যে জন হইতে হৈল মম বনবাস॥ এই বুদ্ধি মোর নাই কিরূপে কিহয়। কোথায় আছেবা মৃগ কোথা হিরন্ময়॥ ২২৪॥

সগরাৎ সাগরকীর্ত্তি গঙ্গাকীর্ত্তি ভগীরথাৎ। অস্মাক
মীদৃশীকীর্ত্তি রেকাভার্য্যা ন রক্ষিতা॥ ২২৫॥

পয়ার॥ সগর হইতে কীর্ত্তি ধরায় সাগর। গঙ্গাকীর্ত্তি ভগীরথ করেছে অপর॥ এরূপ হইল কীর্ত্তি মোর এই ক্ষণে। এক ভার্য্যা রাখিতে না পারি দুই জনে॥ ২২৫॥

লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যো দৈবোঽপি তং বারয়িতুং
ন শক্তঃ। অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে ললাট
লেখো ন পুনঃ প্রয়াতি॥ ২২৬॥

পয়ার॥ লব্ধব্য অর্থলাভ মনুষ্যের হয়। দৈব কর্ত্তৃক কভু

তাহা নিবারিত নয়॥ নাহয় বিস্ময় শোক ইহার কারণ। নিশ্চয় না যায় কোথা ললাট লিখন॥ ২২৬॥

শ্রীরামঃ বিলপতিচ।

অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র বিলাপ করিছেন॥ যথা॥

যাপানি গ্রহণান্বিতা স্বরতনী তন্বী স্বরংশোদ্ভবা
গৌরী স্পর্শসুখাবহা গুণবতী নিত্যং মনোহারিণী।
সা কেনাপি হৃতা তয়া বিরহিণো গন্তুং ন শক্তাবয়ং
হেভিক্ষো তবকামিনী নহিনহি প্রাণপ্রিয়াযষ্টিকা।২২৭॥

পয়ার॥ বিবাহে আনিতা নারী সুতরুণী হয়। সুবংশে উদ্ভবা তন্বী গৌরী বলাযায়॥ সুখাবহা গুণবতী নিত্য মনোহারী। কে হরিল সে প্রিয়সী আহা মরি মরি॥ তাহার বিরহে মোরা চলিতে না পারি। পথিকে জিজ্ঞাসে ভিক্ষো সেকি তব নারী॥ নারী নয় প্রাণপ্রিয়া যষ্টিকা স্বরূপ। তাহারে না হেরে আমি হইনু বিরূপ॥ ২২৭॥

অর্দ্ধেচেতসি জানকী পরিপত ত্যর্দ্ধেচ লঙ্কেশ্বর
স্তচ্চার্দ্ধং মদনানলঃ কবলয়ত্যর্দ্ধঞ্চ রোষানলঃ। ইত্থং
দুর্বিধি সঙ্গম ব্যতিকর স্তুল্যোদ্বয়োরংশয়োরেকং বেদ্মি
তুষাগ্নি দগ্ধ মপরং দগ্ধ কারীষাগ্নিনা॥ ২২৮॥

পয়ার॥ অর্দ্ধমনে সীতাসতী করেন বিহার। পরার্দ্ধ ভাগেতে আছে দুষ্ট লঙ্কেশ্বর॥ তদর্দ্ধ মদনানলে করিল গরাস। অর্দ্ধদেশে রোষানল হৈয়াছে প্রকাশ॥ এরূপে দুর্বিধি সঙ্গ তুল্য পরস্পর। দুই ভাগে সম জ্বালা হৈয়াছে বিস্তর॥ তুষানলে দগ্ধ অর্দ্ধ হইল দ্বিগুণ। অপর দাহন করে করীষ আগুন॥ ২২৮॥

নমে দুঃখং প্রিয়াদূরে ন মে দুঃখং হৃতেতিসা। এতদেবহি শোচামি চাপো যদভিবর্ত্ততে ॥ ২২৯ ॥

পয়ার ॥ দূরদেশে মমপ্রিয়া দুঃখ নহে তায়। তাহার হরণে মম খেদ নাহি হয় ॥ এই শোক বরি আমি আছি বিদ্যমান। যেহেতু আছয়ে মম ধনু বর্ত্তমান ॥ ২২৯ ॥

কোবেদ হেমহরিণ গ্রহণায় বৎস দূরং গতে ময়ি হৃতা জনকাত্মজেতি। ব্রীড়ৈব পীড়য়তি মাং শ্বসতোপি কুত্র ক্ষত্রস্যহি শ্রুতিচয়ো বনিতাপহার ॥ ২৩০ ॥

পয়ার ॥ হেমের হরিণ হেতু করিনু গমন। হেনকালে হৈল মম জানকী হরণ ॥ প্রাণসম বৎস তুমি সুমিত্রা তনয়। এই কথা কহ ভাই কে করে প্রত্যয় ॥ লজ্জায় পীড়িত আমি ইহার কারণ। ক্ষত্রির থাকিতে শ্বাস বনিতা হরণ ॥ এই বাক্য কোথা কেহ নাহিক গোচর। ইহাতে হৈয়াছে লজ্জা আমার বিস্তর ॥ ২৩০ ॥

ব্যসনং কিমিতোপ্যান্তে জ্ঞাতশ্চাভ্যুদয়ো মম। শরণং মরণং রাজ্যং মাপুনর্স্মরণন্তু তৎ ॥ ২৩১ ॥

পয়ার ॥ ইহা হৈতে দুঃখ মোর আর কিবা আছে। লোকে মম পরাক্রম বিদিত হৈয়াছে ॥ শরণ মরণ তুল্য রাজ্য কিছু নয়। সেই রাজ্যে পুনঃ মোর মৃত্যু তুল্য হয় ॥ ২৩১ ॥

ততোরামং তিরস্কৃত্য পুরস্কৃত্য চ লক্ষ্মণং। ধন্যো ধন্য শরণ্যাং তামরণ্যানী মগাহত ॥ ২৩২ ॥

পয়ার ॥ অনন্তর রঘুনাথ তিরস্কৃত হৈয়া। অগ্রদেশে দয়াময় লক্ষ্মণেরে লৈয়া ॥ ধন্যপ্রভু রঘুনাথ ধন্যের শরণ। অবিলম্বে মহারণ্য করেন ভ্রমণ ॥ ২৩২ ॥

তত্র চ কবন্ধ দর্শনং।

অর্থাৎ সেই স্থানে কবন্ধ নামক অসুরকে দেখিলেন।

আয়োজন প্রসৃতদোর্যুগলেনমার্গ মাক্রাম্য কণ্ঠকুহরে-
কুরুতেনুকোঽয়ং। সৌমিত্রিণেতি গদিতঃস কবন্ধকণ্ঠং
বিচ্ছেদ গর্ত্তকদলীমিব রামভদ্রঃ।। ২৩৩।।

পয়ার।। যোজন পর্য্যন্ত বাহু বিস্তৃত যুগল। তাহাতে আক্রম কৈল পথিক সকল।। মোদের করিল কণ্ঠে আসি অকস্মাৎ। কেবা এই কহ তুমি মোরে রঘুনাথ।। ইহা যদি জিজ্ঞাসিল অনুজ লক্ষ্মণ। কবন্ধে করিল ছেদ কমললোচন।। সগর্ত্তা কদলী ছিন্ন করয়ে যেমন। কবন্ধে করিল ছেদ জানিহ তেমন।। ২৩৩।।

পূতো রামশরেণ দিব্য মগমদ্দেহং কবন্ধ স্ততঃ তদ্বা
ক্যাৎ শ্রমণাশ্রমে হনূমত্তা সংযুজ্য সীতাপতিঃ।
সীতোদ্ধার বিধৌ সমং নিজ বলৈঃ স্বীকৃত্য সাহায়কং
সংপ্রাপ্তঃ প্রতিপন্ন বালিনিধনঃ সখ্যংকপীন্দ্রাধিপাৎ। ২৩৪

কবন্ধ নামক বীর শ্রীরামের শরে। পরম পবিত্র হৈয়া দিব্য দেহ ধরে।। তদনন্তর তার বাক্যে শ্রমণ আশ্রমে। হনূমান সহ সঙ্গ জন্মিল শ্রীরামে।। সীতার উদ্ধারে সৈন্যসহ কপিবর। স্বীকার করিল হৈবে সাহায্য তৎপর।। সুগ্রীব সহিত সখ্য করি রঘুনাথ। বালিবধ অঙ্গীকার করেন পশ্চাৎ।। ২৩৪।।

ঋষ্যমূকগিরৌরামো নিঃসহায়ঃ পরিভ্রমন্। সখ্যং
সমান দুঃখেন সুগ্রীবেন সহাঽকরোৎ।। ২৩৫।।

সহায় হইয়া হীন কমললোচন। ঋষ্যমূক গিরিপরে করেন

ভ্রমণ ॥ সমদুঃখী ছিল সেই সুগ্রীব তথায়। তাহার সহিত সখ্য কৈল দয়াময় ॥ ২৩৫ ॥

পাদাঙ্গুষ্ঠেন দূরং ধরণিধর গুরুং দুন্দুভেরস্থিকূটং ক্ষিপ্তা সক্ষিপ্রকারী বিষম বিনিহিতান্ বজ্রবৎ সপ্ত তালান। বাণেনৈকেন শব্দ প্রতিহতঃ সকলশ্রোত্র গর্ত্তান বিভেদ্য প্রত্যাশাং বালিবধে প্লবগবলপতেঃ পোষয়ামাস রামঃ ॥ ২৩৬ ॥

পদের অঙ্গুষ্ঠ দিয়া কমললোচন। দুন্দুভির অস্থি দূরে কৈল বিক্ষেপণ ॥ শ্রেণীবদ্ধ নহে তথা ভূতলে সপ্তম। একবাণে কৈল ভেদ রঘুর নন্দন ॥ সেই হেতু সুগ্রীবের বালিবধে আশ। দয়াময় জন্মেদিলা তাহাতে বিশ্বাস ॥ ২৩৬ ॥

তালবেধ সময়ে রামো বাণং প্রতি।

অর্থাৎ তালবেধ সময়ে শ্রীরামচন্দ্র বাণের প্রতি কহিতেছেন। যথা।

ভাবোঽনিশং কুশিকনন্দনপাদয়োর্ম্মে যদ্যস্ম্যহংদ্বিজ তিরস্কৃতিরোষহীনঃ। নান্যঙ্গনা স্বচমনঃ শরসপ্ততালান্ ছিত্বা তদা প্রবিশ ভূতল মপহ্যগারং ॥ ২৩৭ ॥

বিশ্বামিত্র মুনিপদে যদি থাকে মতি। নিরন্তর সেই পাদপদ্ম মম গতি ॥ না করিয়া থাকি যদি দ্বিজ অপমান। তাহাতে আক্রোশ নাহি থাকে বিদ্যমান ॥ অন্য নারী প্রতি নাহি যদি থাকে মন। তবে শর বিদ্ধকর ভূতাল সপ্তম ॥ ভেদিয়া ভূতাল সপ্ত ভূতলে প্রবেশ। কর তুমি মম শর করিনু আদেশ ॥ ২৩৭ ॥

একেনৈব শরেণ গর্ত্তকদলী কাণ্ডেষ্বিবানক্রমাৎ বিদ্ধেষু

প্রথমেন দাশরথিনা তালেষু সপ্তস্বপি। শৈলাঃ সপ্তগজা
স্তু সপ্তমুনয়ঃ সপ্তাপি সপ্তার্ণবা শ্চেলু সপ্তরসাস্ত লানিভ
স্বতঃ সঙ্খ্যানি সাম্যাদিব ॥ ২৩৮ ॥

পয়ার ॥ এক শরে অনুক্রমে প্রভু গুণনিধি। কদলী সমান তাল বিন্ধিলেন যদি ॥ সপ্ত শৈল সপ্তগজ সপ্ত মুনিবর। সপ্ত সিন্ধু সপ্তধরা গলিত তৎপর ॥ সেই কালে সকলের হইল চলন। উভয়ের সমসঙ্খ্যা আছয়ে মিলন ॥ ২৩৮ ॥

শ্রুত্বাহতান্ সমরমূর্দ্ধ্নি সপ্ততালান্ রামেণহীন হৃদয়েন
বিনাপরাধং। কোপানলজ্বলিত হৃৎকমলোঽথবালী
রঙ্গাবতার মগমদ্গিরি গহ্বরাৎসঃ ॥ ২৩৯ ॥

পয়ার ॥ যুদ্ধভূমে সপ্ততাল বহুদিন জাত। বিনা অপরাধে রাম করিলেন হত ॥ সপ্ততাল হতশুনি বালী মহাশয়। কোপানলে হৃৎপদ্ম জ্বলিত হৃদয় ॥ গিরিগুহা হৈতে বালী হৈয়া নিঃশরণ। যাত্রা করি যুদ্ধ ভূমে করিল গমন ॥ ২৩৯ ॥

ততস্তারা সহর্ষমাত্মগতং অদ্যাবশ্যং শ্রীরামচন্দ্রচরণ।
প্রসাদান্নিজবল্লভস্য চিরবিরহিণোবক্ষঃ পীঠে লুঠি
ষ্যামি ॥ ২৪০ ॥

অর্থাৎ তদনন্তর হর্ষপ্রাপ্ত হইয়া তারা কহিতেছেন
যে অদ্য অবশ্য শ্রীরামচন্দ্রের চরণ প্রসাদাৎ চিরবি
রহী নিজ ভর্ত্তার বক্ষস্থলে বিহার করিব।

বীর সুগ্রীবস্যেত্যাশিষংপঠতি।

অর্থাৎ তারা সুগ্রীবের এইরূপ মঙ্গলপাঠ করিতেছেন ॥ যথা ॥
তারা সংত্যক্তাহারা গিরি শিখরবর ব্যস্তধর্ম্মিল্লধারা

শোকাব্ধিপ্রাপ্ত পারার্পিত মদনশরা ধীরস্বগ্রীবদারাঃ।
নানা নারাচধারা নিজরমণরতা তাপিনো পাপিনোঽস্য
প্রাণান্ মানা মাবতীর্ণাহরতু কলিকলা শালিনো বালি
নোঽদ্যঃ ॥ ২৪০ ॥

পয়ার ॥ ত্যক্তাহার তারা সেই সুগ্রীবের নারী। গিরির শিখরে কেশ আলুয়া সুন্দরী ॥ শোকাব্ধি হইয়া পার সুগ্রীবের দারা। মদনের বাণে বিদ্ধ আছে সেই তারা ॥ নানাবিধ নারাচেতে বহিতেছে ধারা। পতিব্রতা সতী রামা নিজ ভর্ত্তা পরা ॥ তাপি পাপী বালী রাজা মহৎ দুর্জ্জন। তাহার হইবে অদ্য জীবন হরণ ॥ ২৪০ ॥

অথ লক্ষ্মণঃ।

অর্থাৎ লক্ষ্মণ কহিতেছেন। যথা।

পৃথিব্যাং চতুরন্তায়াং নাস্তি বালি সমোবলী। বচসানেন
লোকানাং শঙ্কিতব্যো মহেন্দ্রজঃ ॥ ২৪১ ॥

পয়ার ॥ চারি সীমা পৃথিবীর আছে নিরূপণ। বালী তুল্য বলী তাহে নাহি কোনজন ॥ এই বাক্য দয়াময় সবলোকে কয়। তাহাতে শঙ্কিত সেই মহেন্দ্রজ হয় ॥ ২৪১ ॥

শ্রীরামঃ সহাসং।

অর্থাৎ শ্রীরাম ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক কহিতেছেন ॥ যথা ॥

মাভৈষীর্ময়ি সৌমিত্রে রাঘবেধিজ্য ধন্বনি। সতাংদেহং
পরিত্যজ্য নির্গচ্ছত্য সতোভয়ং ॥ ২৪২ ॥

পয়ার ॥ ধনুর্দ্ধারি আমি রাম থাকিতে সংশয়। ভয় নাই ভাই

তব সুমিত্রা তনয় ॥ সতের শরীর ত্যজে অতি মহাভয়। অসতের দেহ গিয়া করয়ে আশ্রয় ॥ ২৪২ ॥

অথ বালী।

অর্থাৎ বালী কহিতেছে ॥ যথা ॥

গৃহাণ বাণং রঘুরাজপুত্রং সূত্রামসূনং সমরেঽবতীর্ণং।
জানীহিমাং দুন্দুভিঘাতবজ্রং নেষ্যামিবাং কালগৃহাতিথিত্বং ॥ ২৪৪ ॥

পয়ার ॥ গ্রহণ করহে বাণ রঘুর তনয়। সুরপতি সুত হৈল সমরে উদয় ॥ বাসবের শিশু আমি জানিহ রাজন। শমন ভবনে অদ্য পাঠাব দুজন ॥ ২৪৪ ॥

ইত্যুভৌযুদ্ধায় অবতরতঃ লক্ষ্মণঃ সুগ্রীবংপ্রতি।

অর্থাৎ উভয়যুদ্ধ তদর্থক অবতরণ হইলে লক্ষ্মণ সুগ্রীবের প্রতি কহিতেছেন ॥ যথা ॥

আর্য্যবাণেন ভিন্নোঽয়ং বালীলুঠতি ভূতলে। তদ্বিপক্ষস্য শিরসি পুষ্পবৃষ্টিঃ সুরৈঃকৃতা ॥ ২৪৫ ॥

পয়ার ॥ রামের বাণেতে হৈল বিদীর্ণ হৃদয়। ভূতলে পড়িয়া লুঠে বালী মহাশয় ॥ তোমার বিপক্ষোপরে পুষ্প বরিষণ। গগন হইতে করে দানবারিগণ ॥ ২৪৫ ॥

অথ বালী। অর্থাৎ বালী কহিতেছেন ॥ যথা ॥

সুগ্রীবোঽপি ক্ষমঃকর্ত্তুং যৎকার্য্যং তব রাঘব। তদহং ন ক্ষমঃ কস্মাদপরাধং বিনাহতঃ ॥ ২৩৭ ॥

পয়ার ॥ সুগ্রীব সক্ষম হৈবে যে কার্য্যেতে রাম। সে কার্য্যে

অক্ষম আমি নহি গুণধাম॥ কিহেতু করিলে তবে এই সর্ব্বনাশ। বিনা অপরাধে মোরে করিলে বিনাশ॥ ২৪৭॥

রামঃ সকরুণং।

অর্থাৎ করুণাপূর্ব্বক রামচন্দ্র কহিতেছেন যথা।

শুদ্ধির্ভবিষ্যতি পুরন্দরনন্দনস্য মামেবচেদহহপাত
কিংনং শশাপ। সথ্যার্থিনং নিরপরাধিন মাহনিষ্যং
জাতঃ পুনর্জ্জনকজাবিরহস্ততোমে॥ ২৪৮॥

যদি মোরে শাপ দেও বালী মহাশয়। তথাচ মঙ্গল তব হইবে নিশ্চয়॥ অপরাধ নাহি তব বাসবের সুত। তথাপি তোমারে আমি করিলেম হত॥ এই হেতু কপিবর কহিনু তোমায়। জানকী বিরহ মম হবে পুনরায়॥ ২৪৮॥

বালীসোহং শ্রীমতো রঘবংশাবতংসস্যভবতঃ প্রসাদা
মহাবীরোচিতাং গতিং গচ্ছামি অয়ং বৎসোহঙ্গদ
স্তবদাসঃ পরিপাকনীয় এবেতি স্বর্গারোহণং নাটয়তি॥

মহাবলী আমি সেই বালী মহাশয়। রঘুবংশে অবতংস তুমি দয়াময়॥ তোমার প্রসাদে এই বীরোচিত গতি। দীনবন্ধু দয়া কর পাইগে সম্প্রতি॥ অঙ্গদ তোমার দাস করিহ পালন। এই বাক্য বলি কৈল স্বর্গ আরোহণ॥

সদ্যোনির্ভিদ্যবাণৈঃ সমরভুরিতদা বালিনং রামচন্দ্রঃ
কিষ্কিন্ধারাজ্য মা জানিকংহমথসদদৌ তত্রসুগ্রীবহস্তে।
বর্ষাকালং ঘনালী ঘনরব দলিনোদ্দামদিকচক্রগর্ত্তং
ক্ষিপ্রং বাঁসং বিতেন শিখর বনতটে মাল্যবৎ পর্ব্ব
তস্য॥ ২৪৯॥

পয়ার॥ সদ্য বাণে বালী বধ করিয়া রাজন। সুগ্রীবের হস্তে রাজ্য কৈল সমাপন॥ ঘনরবে ব্যাপ্ত বর্ষা করিতে ক্ষেপণ। মাল্যবান গিরি,পরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥ ২৪৯॥

রামাদ্বলীয়ান্নপরোঽস্তিকশ্চিদ্দারাপহারান্নপরোঽপমানঃ। তথাপি রামঃ শরদং সমীক্ষ্য নিরীক্ষ্যতে সম্প্রতি কালমেতং॥ ২৫০॥

শ্রীরামের তুল্য কেহ নহে বলবান। দারাপহরণ হৈতে নাহি অপমান॥ তথাপি শরৎ কাল করি সমীক্ষণ। কালক্ষেপ কৈল তথা কমললোচন॥ ২৫০॥

তত্র মাল্যবতি বর্ষাসু বিরহী রামঃ।

অর্থাৎ বর্ষাকালে মাল্যবান পর্ব্বতের উপরে রঘুনাথ বিরহী হইয়া কহিতেছেন। যথা।

যত্ত্বন্নেত্র সমানকান্তি সলিলে মগ্নং তদিন্দীবরং মেঘৈরন্তরিতঃ প্রিয়ে তব মুখচ্ছায়ানুকারঃ শশী। যেপি ত্বদ্গমনানুকারিগতয়স্তেরাজহংসাগতা স্ত্বৎসাদৃশ্য বিনোদমাত্রমপি মে দৈবং নহি ক্ষাম্যতি॥ ২৫১॥

পয়ার॥ তোমার নয়ন সমা ছিল ইন্দীবর। সলিলে হইল মগ্ন আমার গোচর॥ তব মুখ তুল্য শশী জগতে বিদিত। কালবশে সুধাকর মেঘে আচ্ছাদিত॥ গমনানুকারি গতি রাজহংস বরে। গিয়াছে প্রিয়সী তারা মান সরোবরে॥ তোমার তুলনা দিতে এসকল স্থান। দৈবদোষে গেল যদি কিসে বাঁচে প্রাণ॥ ২৫১॥

মন্দং মরুদ্বহতি গর্জ্জতি বারিবাহো বিদ্যুল্লতা স্ফুরতি

কূজতিনীলকণ্ঠঃ।এভাবত্তির্ব্যতিকরে রঘুনন্দনস্য মূর্চ্ছৈব কেবল মভূদবলম্বনায় ॥ ২৫২ ॥

পয়ার ॥ মন্দ২ বহে বায়ু মেঘের গর্জ্জন। শোভাপায় সৌদামিনী ময়ূরে নিস্বন ॥ শ্রীরামের ব্যতিকর হৈয়াছে সকল। আলম্বন হেতু মূর্চ্ছা আছয়ে কেবল ॥ ২৫২ ॥

সীতায়াঃ পূর্ব্বা বস্থাং সূচয়ন্।

অর্থাৎ জানকীর পূর্ব্বাবস্থা রঘুনাথ চিন্তা করিতেছেন

পূর্ব্বং পুরারি ধনুষোনিলদনেরুষ্টং রামং মুনিং রণমুখে পরিতাবিলোক্য। শঙ্কা শশাঙ্ক পরিতপ্ত মুখারবিন্দাং তামেব মৈথিলসুতাং সততং স্মরামি ॥ ২৫৩ ॥

পয়ার ॥ পূর্ব্বেতে পুরারি ধনুঃশব্দে রুষ্ট আমি। সমর সম্মুখে মোরে দেখেছিলে তুমি ॥ শশাঙ্ক সমান কান্তি তোমার বদন। সতত প্রিয়সী মম হৈতেছে স্মরণ ॥ ২৫৩ ॥

স্নিগ্ধশ্যামলকান্তি লিপ্তবিযতো বেল্লদুলাকাঘনা বাতাঃ শীকরিণঃ পয়োদসুহৃদা মানন্দ কেকাঃ মলাঃ। কামং সন্তুদৃঢ়ং কঠোরহৃদয়ো রামোঽস্মিসর্ব্বং সহে বৈদেহীতু কথং ভবিষ্যতি হাহাদেবি ধীরাভব ॥ ২৫৪ ॥

পয়ার ॥ বক মেঘ বায়ু আর সলিলের কণা। ময়ূরের ধ্বনিকর্ণে নাহি যায় শুনা ॥ ইহার সমূহ মম হইবে সহন। কঠিন হৃদয় আমি কমল লোচন ॥ কি রূপে প্রিয়সী তব সহ্যতা এ হয়। এই দেখ প্রিয়ে আমি মরি হায় হায় ॥ ২৫৪ ॥

নীলেন্দীবরশঙ্কয়া নয়নয়োর্ব্বন্ধূকবুদ্ধ্যাধরে পানৌপদ্ম ধিয়া মধূক কুসুমভ্রান্ত্যা তথাগণ্ডয়োঃ। লীয়ন্তে কবরীষু

বান্ধবজন ব্যামোহজাতস্পৃশা দুর্ব্বারা মধুপাঃ কিয়ন্তি তরুণি স্থানানিরক্ষীষ্যসি ॥ ২৫৫ ॥

পয়ার ॥ নীল ইন্দীবর ভ্রমে নয়ন যুগলে। বন্ধুকের ভ্রান্তি হেতু অধর কমলে ॥ মধুক কুসুম জ্ঞানকরি গণ্ডদেশে। করযুগে পদ্ম ভ্রান্তি হইবেক শেষে ॥ লীন হবে অলি কুল এ সকল স্থানে। বান্ধবে ব্যামোহ দিতে মানা নাহি মানে॥ কি রূপে প্রিয়সী তুমি করিবে বারণ। কেমনে হইবে তব এসব রক্ষণ ॥ ২৫৫ ॥

লক্ষ্মণং প্রতি রাম।

কার্য্যেষু মন্ত্রী করনেষু দাসী ধর্ম্মেষু পত্নী ক্ষময়া ধরিত্রী। স্নেহেষু মাতা শয়নেষু বেশ্যা রঙ্গেসখী লক্ষ্মণ সা প্রিয়ামে ॥ ২৫৬ ॥

পয়ার ॥ কার্য্যকালে মন্ত্রী হও করণেতে দাসী। ধাত্রী সমা ক্ষমা তব ধর্ম্মেতে প্রিয়সী। স্নেহে মাতা শয়নেতে বেশ্যা নিরূপণ। রঙ্গে সখী মমপ্রিয়া কোথারে লক্ষ্মণ ॥ ২৫৬ ॥

জীবাতুঃ কুসুমায়ুধস্য ভুবনে সীমন্তিনীনাং শিরোরত্নং মৎকুল দেবতা প্রতিনিধি র্নেত্রোৎসবঃ কামিনাং। মাদ্য কুন্তি নিতান্ত মন্দগমনা সা মে প্রিয়া জানকী সৌমিত্রে শতপত্রা শক্রবদনা কুত্রাধুনা সীদন্তি। ২৫৭ ॥

পয়ার ॥ মদনের হৃদিপরে প্রাণহৈয়া রও। রমনীর শিরোরত্ন ভবনেতে হও ॥ কুলদেব তুল্য তুমি নারীর প্রধান। কামুকের নেত্রে কর উৎসব বিধান ॥ গজেন্দ্র সমান মন্দ আছিল গমন। শতপত্রে লজ্জা পায় হেরিয়া বদন ॥ মম সেই প্রিয়ে কোথা সুমিত্রা তনয়। কোথা হৈলা অবসন্ন কহরে আমায় ॥ ২৫৭ ॥

অথ আত্মান মধিক্ষিপ্য রামঃ।

অর্থাৎ রাঘুনাথ আত্মাতে আক্ষেপ করিয়া কহিতেছেন॥ যথা॥

ইহগ্‌ভানু কুলেন কোঽপি ভবিতা যস্যাঙ্গনা কামুকৈ
রাকৃষ্টেতি পরস্পরং নিগদতাং শ্রুত্বা মুনীনাং মুখাৎ।
সৌমিত্রে কুলপাংশুনস্য চরিতং শ্রীরামচন্দ্রস্য মে
শক্রার্দ্ধাসন সংস্থিতেন গুরুণাদুঃখং পরংধীয়তে।২৫৮।

পয়ার॥ মম সম সূর্য্যকুলে নাহি কোন জন। যাহার অঙ্গনা কৈল কামুকে হরণ॥ এই রূপ ব্যক্ত বাক্য মুনিমুখে হয়। কুলের কলঙ্কি আমি সুমিত্রা তনয়॥ মম এই ব্যবহার শুনিয়া সকল। ইন্দ্রের আসনে রাজা দুঃখিত কেবল॥ ২৫৮॥

অতীতায়াং প্রাবৃষি নাগচ্ছতি সুগ্রীবে রাম চরিতং।
অর্থাৎ বর্ষাকাল অতীত হইলে সুগ্রীবের আগমন না
দেখিয়া রঘুনাথ এইরূপ ব্যবহার করিতেছেন॥ যথা॥

ততো রামো মহাতেজা লক্ষ্মণং স মুপাহ্বয়ৎ।
সুগ্রীবং প্রেরয়ামাস স্কন্ধাবারং চকারসঃ॥ ২৫৯॥

পয়ার॥ নরেন্দ্র নন্দন রাম মহা বীর্য্যবান। অনন্তর করিলেন লক্ষ্মণে আহ্বান॥ সুগ্রীবের সন্নিধানে অনুজ প্রেরণ। শিবির করিলা রাম সৈন্যের কারণ॥ ২৫৯॥

শ্রীমদ্রামো বনস্থঃ কপিবর নগরং লক্ষ্মণঃ প্রেষিতোঽস্মি
কিষ্কিন্ধাদ্বার মাগাং রঘুপতি বচনাল্লক্ষ্মণস্তং জগাদ।
শ্রুত্বা রামেতি বাক্যং হসতি কপিবরো রামনামাকিমে
তৎ কস্মাৎ কিম্বা প্রমেয়ং সচকিত মনসা বিস্মিতো
হসৌ প্রগল্ভঃ॥ ২৬০॥

পয়ার ॥ তথায় অরণ্য বাসি, রাম রঘুবর। প্রেরণ করিলা প্রভু আমাকে নগর ॥ কিষ্কিন্ধ্যার দ্বারে আমি অনুজ লক্ষ্মণ। শুন ওহে কপিবর আমার বচন ॥ শুনিয়া রামের কথা সুগ্রীব রাজন। পরিহাস্য করি কহে রাম কোন জন ॥ কিবা কহ কোথা হৈতে কোন বস্তু হয়। চকিত মানসে কপি বিস্মিত হৃদয় ॥ ২৬০ ॥

আজ্ঞাকৌশিকতাড়কাকৃতবধো যজ্ঞস্যরক্ষাকরঃ সীতা-
র্থে হরচাপভঙ্গমকরোৎ শিক্ষোজ্জিতঃ শূলিনঃ। মারীচঃ
খলুলীলয়াপিনিহতো বালীহতঃ স্বাম্প্রুতং সোহয়ং সং
প্রতি রাঘবঃ কপিপতে পঞ্চাননোগর্জ্জতি ॥ ২৬১ ॥

পয়ার ॥ তাড়কা বিনাশে রাম কৌশিক আজ্ঞায়। যজ্ঞ রক্ষা করিলেন পশ্চাৎ তথায় ॥ হরধনু ভঙ্গ কৈলা জানকী কারণ। পরা ভব হৈল পরে ভৃগুর নন্দন ॥ লীলায় মারীচ নাশ কৈল রঘুপতি বলবান বালী বধ হৈয়াছে সম্প্রতি ॥ শুন ওহে কপিবর মর্কট রাজন। সিংহসম রঘুনাথ করেন গর্জ্জন ॥ ২৬১ ॥

স্বস্তি শ্রীশ্রীরামপাদাঃ সমাজ্ঞায়পন্তি। যথা।

ন মে সংকুচিতোবাণো যেন বালীহতো ময়া। সময়ে
তিষ্ঠ সুগ্রীব মাবালিপথমন্বগা ॥ ২৬২ ॥

পয়ার ॥ লুকাইত নাহি আছে মম সেই বাণ। যাহাতে বধিনু আমি বালীর পরাণ ॥ সময়েতে তিষ্ঠে থাক সুগ্রীব রাজন। বালীপথে নাহি তুমি করিহ গমন ॥ ২৬২ ॥

সমাগত্য সুগ্রীবঃ।

অর্থাৎ সুগ্রীব আগমন করিয়া কহিতেছেন যথা।

যাসৌপ্রকৃতিরস্মাকং বানরাণাং নরেশ্বর। তামহং
ত ত্যক্তুমিচ্ছামি ন সা মাং ত্যক্তু মিচ্ছতি। ২৬৩।

পয়ার॥ কপির প্রকৃতি যাহা শুন নরেশ্বর। তাহাকে করিতে ত্যাগ হইনু তৎপর॥ সে মোরে ত্যজিতে রাম কভু নাহি চায়। বানরের সে প্রকৃতি নাহি কোথা যায়॥ ২৬৩॥

পুনঃ সানুনয়ং।

অর্থাৎ পুনরায় সুগ্রীব বিনয় করিয়া কহিতেছেন।

দগ্ধংদগ্ধং ত্যজতি ন পুনঃ কাঞ্চনং কান্তিবর্ণং, ছিন্নং
ছিন্নং ত্যজতি ন পুনঃ স্বাদুতা মিক্ষুদণ্ডং। ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং
ত্যজতি ন পুনশ্চন্দনং চারুগন্ধং, প্রাণান্তেপি প্রকৃতি
বিকৃতি র্জায়তে নোত্তমানাং॥ ২৬৪।

পয়ার॥ কাঞ্চন দাহন হৈলে কান্তি নাহি যায়। ছিন্ন ছিন্ন ইক্ষুদণ্ডে আস্বাদন রয়॥ গন্ধ নাহি ত্যজে কভু ঘর্ষণে চন্দন। মরিলে না করে সাধু প্রকৃতি খণ্ডন॥ ২৬৪॥

সুগ্রীবং দৃষ্ট্বা।

অর্থাৎ সুগ্রীবকে দেখিয়া কহিতেছেন। যথা।

তাতেন দত্তং ভরতায় রাজ্যং সীতাহৃতা সম্প্রতি
রাবণেন। বিচিন্ত্য রামো মনসাকুলেন বিহায়চাপং
রুদিতং প্রবিষ্টঃ॥ ২৬৫॥

পয়ার॥ ভরতেরে রাজ্য দান দিয়াছে রাজন। সম্প্রতি জানকী হরে নিয়েছে রাবণ॥ আকুল মনেতে চিন্তা করি রঘুবর। ধনুর্ব্বাণ ত্যজে দূরে রোদনে তৎপর॥

অত্রাবসরে.সুগ্রীবঃ।

অর্থাৎ এবিষয়ের অবসরে সুগ্রীব কহিতেছেন। যথা।

এতেসপ্তপয়োধয়ো দশদিশ সপ্তৈব গোত্রাচলাঃ, পৃথ্ব্যা দীনিচতুর্দ্দশৈব ভুবনা ন্যেকং নভোমণ্ডলং। এতাবৎ পরিমাণ মল্পবিষয়ে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে, কাসৌযাস্যতি জানকী রঘুপতে কিং কার্ম্মুকং ত্যজ্যতে।। ২৬৬।।

পয়ার।। সপ্তসিন্ধু দিগদশ ভূধর সপ্তম। একাকাশ ধরাতলে চতুর্দ্দশ ভুবন।। ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ এই মাত্র হয়। ভাণ্ডোদর এব্রহ্মাণ্ড অতুল্য বিষয়।। জানকী যাইবে কোথা আছয়ে হে থায়। ধনুঃ ত্যাগ কৈলে কেন কহনা আমায়।। ২৬৬।।

শ্রীরামঃ। অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র কহিতেছেন যথা।

ব্যসনে মহতি প্রাপ্তে স্থিরৈঃ স্থাতুং ন শক্যতে। লঙ্কাং নিঃশঙ্ক মালোক্য ক ইহাগন্ত মর্হতি।। ২৬৭।।

পয়ার।। হইলে মহৎ দুঃখ সহ্যতা না হয়। সুস্থির থাকিতে মম যুক্ত কভু নয়।। শঙ্কাশূন্য লঙ্কা যোগ্য হয় কোন জন। লঙ্কাপুরী দেখে করে পুনরাগমন।। ২৬৭।।

জাম্বুবানঃ।

অর্থাৎ জাম্ববান কহিতেছেন। যথা।

আঞ্জনেয়ঃ সমানেয়ো যোহসৌ কপিকুলোদ্ভবঃ। লঙ্কা প্রস্থাপনাযোগ্যঃ প্রোক্তং জাম্বুবতা সতা।। ২৬৮।।

রামং প্রণম্য হনূমান্।

অর্থাৎ শ্রীরামকে প্রণাম করিয়া হনূমান কহিতেছেন।

কিংপ্রাকার বিশালতোরণবতীং লঙ্কামিহৈবানয়ে

কিম্বা সৈন্যসমূহ্ধ্বংসঞ্চ সকলং তত্রৈব সম্পাদয়ে। হেলো

ত্তোলিত পর্ব্বতোচ্চশিখরৈ র্ব্বধ্নামিবা তোয়ধিং দেবা

জ্ঞাপয় কিং করোম্মি সকলং দোর্দ্দণ্ড সাধ্যং মম।। ২৬৯

পয়ার।। প্রাচীর তোরণে লঙ্কা আছয়ে বেষ্টন। তাহা কি আনিব হেথা কমললোচন।। তথায় আছয়ে সৈন্য সমূহের দল। কিম্বা সেই সৈন্য আমি মারিব সকল।। হেথায় তুলিয়া গিরি ভাঙ্গিয়া শিখর। তাহাতে কি রঘুনাথ বান্ধিব সাগর।। আজ্ঞা দেও কি করিব প্রভু দয়াময়। আমার দোর্দ্দণ্ড সাধ্য এসকল হয়।। ২৬৯ ।।

হনূমন্তং দৃষ্ট্বা। রামঃ।

অর্থাৎ হনূমানকে দেখিয়া রামচন্দ্র কহিতেছেন যথা।

এতৈর্মহত্ত্ব মুদ্‌ঘষ্টং মারুতে তবতেজসঃ। বৃথাপরিশ্রমঃ

কার্য্যঃ সীতা জীবতি বা নবা।। ২৭০ ।।

পয়ার।। তোমার তেজেতে হনূ এসকল হয়। বীর্য্যবল তব যাহা জেনেছি নিশ্চয়।। বৃথা কার্য্য পরিশ্রম হইবে তোমার। আছে কি না আছে সীতা সন্দেহ আমার।। ২৭০ ।।

হনূমান দেষ পশ্য।

কূর্ম্মোমূলবদালবালবদপাংনাথোলতাবদ্দিশো মেঘাঃ

পল্লববৎ প্রসূনফলবৎ নক্ষত্রসূর্য্যেন্দবঃ। রাজন্বব্যোম

মহীরুহো মমতলে ক্রন্থেতিগাং মারুতেঃ সীতান্বেষণ

মাদিদেশ সহসা রামঃ সহর্ষঃস্বয়ং।। ২৭১ ।।

পয়ার।। জ্ঞান হয় মূলতুল্য যেন কূর্ম্মরাজ। আল বাল সম সিন্ধু করয়ে বিরাজ।। লতাসম দিক্‌দশ করি অনুমান। জ্ঞান হয়

নীরবাহু পল্লব সমান॥ কুসুম তুলনা করি নক্ষত্রেরগণ। ফল তুল্য দেখি যেন সুধাংশু তপন॥ পর্ব্বত আকাশ মম তলেতে রাজন। কহিলেক এই বাক্য পবন নন্দন॥ শুনিয়া হনূর কথা দূর্ব্বাদল শ্যাম। জানকীর অন্বেষণে আজ্ঞা দিলা রাম॥ ২৭১॥

সীতান্বেষণে তদ্বৃত্তান্তমনভিজ্ঞানতো হনূমতঃপরিদেবনং।

কুত্রাযোধ্যা ক রামো দশরথবচনা কুণ্ডকারণ্যমাগাৎ ক্বাসৌ মারীচ নামা কনকময় মৃগঃ কুত্র সীতাপহারঃ। সুগ্রীবো ক রামমিত্রং জনকতনয়ান্বেষণে প্রেষিতোহহং যোহর্থোহসম্ভাবনীয়স্তমপিঘটয়ত্যুত্রক্রুরকর্ম্মাবিধাতা। ২৭২

পয়ার॥ কোথায় অযোধ্যা কোথা কৌশল্যানন্দন। দশরথের বাক্যে কৈল অরণ্যে গমন॥ মারীচ নামক রক্ষ কোথা স্বর্ণময়। জানকী হরণ হৈল না জানি কোথায়॥ রাম মৈত্র কোথা সেই সুগ্রীব রাজন। জানকীর অন্বেষণে হইনু প্রেরণ॥ যে সব সদর্থ নম হয় অনুমান। আনিয়া সকল তাহা বিধাতা ঘটান। ২৭২।

আরম্ভং বিদধে মহেন্দ্র শিখরা দম্ভোনিধের্লঙ্ঘনে বীর শ্রীরঘুনাথ পাদরজসা মূর্চ্চৈঃ স্মরন্মারুতিঃ। মূর্দ্ধা জাম্বুবতোহভিবন্দ্য চরণৌ সংশ্লিষ্যসেনাপতীং নাশ্বাস্যাহশ্রু মুখান্মুহুঃ প্রিয়তমান্ প্রেষ্যান্ সমাদিশ্যচ॥ ২৭৩॥

পয়ার॥ রঘুনাথের পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ। জাবাম্বুনে প্রণমিয়া পবন নন্দন॥ আলিঙ্গিয়া সেনাপতি বায়ুর তনয়। প্রিয়তম বন্ধু বর্গে করিয়া অভয়॥ আদেশিয়া ভৃত্যগণে বীর হনুমান। সমুদ্র লঙ্ঘনে কপি করিল বিধান॥ ২৭৩॥

সম্পাতেরথ দৃষ্টযোজন শতাং পারে সমুদ্রংপুরী লঙ্কা
তত্র বিদেহ রাজতনয়ে ত্যাকর্ণ্য বায়োঃসুতঃ। অব্ধিং
স্বল্পীশ্প শরীর দুস্তরতরং দৃষ্টা তথা বর্দ্ধত ব্যাপ্তং যেন
তদীয় কেশরশটা টোপৈ র্নভোমণ্ডলং ॥ ২৭৪ ॥

পয়ার ॥ সিন্ধু শত যোজনের পরে লঙ্কাপুরী। তাহাতে আছয়ে সেই জানকী সুন্দরী ॥ সম্পাতি হইতে ইহা শুনি কপিবর। অল্প দেহে অব্ধিপার হইবে দুস্তর ॥ সিন্ধুপারে যোগ্য তনু করিয়া ধারণ। কেশর টোপেতে ব্যাপ্ত করিল গগণ ॥ ২৭৪ ॥

অথ স বিলসদন্ত স্তম্ভিতাক্ষিপ্রকাশং। জলচরখরখেলা
স্ফালবঃচালিতাশং। জলনিধি মতিবীরো লঙ্ঘিতুং বায়ু
পুত্রঃ খগপতিরিব চণ্ডোড্ডীনমঙ্গী চকার ॥ ২৭৫ ॥

পয়ার ॥ চলের বিলাসে সিন্ধু মুদ্রিত নয়ন। জলজের বেগে স্থির না হয় চলন ॥ এইরূপ সিন্ধুপারে পবন কুমার। খগপতি তুল্য গতি কৈল অঙ্গীকার ॥ ২৭৫ ॥

কপীনাং কটকে ঘোকে জাতঃ কলকলধ্বনিঃ। আঞ্জনে
য়ঃ কিমেকাকী গচ্ছেদ্রাবণ সন্নিধিং ॥ ২৭৬ ॥

পয়ার ॥ কপির কটকে হৈল মহা কোলাহল। গগণ উপরে ধ্বনি অত্যন্ত প্রবল ॥ কিরূপে একাকী হনু অঞ্জনা নন্দন। রাবণের সন্নিধানে করিল গমন ॥ ২৭৬ ॥

প্রবিশ্য সুরসামুখান্তরগতো বিনিস্ক্রমাচক্রমাদ্বদিতমম্ব
ধেন্তহিন শৈলজং মানয়ন। নিহত্য পথিরোধিকাং
নভসি সিংহিকা রাক্ষসীং বিলঙ্ঘ্য জলধিং যযৌ
পাবনজঃ স লঙ্কাপুরীং ॥ ২৭৭ ॥

পয়ার।। সুরমার মুখমধ্যে করিয়া প্রবেশ। তাহা হৈতে আসি হনূ প্রাপ্ত বহির্দ্দেশ।। সিন্ধু মধ্যে লুক্কায়িত মৈনাক অচল। আনয়ন কৈল তারে বানর প্রবল।। সিংহিকা করিল রোধ পথ মধ্য স্থল। বিনাশিল হনূ তারে গগণ মণ্ডল।। অতিবেগে জলনিধি করিয়া লঙ্ঘন। লঙ্কাপুরে প্রবেশিল পবন নন্দন।। ২৭৭।।

গত্বা লঙ্কাং নিশায়াং পবনসুতবরোহন্বিষ্যসীতাং বিনীতাং গেহেগেহে প্রযত্নাৎ স্থলজল বিটপে প্রাচীরে বৃক্ষমধ্যে। যত্রাস্তে কুম্ভকর্ণঃ সুরজিত ভবনে কন্দরে গহ্বরেবা দৃষ্ট্বা বৈদেহপুত্রীং চিরমনুস্মরণাচ্চিন্তিতোহসৌ হনূমান্।। ২৭৮।।

পয়ার।। নিশিতে লঙ্কায় বীর করিয়া গমন। চেষ্টিত হইয়া করে সীতা অন্বেষণ।। স্থলে জলে ঘরে ঘরে তরুর তলায়। গিরি গুহ কুম্ভকর্ণ আছয়ে যথায়।। কন্দরে গহ্বরে তাঁর না পায় সন্ধান। চিন্তিত হইল পরে বীর হনূমান।। ২৭৮।।

মাতৃভ্রাতৃ কলত্র মন্ত্রি সচিব প্রক্ষাতজানাং গৃহং পৌলস্ত্যস্য ময়ানিরূপিতমপি তমপি শ্রীসৌধমে কৈকশঃ। নানা রূপ রহঃস্থলীরচিতা সীতা ন দৃষ্টা। ক্বচিৎ শঙ্কে সাগর লঙ্ঘনে নিপতিতা লঙ্কেশ শঙ্কাকুলা।। ২৭৯।।

পয়ার।। ভ্রাতৃ মাতৃ নারী মন্ত্রী অমাত্যের গণ। ধনিবর্গ আর সেই দুর্জ্জয় রাবণ।। একে একে সকলের আলয়ে প্রবেশ। করিয়া না পাই কোথা সীতার উদ্দেশ।। রাবণের ভয়ে হৈয়া ব্যাকুল হৃদয়। সাগর লঙ্ঘনে সীতা পড়েছে নিশ্চয়।। ২৭৯।।

সংক্ষিপ্যাথ তনুং নিরীক্ষ্য সকলাং লঙ্কাং শরচ্চন্দ্রিকাং

নির্দ্ধৌতাখিল সৌধমণ্ডল মহোদ্যোত প্রসন্নার্ণবাং।
দৃষ্ট্বাশোকবনে স রাক্ষসবধূং সংবেষ্টিতাং জানকী
মারূঢ়ো নিভৃতং স্থিতঃ পবনজঃ কং কেলিভূমীরহং ॥ ২৮০

পয়ার ॥ অনন্তর খর্ব্বতনু করিয়া ধারণ। সমুদয় লঙ্কাপুরী করে নিরীক্ষণ ॥ শরতের ইন্দুসম নির্ম্মল সকল। ভূমিপতি রাবণের ভবন মণ্ডল ॥ এই রূপ লঙ্কা মধ্যে অশোক কানন। তাহাতে আছেন সীতা রাক্ষসী বেষ্টন ॥ এইরূপ দেখে পরে হনূমহামতি। অশোকের বৃক্ষোপরে করিলেক স্থিতি ॥ ২৮০ ॥

অত্রাবসরে রাবণ প্রেষিতা দূতী সীতাং প্রতি।
অর্থাৎ এবিষয়ের অবসরে দূতী আসিয়া জানকীর প্রতি
কহিতেছেন ॥ যথা ॥

আজ্ঞা শক্রশিখামনি প্রণয়িনী শক্তি স্ত্রিলোকী জয়ে
ভক্তির্ভূতিপতৌ পিনাকিনিপদং লঙ্কেতি দিব্যাপুরী।
সম্ভতি দ্রুহিনোহন্বয়েচ তদহোনেদৃগ্বরোলভ্যতে
স্যাচ্চেদোষ ন রাবণঃ কনুপুনঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বোগুণাঃ। ২৮১।

পয়ার ॥ আজ্ঞা দেয় যদি কারে লঙ্কেশ রাবণ। বাসবের শিখামনি করে আনয়ন ॥ ত্রিলোক জয়েতে শক্তি ভক্তি মহাদেবে। লঙ্কাপুরী পদ তুমি আনায়াশে পাবে ॥ ব্রহ্মার বংশেতে নাহি এইরূপ বর। হইবে তোমার লাভ দেখিবে গোচর ॥ শত্রুপক্ষে শব্দদায়ী না হইত যদি। ইহা তুল্য বর কোথা না করেছে বিধি ॥ এইমাত্র দোষ দেখি আছয়ে ইহার। সকলে সকল গুণ না দেখি কাহার ॥ ২৮১ ॥

স্বয়মাগত্য রাবণঃ।

অর্থাৎ স্বয়ং রাবণ আগমন করিয়া জানকীকে
কহিতেছেন ।। যথা ।।

মুগ্ধে মৈথিলি চন্দ্রসুন্দরমুখি প্রাণপ্রদানৌষধি প্রাণানুক্ষ
মৃগাক্ষি মন্মথনদি প্রাণেশ্বরি ত্রাহি মাং। রামশ্চুম্বতি তে
মুখং সুললিতং বক্ত্রৈক মাত্রেণতৎশ্চুম্বিষ্যামি দশা
ননৈর্বহুবিধং মুঞ্চগ্রহং মানিনি ।। ২৮২ ।।

পয়ার ।। মানময়ী চন্দ্রমুখী বিদেহ নন্দিনী। প্রাণ দানে হও তুমি ঔষধি আপনি ।। মদনের নদী তুমি মম প্রাণেশ্বরী। প্রাণ রক্ষা কর প্রিয়ে জানকী সুন্দরী ।। তব মুখপদ্মে রাম করেছে চুম্বন। এক মুখে তৃপ্ত নাহি হয় কদাচন ।। দশানন দিয়া আমি চুম্বিব রূপসী। বহুবিধ গ্রহত্যাগ করহে রূপসী ।। ২৮২ ।।

অয়িজনক তনুজে তাপসেন ত্বমেবং ননুকিমপি কুমন্ত্র
জ্ঞানিনা শিক্ষিতাসি। নমদমরকিরীটোদ্ঘৃষ্ট পাদার
বৃন্দে প্রণমতি ময়ি তস্মিন্ মর্ত্যকীটেনুরাগঃ ।। ২৮৩ ।।

পয়ার ।। শুনলো জনক সুতা আমার বচন। তোমারে কি এই শিক্ষা দিয়াছে সে জন ।। কুমন্ত্রণা জ্ঞানদাতা তপস্বী চূড়ামনি। পড়ায়েছে ভাল পড়া তোমারে রমণী ।। মর্ত্তকীট রঘুনাথে ত্যজ অনুরাগ। প্রণমিনু পাদপদ্মে কর পরিত্যাগ ।। ২৮৩ ।।

সীতে ত্বং পরিমুঞ্চ মান মধুনা রাজাধরো গৃহ্যতাং
পশ্য ত্বং কনকোজ্জ্বলাং সুনগরীং লঙ্কেশ্বরং জীবয়।
একোনাশ্চ শতৈক রাজমহিষী স্ত্যক্ত্বাচ মন্দোদরীং
সেবার্থং বিনিযুজ্যতেচ সকলং লঙ্কাধিপৈর্জ্জায়তে। ২৮৪।

পয়ার ।। সীতা সতী তুমি মান করহে মোচন । চেয়ে দেখ চন্দ্র মুখী দ্বারেতে রাজন ।। কনকে উজ্জ্বল লঙ্কা রক্ষাকর তুমি । যদি দেও প্রাণদান তবে বাঁচি আমি ।। এক হীন একশত রাজার মহিষী। আর সেই মন্দোদরী ত্যজিনু রূপসী।। তোমার সেবায় যুক্ত করিব সকল । লঙ্কেশের আজ্ঞা কভু নাহবে বিফল ।। ২৮৪ ।।

সীতেপশ্যসি শিরাংসিযানি শিরসা ধত্তে মহেশঃ স্বয়ং
তানি ত্বৎ পদসংস্থিতানি সুভগে কস্মাদবজ্ঞায়তে।
শ্রুত্বে তৎ পরদার লম্পটবচঃসীতাহৃতং রাবণং নির্ম্মা-
ল্যানি শিরাংসিমূঢ় তবধিক্ সীতাবচঃ পাতুলঃ।। ২৮৫ ।।

পয়ার ।। বিদেহ রাজার বালা কর নিরীক্ষণ। মম শির শিব করে মস্তকে ধারণ ।। তাহা তব পাদপদ্মে হৈয়াছে পতন । কিহেতু অবজ্ঞা মোরে করিলে এখন । পরদার লম্পটের এই বাক্য শুনে। কহেন জানকী সতী রাবণের স্থানে।। মস্তক নির্ম্মাল্য সেই ধিক্ মূর্খ তোরে। মম এই বাক্যসব রক্ষা যেন করে।। ২৮৫ ।।

কারৌকসিত্বমুষিতশ্চিরমেব যস্য নির্বাপিতো যুধিসয়ে
ন সহস্রবাহুঃ। তস্যাপি রে পুরভিদাখিলমস্ত্র বেদ
মধ্যাপিতস্য বিজয়ী মম জীবনাথঃ ।। ২৮৬ ।।

পয়ার ।। সমরে সহস্র বাহু জিনিল যে জন। যার কারাগারে তুমি আছিলে বন্ধন ।। শুন ওরে মূর্খ মূঢ় রাক্ষস রাজন। অস্ত্রবেদ মন্ত্র সেই করে অধ্যয়ন ।। বিশ্বজয়ী সেই জন কহি তব সাত । তাহাকে বিজয় কৈল মম প্রাণনাথ ।। ২৮৬ ।।

অপতৎ দশমৌলির্জানকী পাদপদ্মে করধৃত পদযুগ্মে
নাস্যমালোক্য ঊচে। সুরপতিরপিপাদে চাপতদ্ভীতি

যোগান্নভবতি তবতুষ্টিৰ্ব্ৰহি কিম্বা করোমি ॥ ২৮৭ ॥

পয়ার ॥ জানকীর পাদপদ্মে পড়ে দশানন। পায়ে ধরে কহে কথা দেখিয়া বদন ॥ চরণ কমলে ভয়ে আছে সুরপতি। তথাপি তোমার তুষ্টি না হয় যুবতী ॥ কহ কহ সীতা সতী কি কহিবে তুমি। আজ্ঞা দেও ও রূপসী কি করিব আমি ॥ ২৮৭ ॥

ইত্থং নিশম্য মধুরং নৃপমাহি বাক্যং নম্রাননা শপথি কোপবতীচ সীতা। শ্রীরামবাণ হতরাবণ মস্তকেষু গৃধ্রাঃ পদংদধতি চেন্মমতুষ্টি যোগঃ ॥ ২৮৮ ॥

পয়ার ॥ এরূপ মধুর বাক্য করিয়া শ্রবণ। শপথি করিল সীতা নমিত বদন ॥ কোপেতে কুপিতা হৈয়া বিদেহ নন্দিনী। লঙ্কাধিপে এই বাক্য কহিলা আপনি ॥ শ্রীরামের বাণে হত হৈয়া লঙ্কেশ্বর। যে দিন পড়িবে তুমি ধরার উপর ॥ তব মুণ্ডে গৃধ্রগণ বসিবে যখন। মানসেতে মমতুষ্টি হইবে তখন ॥ ২৮৮ ॥

যদন্তরং বায়স বৈনতেয়য়োর্যদন্তরং সিংহ শৃগালয়োর্বনে। খদ্যোত মার্ত্তণ্ডকয়োর্যদন্তরং তদন্তরং ত্বেষু রঘুনন্দনস্য ॥ ২৮৮ ॥

পয়ার ॥ বায়স বিনতা সুতে বিভিন্ন যেমন। অরণ্যে শৃগাল সিংহে আছয়ে তেমন ॥ জোনাকে মিহিরে হয় যদ্রূপ বিভেদ। তোমাতে রামেতে আছে সেই রূপ ভেদ ॥ ২৮৯ ॥

সীতেত্বং ননুকম্পিতা মমভয়ে নাদ্যেন নাস্তেনত দ্রামং দ্রক্ষ্যসি নষ্টরূপ মচিরা দাকার পূর্ব্বংবদ। মানেনৈব তনুক্ষয়ং ননুগতা সত্যং বচো ব্যাধিনা৹শ্রুত্বা রাবণ সীতয়োরিতিবচো হাস্যং হনূমান্ যযৌ ॥ ২৯০ ॥

পয়ার ॥ মম ভয়ে সীতা তুমি আছ কম্পমান। আদ্য অন্তে নহে তাহা লঙ্কেশ অজ্ঞান ॥ ত্বরায় দেখিবে তুমি হত রঘুনাথ। তাহা নয় উপবন হইবে আঘাত ॥ অভিমানে তনু ক্ষয় করিলে স্বন্দরী। ব্যাধি সম বাক্য তোর তাহে আমি মরি ॥ উভয়ের এই কথা শুনে হনূমান্। পরেতে হাসিল সেই পবন সন্তান ॥ ২৯০ ॥

সীতায়া প্রতিক্ষিপ্তে রাবণেচলিতে ত্রিজটা সীতয়োঃ রহস্যং।

অর্থাৎ সীতাকর্ত্তৃক রাবণ তিরস্কৃত হইয়া গমন করিলে ত্রিজটা জানকী রহস্য করিতেছেন ॥ যথা ॥

সীতা। অর্থাৎ সীতা কহিতেছেন ॥ যথা ॥

পৃচ্ছামি ত্রিজটে স্বখেন ভবতীং কস্মাদয়ং রাবণো। নীতিজ্ঞো নৃপশেখরো হরতি মা মন্যাঙ্গনাং কাননাং ॥ ২৯১ ॥

পয়ার ॥ স্বখেতে ত্রিজটা তোরে করিগো জিজ্ঞাসা। মনাসনে না কহিয় তুমি মিথ্যা ভাষা ॥ কিহেতু নীতিজ্ঞ এই নৃপতি রাবণ। কানন হইতে মোরে করিল হরণ ॥ ২৯১ ॥

সীতেমন্মথ পুষ্পশায়ক হতে কালামনীতেঃ কথা। যাবৎ কামশরাহতো ন পুরুষস্তাবদ্বিশিষ্টায়তে ॥ ২৯২ ॥

পয়ার ॥ মদনের বাণেহত যেই জনহয়। নীতি কথা কভু তাহে না থাকে নিশ্চয় ॥ যাবৎ পুরুষ থাকে কামশরে হত। তাবৎ না হয় সেই শিষ্ট অভিমত ॥ ২৯২ ॥

অপচি। অর্থাৎ আর বলি।

বজ্রং জীর্য্যতি বজ্রিনো হপিচ হরেশ্চক্রঞ্চ বক্রংতথা দণ্ডঃ খণ্ড শতং যমস্য দলিতঃ পাশোহভবৎ পাশিনঃ।

লঙ্কেশোরশিতত্রমন্মথ শরো মগ্নো ন ভগ্নস্ততঃ কঃসাখী
সখিযস্য পুষ্পমভবৎ পুষ্পায়ুধস্যায়ুধং ॥ ২৯৩ ॥

পয়ার ॥ বাসবের বজ্র জীর্ণ হৈয়াছে যাহাতে। হরি চক্র চূর্ণ হয় পড়িয়া তাহাতে ॥ যমদণ্ড শতখণ্ড তাহাতে নির্জ্জাস। দলিত হইল তাহে বরুণের পাশ ॥ রাবণের হৃদিপরে মদনের বাণ। মগ্ন হৈল সমুদয় নহে শতখান ॥ সেই হেতু সখী আমি জিজ্ঞাসি তোমায়। কোন বৃক্ষে পুষ্পবাণ মদনের হয় ॥ ২৯৩ ॥

অথ সীতা দর্শনে হনূমান।

অর্থাৎ সীতাকে দেখিয়া হনূমান্ কহিতেছেন ॥ যথা ॥
কাত্বং পদ্মপলাশাক্ষি পীতকৌশেয় বাসিনী। দ্রুমস্য
শাখামালম্ব্য তিষ্ঠসি ত্বমনিন্দিতে ॥ ২৯৪ ॥

পয়ার ॥ পদ্মের পলাশ তুল্য তব দ্বিনয়ন। পীতবর্ণ বাসে কটি আছে আচ্ছাদন ॥ বৃক্ষশাখা অবলম্বে তিষ্ঠে হেথা রও। আনন্দিতা তুমি দেবী পরিচয় দেও ॥ ২৯৪ ॥

কিমর্থং তবনেত্রাভ্যাং বারিস্রবতি শোকজং। পুণ্ডরীক
পলাশাভ্যাং বিপ্রকীর্ণ মিবোদকং ॥ ২৯৫ ॥

পয়ার ॥ নয়ন হইতে তব ধারা কেন বয়। শোকজ সলিল মম অনুমান হয় ॥ পদ্মপত্র হৈতে বারি পড়য়ে যেমন। যুগল নয়নে ধারা বহিছে তেমন ॥ ২৯৫ ॥

ততঃ সীতা।

অর্থাৎ তদনন্তর জানকী কহিতেছেন। যথা।
দুহিতা জনকস্যাহং বিদেহস্য মহাত্মনঃ। সীতেতি
নাম তস্যাহং ভার্য্যা রামস্য ধীমতঃ ॥ ২৯৬ ॥

পয়ার ।। জনকের কন্যা আমি কহিনু তোমায়। মহাত্মা বিদেহ রাজা জানিহ নিশ্চয়।। শ্রীরামের নারী আমি সীতা মম নাম। ধীমান সে দয়াময় দূর্ব্বাদল শ্যাম ।। ২৯৬ ।।

কিংপ্রভাবো রাম ইতি প্রশ্নে।

রক্ষিতা রঘুবংশস্য জনকাদ্যা চ রক্ষিতা। রক্ষিতা জীব লোকস্য ধর্ম্মস্য চ পরন্তপঃ ।। ২৯৭ ।।

পয়ার ।। রঘুবংশ রক্ষাকর্ত্তা রঘুর নন্দন। আর রক্ষা করিলেন জনক রাজন।। লোকধর্ম্ম জীবরক্ষা করেন শ্রীরাম। সূর্য্যবংশে আছে তাঁর পরন্তপ নাম ।। ২৯৭ ।।

ধনুর্ব্বেদেচ বেদেচ বেদাঙ্গেষু চ নিষ্ঠিতঃ। বিপুলাংশো মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবো মহাবলাঃ ।। ২৯৮ ।।

পয়ার ।। ধনুর্ব্বেদ বেদ শাস্ত্র বেদাঙ্গ অপর। ইহাতে পণ্ডিত সেই প্রভু রঘুবর ।। বিপুলাংশ মহাবাহু রাম দয়াময়। কম্বুতুল্য গ্রীবাদেশ মহৎ হৃদয় ।। ২৯৮ ।।

অথ হনূমান্ মুদ্রাং দর্শয়তি।

অর্থাৎ তদনন্তর হনূমান্ জানকীকে মুদ্রা দেখাইতেছেন যথা।

সুবর্ণস্য সুবর্ণস্য সুবর্ণস্য বরাননে। প্রেষিতং রাম ভদ্রেণ সুবর্ণস্যাঙ্গুরীয়কং ।। ২৯৯ ।।

পয়ার ।। আসিরতি সমসখ্যা সোণার অঙ্গুরী। রামনামে চিহ্ন ইহা আছয়ে সুন্দরী ।। তব সন্নিধানে রাম করিলা প্রেরণ। সুন্দর অঙ্গুরী সীতা কর নিরীক্ষণ ।। ২৯৯ ।।

সীতা হনূমতোরুক্তী প্রত্যুক্তী।

মাতর্জানকি কো ভবান্ বনমৃগঃ কেনাত্র সংপ্রেষিত

স্তুন্দৌত্যেন রঘূত্তমেন কিমিদং হস্তেস্থিতং মুদ্রিকা।
দত্তাতেনতদৈবতাং নিজকরে নাদায়-চালিঙ্গ্যচ প্রেম্না
স্রুনিসসর্জ্জসম্যগুস্তু, দগাত্রেষু রোমোদ্গমঃ ॥ ৩০০ ॥

পয়ার ॥ কোথা মা জানকী সতী হনূমান কয়। তুমি কেহে কোথা হৈতে দেহ পরিচয় ॥ বনমৃগ আমি হই পবন নন্দন। কাহাকর্ত্তৃ- তুমি হেথা হৈয়াছ প্রেরণ॥ হনূমান বলে মাগো দৌত্যের কারণ। এথানে পাঠালে মোরে কমললোচন॥ তোমার করেতে একি কহ ত্বরাকরি। পবন তনয় কহে সোণার অঙ্গুরী ॥ শ্রীরামের দত্তামুদ্রা লৈয়া নিজ করে। আলিঙ্গন কৈল সীতা তাহার উপরে ॥ সেইক্ষণে প্রেমধারা দুনয়নে বয়। লোমাঞ্চ হইল পরে জানকীর কায় ॥ ৩০০ ॥

অথ সীতামোহঃ। অর্থাৎ জানকীর মোহঃ।

অত্রাঙ্গুরীয়কমনৌ প্রতিবিম্বমাসী দ্রামস্যসাদর মতীব
বিলোকয়ন্তী। মদ্রূপএব কিমহ ভূন্মমচিন্তয়েতি মীমাং
সয়া জনকরাজসুতা মুমোহ ॥ ৩০১ ॥

পয়ার ॥ শ্রীরামের প্রতিবিম্ব আছিল মুদ্রায়। সাদর করিয়া তাহা দেখেছি সদায় ॥ মম রূপ অঙ্গুরীতে একি হৈল দায়। এই রূপ চিন্তাকরি সীতা মোহ যায় ॥ ৩০১ ॥

অথ হনূমান্।

অর্থাৎ অনন্তর হনূমান্ কহিতেছেন যথা।

অনুদিন মনুশৈলং ত্বামনালোচ্য সীতাং প্রতিদিন মনু
দীনংবীক্ষ্যরামং বিরামং। গিরিরশনিমগ্নৌহসৌ ব ভূদান
দ্বিধাভূৎ ক্ষিতিরপি ন বিদীর্ণা সাপিসর্ব্বং সহেব। ৩০৩

পয়ার ॥ প্রতিদিন প্রতিশৈলে না দেখে তোমায়। দিন দিন তনুক্ষীণ হৈল দয়াময় ॥ এরূপ রামের দশা দেখিয়া মলয়। অদ্যাপি হৃদয় তার দ্বিভাগ না হয়। পৃথিবী বিদীর্ণ নাহি হইল এখন। সর্ব্বসহা সেই জন্য করয়ে সহন ॥ ৩০৩ ॥

সমুদ্র স্তরণে ভবকীদৃগ্ ব্যবহারায় ইতিপ্রশ্নে হনূমান্।

অর্থাৎ তুমি কিরূপ ব্যবহার দ্বারায় সমুদ্র তরণ হইলে।

জানকী এই প্রশ্ন করিলে হনুমান্ কহিতেছেন যথা।

তবপ্রসাদাৎ পবন প্রসাদাত্তবৈব ভর্ত্তুশ্চরণ প্রসাদাৎ।
ত্রিভিঃ প্রসাদৈ রনুকূলিতোহহং ব্যাহলজ্ঞ য়ং
গোষ্পদবৎ সমুদ্রং ॥ ৩০৪ ॥

পয়ার ॥ তোমার প্রসাদে আর বায়ুর দয়ায়। রামের চরণ কৃপা আছিল আমায় ॥ তিনের প্রসাদে আমি পবন নন্দন। গোষ্পদের তুল্য সিন্ধু করিনু লঙ্ঘন ॥ ৩০৪ ॥

পুনশ্চেতন মাসাদ্য।

অর্থাৎ জানকী পুনরায় চেতনা পাইয়া কহিতেছেন যথা।

চন্দ্রো যত্র দিনেশ দীধিতি সমস্তোয়ং স্ফুলিঙ্গায়তে
কর্পূরং কুলিশোপমং শশিকলাঃ সংত্রাসমাতন্বতে।
বায়ুর্ব্বাড়ব বহ্নি বন্মলয়জং দাবাগ্নিবৎ সাম্প্রতং
সন্দেশং নয় রাম সন্নিধি মিতো যাত্রা দ্রুতং
কারয় ॥ ৩০৫ ॥

পয়ার ॥ সূর্য্যসম সুধাকর যেখানে উদয়। অগ্নি কণা তুল্য তব সেই স্থানে হয় ॥ কর্পূর কুলিশোপম হৈয়াছে প্রবল। ত্রাসযুক্ত শশিকলা গগন মণ্ডল ॥ বাড়ব বহ্নির সম বায়ুরাচরণ ॥ দাবানল

তুলা হেথা হৈয়াছে চন্দন ॥ এরূপ সম্বাদ লৈয়া শ্রীরামের স্থান। হেথা হৈতে যাত্রা তুমি কর হনূমান ॥ ৩০৫ ॥

সন্দেশঃ।

শ্রীমদ্রাম পদারবিন্দ যুগলে দাতব্য মেক ফলং, সৈন্যেভ্যো যুগলে ফলে কপ্রিচয়া যাত্যন্ত রম্যং ফলং। একঞ্চাপি ফলং ততস্তদনুজে দেয়ং শুভাশীঃ শতং, পশ্চাৎ সৈন্য নিরাকুলং প্রকৃতিনা ভোক্তব্য মেকং ফলং ॥ ৩০৭ ॥

পয়ার ॥ রামের চরণে তুমি দিও এক ফল। সেনাগণে দিও হনু তাহার যুগল ॥ রমনীয় একফল স্থগ্রীবের স্থানে। আর এক ফল দিও অনুজ লক্ষ্মণে ॥ সকল কহিনু আমি তোমা বিদ্যমান। পারে একফল তুমি খাবে হনূমান্ ॥ ৩০৭ ॥

ততো হনূমান্।

অর্থাৎ তদনন্তর হনূমান কহিতেছেন। যথা।

সিন্দূর মিন্দুমুখি রাম শিলীমুখানাং, কিং দুর্গমং কুল ভিদাং হরিযূথপানাং। দৈবং প্রসন্নমিব দেবি তবাদ্য সত্যং, রক্ষাংসিকানি কুপিতস্য চ লক্ষ্মণস্য ॥ ৩০৭ ।

পয়ার ॥ সিন্দুরের বিন্দু তবমুখে চন্দ্রমুখী। রামের বাণেতে দুর্গ কভু নাহি দেখি ॥ কুলভিদ কপিগণ দুরন্ত বিষম। কোথায় নাহিক আছে তাদের দুর্গম ॥ প্রসন্ন হইল দেবী তব দৈববল। সত্য এই বাক্য সীতা জানিবে সকল ॥ লক্ষ্মণ কুপিত অতি কহি তব ঠাঁই। তাহার অগ্রেতে আর কার রক্ষা নাই ॥ ৩০৮ ॥

সীতা সম্ভাষণান্তে পবনসুতবরো হরণ্য নিভংক্তু কামো, ব্যাজেনাপিদ্বিজো হভুদ্দশন বিগলিতশ্চ ক্ষুধীরক্তবর্ণে। শ্বেতো মুণ্ডোহপি ভূত্বা গতবন নিকটো ভাষতে মন্দ-মন্দং, ভ্রাতির্যুষ্মৎ প্রসাদাৎ পতদমৃত ফলং কিঞ্চিদভ্য-র্থয়ামি ॥ ৩০৮ ॥

পয়ার ॥ সীতার সম্ভাষ বাক্য করি সমাপন। বনভঙ্গ ইচ্ছা কৈল পবন নন্দন ॥ ছলক্রমে দ্বিজরূপ করিয়া ধারণ। দন্তহীন দুইচক্ষু রক্তিমা বরণ ॥ শ্বেতবর্ণ মুণ্ডমাথা বায়ুর তনয়। বনের নিকটে গিয়া মৃদুভাষে কয় ॥ তোদের প্রসাদে ভাই পতিতামৃত ফল। কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করি রক্ষক সকল ॥ ৩০৮ ॥

রাবণং প্রতি উদ্যানপালঃ।

অর্থাৎ রাবণের প্রতি বনরক্ষকেরা কহিতেছে। যথা।

যত্রারণ্যে বহতি সততং মারুতো মন্দমন্দং, সূর্য্যো যত্র ত্রসতি তপিতুং তোয়দাস্তোয়দানে। ভগ্নাভগ্নং কুটতি সহসা প্রাচীরং বিশ্বকর্ম্মা, তত্তেহরণ্যং ক্ষণিক মধুনা বানরৈঃকেন ভগ্নং ॥ ৩০৯ ॥

পয়ার ॥ নিরন্তর যে অরণ্যে মন্দবায়ু বয়। তপন যাহাতে তাপে ত্রাসযুক্ত হয় ॥ যে কাননে জল দিতে জলদেরগণ। সদা সশঙ্কিত থাকে শুনহে রাজন ॥ প্রাচীর ভাঙ্গয়ে যদি হয় দৃশ্যমান। বিশ্বকর্ম্মা করে তাহা সহসা নির্ম্মাণ ॥ এরূপ অরণ্য তব আছিল রাবণ। সম্প্রতি বানরে তাহা করিল ভঞ্জন ॥ ৩০৯ ॥

দেবাকর্ণয় কঙ্কণেন কপিনা কেনাপি কেলীবনে, খেলদ্বালধি চালিতা বিটপিনঃসাটোপমুৎপাটিতাঃ। তত্রা-

ন্যেবনপালকাঃ সরভসং সর্ব্বেঽপি নির্ব্বারিতা, স্তদ্বার্ত্তা
কথনায় কেবল মহং দৈবেন সংরক্ষিতঃ॥ ৩১০ ॥

পয়ার॥ মমবাক্য মহারাজ করহে শ্রবণ। কেলীবনে বৃক্ষকপি
কৈল উৎপাটন॥ সে অরণ্য অন্য সব অরণ্য রক্ষক। উদ্যান
ছাড়িয়া হৈল কালের পালক॥ এই বার্ত্তা দিতে রাজা তব সন্নি
ধানে। কেবল একাকী আমি বেঁচে আছি প্রাণে॥ ৩১০ ॥

ইতিশ্রুত্বা প্রহিস্তেন রক্ষঃসৈন্যেন সমং যুদ্ধং কুর্ব্বতি হনূ
মতি তত্বৃত্তান্ত মাসাদ্য রাবণ চেষ্টা॥

হন্তীতি জ্বলিতঃ ক্রুধাকপিরিতি ব্রীড়া নমৎ কন্ধরো
হেলোল্লঙ্ঘিত বাহিনীপতিরিতি শ্লাঘাচলৎ কুণ্ডলঃ।
রামস্যায় মিভীষয়া কলুষিতো লঙ্কা মুপেতোস্তটং,
বিক্রামত্য নিলাত্মজে দশমুখঃ কাং কাং দশাং
নোগতঃ॥ ৩১১ ॥

পয়ার॥ মরেছে মরেছে শুনি জ্বলিত রাবণ। কপি নাম শুনে
কৈল নমিত বদন॥ হেলায় লঙ্ঘিল কপি সাগরের জল। ইহা শুনি
রাবণের চঞ্চল কুণ্ডল॥ পরেতে জানিল সেটা শ্রীরামের দূত।
রাগেতে রাবণ রাজা হয় জড়ীভূত॥ লঙ্কাপুরী পেলে যদি পবন
নন্দন। কোন কোন দশাগত না হৈল রাবণ॥ ৩১১ ॥

অত্রান্তরে সীতাহনূমতো রহস্যে ত্রিজটা কথিতে রাবণঃ।
মুদ্রামর্কটকেন রাম কটাকদাগত্য দত্তাকরে, সীতায়া ইতি
সম্ভ্রমা ত্রিজটয়া প্রোক্তেঽথ লঙ্কেশ্বরঃ। কিং কিং কিং
কিমিতি ব্রুবদ্ভিরনিসং সিংহাসনাদুত্থিতৈঃ, রক্ষো মুখ্য
মুতত্তমেবহি কপিং ধর্ত্তুং নিযুক্তীকৃতঃ॥ ৩১২ ॥

পয়ার।। রামের কটক হৈতে এক কপিবর। আগমন কৈল হেথা শুন লঙ্কেশ্বর। জানকীর করে মুদ্রা করিল প্রদান।। সম্ভ্রমে ত্রিজটা কয় রাবণের স্থান।। কি কহিলে কি কহিলে কহে মন্ত্রি দল। সিংহাসন হৈতে পরে উঠিল সকল।। রাবণের শ্রেষ্ঠসুত অক্ষয় নন্দন। বানর ধরিতে তারে করিল প্রেরণ।। ৩১২।।

অথ রাবণাজ্ঞয়া চলত্যক্ষকুমারে পারিপার্শ্বিক বাক্য।

অর্থাৎ রাবণের আজ্ঞায় অক্ষয় কুমার গমন করিতেছে তাহাকে পারিষদগণে কহিতেছে যথা।

প্রাকার তোরণময়ীং পুরমপ্য লঙ্ঘ্যাং, লঙ্কাময়ং বিশতি কোঽপি কপি প্রবীরঃ। তৎ সংমুখং প্রচলিতঃ স্বয়মক্ষ নামা, মনুেষ রাক্ষসপতেঃ কুপিত কুমারং।। ৩১৩।।

পয়ার।। প্রাচীর তোরণময়ী এই লঙ্কাপুরী। লঙ্ঘিয়া প্রবেশ কৈল কোন এক হরি।। তাহার সমুখে স্বয়ং করিল গমন। অক্ষয় নামক সেই নৃপতি নন্দন।। ৩১৩।।

অথাক্ষপতিতে রাবণাজ্ঞয়া গচ্ছতি শক্রজিতি পারি পার্শ্বিক বাক্যং।।

অর্থাৎ অক্ষয়কুমার পতন হইলে রাবণের আজ্ঞায় শক্রজিত গমন করিছে। তাহাকে পারিষদগণে কহিতেছে যথা।

হত্বা কথঞ্চিদধিরাজ কুমারমক্ষং, রে বানরা তিষ্ঠ২ত্র কুত্র পলায়িতোসি। ত্বাং হন্তু মিচ্ছতি দশানন শাসনেন, দর্পোদ্ধুতো ধৃত ধনুর্নন্নু মেঘনাদঃ।। ৩১৪।।

পয়ার।। কিরূপে মারিয়া সেই অক্ষয় তনয়। অপকারি কপি

তুই পলালি কোথায় ॥ রাবণ শাসনে তোরে করিতে বিনাশ।
ধনু ধরি মেঘনাদ হইল প্রকাশ ॥ ৩১৪ ॥

রামাদ্যাগমনং নিবেদ্য সুচিরা দাশ্বাস্য সীতাং তত,
স্তৎ সীমন্তমনিং তদা রঘুপতেঃ প্রত্যায় মন্নাদদে।
ভঙ্ক্ত্বাশোকবনং নিহত্য সহস্রাচাক্ষাদিকান্ রাক্ষসান্,
দৃষ্টুং রাবণ মাত্মবন্ধবিষয়ে সৌম্যোভবম্মারুতিঃ। ৩১৫।

পয়ার ॥ আশ্বাসিয়া জানকীকে পবন নন্দন। নিবেদন কৈল পরে রামের আগমন ॥ প্রভুর প্রত্যয় হেতু বায়ুর নন্দন। সীতার সীমন্ত মনি করিল গ্রহন ॥ ভাঙ্গিয়া অশোক বন মারি নিশাচর। রাবণে দেখিতে হনূ চিন্তিল তৎপর ॥ মনেং বিবেচনা কৈল অনুমান। আপনার বন্ধে সৌম্য হৈল হনূমান ॥ ৩১৫ ॥

অথ হনূমন্তং প্রাহ রাবণঃ।

অর্থাৎ হনূমানকে রাবণ কহিতেছেন যথা।

রেরে দূত কপে কিমেব চরিতং বারাংনিধিং দুস্তরং,
লঙ্ঘিত্বা জলজন্তুভিঃপরিবৃতং ভীমং তরঙ্গোৎকরৈঃ।
আয়াতোহসি বিনা রথং কথমিহ প্রস্থাপিতঃ কেনবা,
ব্রূহিত্বং নহিবধ'এব মত্তয়ঃ কি নাম ধেয়োভবান্। ৩১৬।

পয়ার ॥ ওরেদূত একি দেখি তব ব্যবহার। জলজন্তু পরিপূর্ণ তরঙ্গে দুস্তার ॥ কেমনে এরূপ সিন্ধু করিয়া লঙ্ঘন। রথবিনা হেথা তুমি কৈলে আগমন ॥ কে পাঠালে হেথা তোরে কপি দুরাশয়। মমবধ্য নহ দূত নাহি তব ভয় ॥ জিজ্ঞাসা করিয়ে আমি কোথা তব ধাম। কাহার নন্দন তুমি কিবা তব নাম ॥ ৩১৬ ॥

অথ হনূমন্তং রাবণঃ।

অর্থাৎ তদনন্তর হনুমান কহিতেছেন যথা।

শ্রীরামেণ স লক্ষ্মণেন জয়িনা শ্রীচিত্রকূটেস্থিতঃ, সীতা-
ন্বেষণ কার্য্যসাধন বিধৌ প্রস্থাপিতো যত্নতঃ। লঙ্কা
চৈব বরং চিরাৎ পুরভিদঃ সর্ব্বত্রগামীহ্যহং, বিদ্ধি ত্বং
পবনাত্মজো দশমুখ শ্রীমান্ হনূমানহং ॥ ৩১৭ ॥

লক্ষ্মণ সহিত জয়ী রাম রঘুপতি। চিত্রকূট গিরিপরে করেন বসতি ॥ যত্নেতে বিজয়ী রাম তব সন্নিধানে। পাঠালেন মোরে প্রভু সীতা অন্বেষণে ॥ চিরকাল পরে বরলাভ মম হয়। পুরী-ভেদ করি তাহে সর্ব্বত্র বিজয় ॥ শুন রাজা কহি তবে তব সন্নিধান। পবন নন্দন আমি বীর হনূমান্ ॥ ৩১৭ ॥

অপিচ। অর্থাৎ আর বলি।

হত্বা বালি মহাবলং কপিচমূ মাশ্বাস্য স্বগ্রীবকং,
রাজানং কৃতিনং সদা বিজয়িনং সখ্যাঃ সদা নন্দিনং।
কৃত্বাচৈব বিশেষ দৈবনিবহাখ্যানস্য চিন্তান্বিতঃ,
শ্রীরামোজনকাত্মজা হরণতঃকালোপমোরাজতে। ৩১৮।

পয়ার ॥ মহাবলি বালিরাজে করিয়া নিধন। কপিগণে আশ্বাসিয়া কমললোচন ॥ সখার আনন্দ কর স্বগ্রীব দুর্জয়। রাজ্যেশ্বর কৈল তারে প্রভু দয়াময় ॥ বিশেষ বিধেয় দৈব বিরহে বাধিত তাহার কথনে প্রভু আছেন চিন্তিত ॥ সীতার হরণে সেই রাম রঘুরাজ। কালসম হৈয়া নাথ করেন বিরাজ ॥ ৩১৮ ॥

রাবণ হনূমাতোরুক্তি প্রত্যুক্তী।

অর্থাৎ রাবণ হনূমানে কথোপকথন যথা।

রেরে বানর কো ভবানহমরে ত্বৎ সূনুহন্তাহবে, দূতো

হংখরথগুনস্য জগতাং কোদণ্ডদীক্ষা গুরোঃ। যদ্দোর্দণ্ড কঠোর তাড়নবিধৌ কোহসৌ ত্রিকূটাচলঃ, কোমেরুঃ ক চরাবনৌঘগণনা কোটিস্তু কীটায়তে॥৩১৯।

পয়ার॥ শুনরে বানরা ওরে তুই কোনজন। তব সুতহন্তা আমি পবন নন্দন॥ জগতে কোদণ্ড দীক্ষা গুরু রঘুবর। বায়ুর তনয় আমি তাঁহার কিঙ্কর॥ যার বাহুবলে লঙ্কা না হয় অচল। সুমেরু পর্বত তাহে নাহি পায় স্থল॥ রাবণ সমূহ গণ কোথা পড়ে রয়। কোটি লঙ্কাপতি তথা কীট তুল্য হয়॥৩১৯॥

রাবণং প্রতি হনূমান।

অর্থাৎ রাবণের প্রতি হনূমান কহিতেছে। যথা।

একোহহং পবনাত্মজো দশমুখ স্ত্বঞ্চাপি কোটীশ্বর, স্ত্বং জিত্বা সমরেপ্রভোঃপ্রণয়িনীং সীতাঞ্চনেতুংক্ষমঃ। কিন্তু প্রৌঢি তয়া পুরা ভগবতা রামেণ সুগ্রীবতো, দত্বা দক্ষিণ পাণিনা বসুমতীংত্বাং হস্তমুক্তংবচঃ॥ ৩২০॥

পয়ার॥ হেথায় একাকী আমি পবন নন্দন। কোটীশ্বর তুমি রাজা লঙ্কেশ রাবণ॥ সমরে তোমারে জিনে শ্রীরামের সীতা। লয়ে যেতে পারি আছে এরূপ যোগ্যতা॥ কিন্তু রাম পূর্বকালে সুগ্রীবের স্থান। দক্ষিণ করেতে কৈল বসুমতী দান॥ সেই কালে ধরাধরে কমললোচন। স্বহস্তে স্বীকার কৈল তোমার নিধন॥৩২০॥

রেরে রাবণ রাক্ষসাধম পাপোমূর্খোসি মূঢ়াধম, গর্বং বর্বর মুঞ্চ মুঞ্চ ঝটিতি প্রীত্যাহিতং ব্রূমহে। মূর্দ্ধা সেবয় রামচন্দ্র চরণৌ দত্বা পুরোজানকীং, তস্মাত্রাজ্য

সকণ্টকং কুরু চিরং পুত্রেণ পৌত্রেণ বা ॥ ৩২১ ॥

পয়ার ॥ শোন্ তুই মূর্খ মূঢ় রাক্ষস রাজন। ওরে পশু খর্ব্ব গর্ব্ব কর নিবারণ ॥ শোন্ তবে তোরে কই প্রিয় হিতকথা। রামের চরণ সেবা করিবি সর্ব্বথা ॥ শ্রীরামের অগ্রে কর জানকী প্রদান। অকণ্টকে রাজ্য তোর হইবে বিধান ॥ পুত্রের সহিত আর স্বপৌত্র সহিত। সুখেতে করিবি রাজ্য কহিনু বিহিত ॥ ৩২১ ॥

আত্মানং পরিরক্ষিতুং যদি ভবান্ পুত্রঞ্চ পৌত্রাদিকং,
ভ্রাতুর্ব্বর্গ কুটুম্বকং পরিজনং চান্যস্তথা সৈনিকং।
রাজ্যঞ্চাপি মহোন্নিতং দশশিরঃ কাঙ্ক্ষত্যতঃ স্বেচ্ছয়া
শ্রীরামায় মহাত্মনে বিজয়িনে তদ্দীয়তাং মৈথিলীং। ৩২২।

পয়ার ॥ আত্মারক্ষা কর যদি লঙ্কেশ রাবণ। ভাই বন্ধু দারা সুত পৌত্র পরিজন ॥ রাজ্য সেনা রাজ্যরক্ষা বাঞ্ছা যদি হয়। আর দশমুণ্ড যদি রাখিবে নিশ্চয় ॥ কহি তবে মহারাজ তব সন্নিধান। স্বেচ্ছায় শ্রীরামে কর জানকী প্রদান ॥ ৩২২ ॥

যাবদ্দাশরথে র্নপশ্যসি মুখং যাবন্ন বারাংনিধি, র্বদ্ধো
যাবদিয়ঞ্চ বানরচমূক্রান্তা ন লঙ্কাপুরী। যাবৎ সোদর
বন্ধু পুত্র সুহৃদাং মৃত্যুং ন চালোকসে, তাবদ্রাবণ
লোকনাথ দয়িতা সীতা স্বয়ং দীয়তাং ॥ ৩২৩ ॥

পয়ার ॥ যাবৎ না দেখ তুমি রামের বদন। যাবৎ না হয় রাজা সাগর বন্ধন ॥ যাবৎ বানরে লঙ্কা না করে আক্রমণ। যাবৎ না দেখ তব পুত্রাদি মরণ ॥ তাবৎ রাবণ তুমি শ্রীরামের নারী। প্রদান করহে রাজা জানকী সুন্দরী ॥ ৩২৩॥

অথবা কিং বহুনা।

অর্থাৎ আর কি বহুবাক্য তোমাকে কহিব।

তাবল্লঙ্কেশ্বরো রাজা যাবন্নায়াতি রাঘবঃ। আয়াতে
রাঘবে বীরে লঙ্কা লঙ্কেশ্বরঃ কুতঃ॥ ৩২৩॥

পয়ার॥ যাবৎ নাকরে রাম হেথা আগমন। তাবৎ লঙ্কায় রাজা আছহে রাক্ষস॥ দর্পহারি দীননাথ আসিবে যখন। কোথা রবে লঙ্কাপুরী কোথা বা রাবণ॥ ৩২৩॥

অত্রাবসরে ক্রুদ্ধে রাবণে বিভীষণ বাক্যং।

অর্থাৎ হনূমানের বাক্য দ্বারায় রাগান্ধ রাবণকে
বিভীষণ কহিতেছেন। যথা।

বৈরূপ্য মঙ্গেষু কশাভিপাতো, মৌণ্ড্যং তথা লক্ষণ
সন্নিবেশঃ। এতান্ বধান্ চেদিতি রুক্ষবাদী, শাস্ত্রেষু
দূতস্য বধো ন দৃষ্টঃ॥ ৩২৪॥

পয়ার॥ রুক্ষবাদী হৈল যদি পবন তনয়। এই রূপ বধ তবে উপযুক্ত হয়॥ বেত্রাঘাতে চিহ্ন আর অঙ্গেতে বিরূপ। সমুদায় অলক্ষণ কর এই রূপ॥ মস্তক মুণ্ডন বিধি আছে নিরূপণ। দূত বধ শাস্ত্রে কভু না হয় দর্শন॥ ৩২৪॥

অপচি। অর্থাৎ আর বলি।

কপীনাং কিললাঙ্গুল মিষ্টমেকং বিভূষণং। তদস্য
দীপ্যতা মাশু তেন দগ্ধেন গচ্ছতু॥ ৩২৫॥

পয়ার॥ বানরের পুচ্ছমাত্র আছে বিভূষণ। সেই হেতু কপি পুচ্ছ করহে দাহন॥ দগ্ধ হৈয়া হনূমান যাইবে তথায়। পরামর্শ সিদ্ধ এই কহিনু তোমায়॥ ৩২৫॥

চ্ছেত্তুংতং জনিতোদ্যমঃ ক্ষিতিভুজাং বধ্যোন দূতো
ভবে, দিত্যাকর্ণ্য বিভীষণস্য বচনং ক্রুদ্ধস্তথা রাবণঃ।
বদ্ধ্বাবালধি বল্লবীং বহুবিধৈ র্বাসোভি রাজ্যপ্লুতৈ।
র্দত্ত্বাবহ্নি মদীপয়ন্ননুমতঃ কর্ত্তুংবিরূপং বপুঃ॥ ৩২৬॥

পয়ার॥ হনূর নিধনে ছিল উদ্যত রাবণ। নৃপতির বধ্যদূত নহে কদাচন॥ বিভীষণের এইবাক্য শুনে তদন্তর। ক্রোধানলে জ্বলে রাজা নৃপতি শেখর॥ ঘৃতযুক্ত বহুবিধ করিয়া বসন। তাহাতে করিল তার বালধি বন্ধন॥ বিরূপ করিতে বপু কৈল অনুমতি। জ্বলন্ত অনলে তাহে দিলেক আহুতি॥ ৩২৬॥

রাবণ হনূমতো রুক্তি প্রত্যুক্তী।

অর্থাৎ রাবণ আর হনূমানে কথোপকথন।

অগ্নিঃ প্রজ্জ্বলিতঃ সমাদিশভৃশং বর্ষন্তু ধারাধরা, বাতো
বাতিন বাস্যতি ধ্রুবমমী দেবাস্তবাজ্ঞাবশাঃ। ইত্থং স্ববা
থকোত্তরৈ র্হনূমতো লঙ্কাপতে র্মানসং, দগ্ধং যাদৃশ
মাক্রমেণন তথা দগ্ধাপি লঙ্কাপুরী॥ ৩২৭॥

পয়ার॥ অত্যন্ত জ্বলিল অগ্নি কহে লঙ্কেশ্বর। বর্ষণ হইবে হনূ কহিছে তৎপর॥ অতি বেগে বায়ু বয় কি করি উপায়। পবনের গতি রোধ হইবে নিশ্চয়॥ যে হেতু তোমার বশ আছে দেবগণ। সমতা হইবে বায়ু শুনহে রাজন॥ হনূর এরূপ বাক্যে রাজার হৃদয়। জ্বলন্ত অনলে যেন দগ্ধ হৈয়া যায়॥ যে রূপ দাহন হয় রাবণের মন। সেই রূপ লঙ্কাপুরী হৈতেছে দাহন॥ ৩২৭॥

অত্রাবসরে জনানাং বিতর্কঃ।

অর্থাৎ উভয়ের বাক্যাবসানে রাক্ষসগণে তর্কনা

করিতেছেন। যথা।

অব্ধিঃকিং বড়বানলেন তরণে র্বিম্বেন কিম্বারিযম্মেঘঃ
কিং চপলাঞ্চলেন শশিভৃৎ কিংভাল নেত্রেন বা। কালঃ
কিংক্ষয় বহ্নিনেন্দ্র ধনুষা ধারাধরঃ কিং মহান্, মেরুঃ,
কিং ধ্রুবমণ্ডলেন স কপিঃপুচ্ছেন খেরাজতে। ৩২৮।

পয়ার॥ বাড়বানলেতে সিন্ধু শোভে কি এখন। ভানুর মণ্ডলে কিম্বা বিরাজে গগন॥ নেত্রশিখা লয়ে শিব শোভে কি আপনি। নতুবা বিরাজে বুঝি মেঘে সৌদামিনী॥ কিম্বা কাল ক্ষয়ানলে শোভে শূন্যোপরে। ইন্দ্রের ধনুকে কিম্বা শোভে ধারাধরে॥ মেরু বুঝি দীপ্তি পায় ধ্রুব বিম্বস্থলে। এরূপে বিরাজে কপি গগন মণ্ডলে॥ ৩২৮॥

হনূমান্। অর্থাৎ হনূমান্ কহিতেছে। যথা।

রামাগ্রে নচ লক্ষ্মণস্য পুরতোঃ হৃত্বা শনৈরাগতং, সীতা
নিশ্র পরেপমান হৃদয়া চৌর্য্যেণ নীতা ত্বয়া। প্রত্যক্ষং
তবদুর্মতে বরগৃহৈঃ পূর্ণাজনৈরাবৃতা, স্বর্ণ স্ফাটিক
রত্ন মৌক্তিকময়ী লঙ্কা ময়া দহ্যতে॥ ৩২৯॥

পয়ার॥ রাম লক্ষ্মণের অগ্রে যুদ্ধ নাহি করে। নিঃলজ্জ আনিলি সীতা চৌর্য্যবৃত্তি ধরে॥ উত্তম আলয় পূর্ণ জনাবৃত পুরী। স্বর্ণ মুক্তাময়ী লঙ্কা রত্ন সারি২॥ হেন লঙ্কা ছিল হেথা দুর্ম্মতি রাজন্। তোমার প্রত্যক্ষে আমি করিনু দাহন॥ ৩২৯॥

উল্কামুখানাং ভয়বিহ্বলানাং, জলং জলং ব্যাহরতাং
মুখেভ্যঃ। নির্গত্য বহ্নির্দ্বিগুণ প্রভাবো, দদাহ লঙ্কা
মনিবারিতার্চ্চিঃ॥ ৩৩০॥

পয়ার॥ উল্কামুখ নামে রক্ষ আছিল বিস্তর। জল জল এই বাক্য কহে নিরন্তর॥ কহিতে কহিতে মুখে উঠিল অনল। তাহাতে হইল বহ্নি দ্বিগুণ প্রবল॥ কোন ক্রমে তার শিখা নহে নিবারণ। সেই বহ্নি লঙ্কাপুরী করিল দাহন॥ ৩৩০॥

রাবণঃ। অর্থাৎ রাবণ কহিতেছেন যথা।

শীঘ্রং রক্ষত বাজিবারণ গৃহং শস্যাগৃহং স্ত্রীগৃহং, রত্নাগার ধনালয়ং বলবতা বাতেন দীপ্তোহনলঃ। ধূমব্যাকুল নেত্র বক্ত্র যুবতী বক্ষঃস্থলে তাড়নাৎ, ক্রন্দদ্বালক বৃদ্ধ ভীতি বনিতা হাহারবঃ শ্রূয়তে॥ ৩৩১॥

পয়ার॥ হস্তী অশ্ব গৃহ শীঘ্র করহে রক্ষণ। শয্যালয় নারীগৃহ রত্নের ভবন॥ ধনাদি অগার আর আলয় সকল। প্রবল বায়ুতে হৈল জ্বলন্ত অনল॥ ধূমেতে ব্যাকুল নেত্র বক্ত্র যুবতীর। বক্ষঃস্থল তাড়নেতে না হয় সুস্থির॥ তাহাতে ক্রন্দন করে শিশু বৃদ্ধ গণ। রমণীর হাহারব হৈতেছে শ্রবণ॥ ৩৩১॥

শ্রীলঙ্কামবলোক্য ঘোর দহনৈঃ সংদহ্যমানাং ভৃশং, প্রোবাচেতি বচাংসি সর্ব্ব বদনৈ স্তোয়ার্থি লঙ্কেশ্বরঃ। অগ্রে নীরধি রম্বুধি র্জলনিধিঃ পাথোনিধিঃ সম্ভ্রমাৎ, দম্ভোধি র্জলধিঃ পয়োধি রুদধির্ব্বারাংনিধির্ব্বারিধিঃ। ৩৩২।

পয়ার॥ রত্ন মুক্তাময়ী ছিল কনক নগরী। অতিঘোর দহনেতে দহে সেই পুরী॥ দহনে দহিছে লঙ্কা দেখে লঙ্কেশ্বর। দশমুখে এই বাক্য কহে নিরন্তর॥ অগ্রেতে নীরধি নিধি অম্বুধি সাগর। সম্ভ্রমে জলধি সিন্ধু উদধি অপর॥ পয়োধি বারিধি নিধি রাজা দশানন। পরস্পর এইবাক্য করে উচ্চারণ॥ ৩৩২॥

নিকুম্ভ কুম্ভোদর কুম্ভকর্ণ কুম্ভৈর্ম্মলঙ্কেশ্বর নামধেয়ৈঃ। মন্দো দরী মন্দির পাটলেয়ং পানীয় মাত্রীয় নকৈর্ব্বিনীতাঃ। ৩৩৩।

পয়ার ॥ কুম্ভোদর কুম্ভকর্ণ নিকুম্ভাদি যার। কুম্ভযুক্তা আছে বৃথা নাম মাত্র সার ॥ সলিল আনিতে কেহ নহে বিচক্ষণ। মন্দোদরী গৃহানল নহে নিবারণ ॥ ৩৩৩ ॥

তথাশোকবনে বায়ুস্পুত্রঃ সীতান্তিকে ব্রবীৎ। লঙ্কা দগ্ধা ময়া দেবি বিদায়ো দীয়তামিতি ॥ ৩৩৪ ॥

পয়ার ॥ তদনন্তর হনূমান অশোকের বনে। এইবাক্য গিয়া কয় জানকীর স্থানে ॥ লঙ্কাপুরী দগ্ধ দেবী করিনু আপনি। এক্ষণে বিদায় দেও জনক নন্দিনী ॥ ৩৩৪ ॥

সীতা ধূম শিখাশত্রোঃ কালব্যাল বধূরিব। উদস্যাচ শিরোরত্নং বিজ্ঞানং স্বামিনে দদৌ ॥ ৩৩৫ ॥

পয়ার ॥ শত্রুগণে ধূমশিখা জনকের সুতা। কালব্যাল বধূতুল্য হৈয়াছেন তথা ॥ শিরোরত্নে হইবেক বিশেষ বিজ্ঞান। সেই হেতু করিলেন স্বামিকে প্রদান ॥ ৩৩৫ ॥

মনঃশিলায়াস্তিলকং তথা যে গণ্ডস্থলে পাণিতলেন স্পৃষ্টং। স্মরেত্তি বিজ্ঞান মথোতৃতীয়ং জীবাম্যহং রাঘব মাসমেকং ॥ ৩৩৬ ॥

পয়ার ॥ মনঃশিলা লৈয়া রাম মম গণ্ডস্থলে। তিলক লিখিলা আর মম পাণিতলে ॥ এই কথা শ্রীরামের আছে কি স্মরণ। জিজ্ঞাসা করিহ তুমি পবন নন্দন ॥ আর একমাস আমি রাখিব জীবন। নাথের নিকট তুমি করো নিবেদন ॥ ৩৩৬ ॥

দগ্ধালঙ্কা মশঙ্কং জনক নৃপসুতাং তামনাভাষ্যভূয়ো,

বাহ্বোঃসূনূস্তরস্মী পুনরপি মিলিতো জাম্ববন্মুখ্যযূথৈঃ।
তেভ্যঃসর্ব্বং নিবেদ্য প্রমুদিত হৃদয়ৈস্তৈঃ সমং সংনি-
বৃত্তঃ, স্বগ্রীব প্রেমপাত্রং মধুবন মথ সংসৃজ্য ভোগং
স চক্রে॥ ৩৩৭ ॥

পয়ার॥ শঙ্কাশূন্য হৈয়া লঙ্কা করিয়া দাহন। পুনরায় কৈল হনূ সীতা সম্ভাষণ॥ লংঘিয়া সাগর পরে আনন্দ হৃদয়। মিলিল কটক দলে পবন তনয়॥ সকলে সকল কথা করি নিবেদন। তাদের সহিত হনূ হৈল নিবর্ত্তন॥ স্বগ্রীবের প্রেমপাত্র ছিল মধুবন। ভোগহেতু হনূ তাহে করিল গমন॥ ৩৩৭ ॥

তৈঃপিবস্তিরভিতো মধূচ্চয়ং, বারিতো বিনিহতো
মহদবলৈঃ। রক্ষকো দধিমুখোঽবধারিতঃ সপ্লবঙ্গপতি
সন্নিধিং যযৌ॥ ৩৩৮॥

পয়ার॥ মধুবন রক্ষাহেতু দধিমুখ ছিল। মধুপানে মত্ত সবে তারে নিবারিল॥ বিনিহত হৈয়া পরে রক্ষক স্বজন। স্বগ্রীবের সন্নিধানে করিল গমন॥ ৩৩৮॥

ততঃ প্রবিশতি দধিমুখঃ জয়তি জয়তি দেব স্বগ্রীবং প্রণম্য।
বিন্ধ্যং ভূমিধরং তদন্তর বনং ত্যক্তোক্তু মিচ্ছারুচিং,
তত্রাধিষ্ঠিত দেবতা পরিকরং তৎপ্রীতি দত্তংফলং।
বৈদেহী মতিতো বিচিন্ত্য হরয়ঃ স্বগ্রীব সংপ্রেরণা,
দারোহন্তি বিশন্তিযান্তি দধতি ধ্যায়ন্তি খাদন্তিচ। ৩৩৯।

পয়ার॥ স্বগ্রীবের আজ্ঞাহেতু সব কপিগণ। জানকী চিন্তিয়া কৈল বিন্ধ্য আরোহণ॥ বিন্ধ্যাচল গিরিমধ্যে রমণীয় বন। তাহাতে প্রবেশ কৈল কটকের গণ॥ বনভঙ্গ ইচ্ছাকরি বানর

সকল। তাহাতে হইল রুচি তাদের প্রবল॥ অচলে আছিল কোন দেব অধিষ্ঠান। ভক্তিভাবে কপিগণে করিলেক ধ্যান॥ দেবদত্ত ফল তথা পেয়ে হরিগণ। আনন্দ হৃদয়ে সবে করিল ভোজন। ৩৩৯।

হনূমদাগমন মজানন সুগ্রীবং প্রতি রামঃ।

অর্থাৎ হনূমানের আগমন না জানিয়া রামচন্দ্র সুগ্রীবের প্রতি কহিতেছেন। যথা।

মাসমেকং গতোলঙ্কাং হনূমান্ননিবর্ত্ততে। চিরং দূতেষু কল্যাণং যদি বদ্ধো ন তিষ্ঠতি॥ ৩৪০॥

পয়ার॥ এক মাস হৈল হনূ গেছে লঙ্কাপুরে। অদ্যাপি হেথায় হনূ না আইল ফিরে॥ চিরকাল হয় বটে দূতের কল্যাণ। যদি বদ্ধ নাহি থাকে তথা হনূমান॥ ৩৪০॥

অপিচ। অর্থাৎ আর বলি।

হেসুগ্রীব হনূমতঃ কথমহো বার্ত্তাপি নাসাদ্যতে, দুর্গম্যোজলধিঃ পুরীচ বিষমা তস্মাদিদং কল্যসে। দুষ্টে ধর্ম্মপরাঙমুখে দশমুখৈঃ সার্দ্ধং কিলালাপতো, যাতো বা নহি বা স বায়ুতনয়ং কালানুরূপক্রিয়ং॥ ৩৪১॥

পয়ার॥ শুন ওহে কপিবর সুগ্রীব রাজন। অদ্যাপি হনূর বার্ত্তা না হৈল শ্রবণ॥ দুর্গম জলধি অতি বিষমা সে পুরী। সেই হেতু এই শঙ্কা মনে আমি করি॥ ধর্ম্ম পরাঙমুখ সেই দুষ্ট দশানন। তাহার সহিত হৈয়া হনূরালাপন॥ কথায় কথায় ক্রোধে বুঝি হনূমান। প্রমাদ করেছে তথা হয় অনুমান॥ ৩৪১॥

অথ দধিমুখাদ্ধনূমদাগমনং শ্রুত্বা শ্রীরামং প্রতি সুগ্রীবঃ।

অর্থাৎ দধিমুখ হইতে হনূমানের আগমন শ্রবণ করিয়া

শ্রীরামের প্রতি সুগ্রীব কহিতেছেন। যথা।

অস্ত্যেহস্মাকং মধুবনমিহ ক্ষ্মাভুজাং ম ক্তভোগ্যং তংক্তা

ভুংক্তে পবন তনয় শ্চেদসৌ লব্ধকার্য্যঃ। সত্যং প্রত্যা

গতইব তয়োরিথ মালাপাভাক্তো, স্তত্রায়াতঃ স্মিত

কিলকিলোল্লীত হর্ষো হনূমান্ ॥ ৩৪২ ॥

পয়ার॥ আমাদের মধুবন আছিল হেথায়। নৃপতির ভোগ্য তাহা কহিনু তোমায়॥ ভাঙ্গিয়া ভুঞ্জয়ে তাহা পবন তনয়। লব্ধকার্য্য হৈল হনূ তাহে বোধ হয়॥ সত্য বটে কপিবর হনূরাগ মন। এইরূপ পরস্পর হয় আলাপন॥ ইতোমধ্যে তথা হনূ দিল দরশন। ঈষদ হসিত মুখ পবন নন্দন॥ ৩৪২॥

ততো মরুচ্চুম্বিত চারুকেশরঃ, প্রসন্নতারাধিপ মণ্ডলা

গ্রণীঃ। বিযুক্ত রামাতুর দৃষ্টিবীক্ষিতো, বসন্তকালো

হনূমানিরাগতঃ ॥ ৩৪৩ ॥

পয়ার॥ পবনে চুম্বিল তার সকল শরীর। সুগ্রীবের সেনামধ্যে অগ্রগণ্য বীর॥ বিরহি রামেরে হনূ দিয়া দরশন। বসন্ত কালের সম কৈল আগমন॥ ৩৪৩॥

অথ রাম হনূমতো রুক্তি প্রত্যুক্তী।

অর্থাৎ অনন্তর রাম হনূমানে কথোপকথন। যথা।

হাহামারুত নন্দনাদিশবিভো দৃষ্টা ত্বয়া জানকী, দৃষ্টা

জীবতি জীবতি প্রিয়তমা মাং শোচতে শোচতে।

মদ্বিচ্ছেদ কৃশাকৃশা বদতিকিং হারাম হালক্ষণে, ত্যেবং

তৎপ্রহিতং কিমস্তিসুতরা মন্ত্যেব চূড়ামণিঃ ॥ ৩৪৪ ॥

পয়ার॥ হায়হায় কোথা তুমি পবন নন্দন। কি আজ্ঞা করহে

প্রভু কমল লোচন ॥ জানকী, দেখেছো তুমি পবন তনয়। দেখেছি নয়নে সীতা শুন দয়াময় ॥ জীবিত আছেন কি না প্রিয়সী আমার। অদ্যাপি আছেন বেঁচে রমনী তোমার ॥ চিন্তিয়া আমাকে প্রিয়া করেন বিলাপ। তব শোকে মগ্ন হৈয়া কত পান তাপ ॥ কৃশ হৈয়াছেন বুঝি বিচ্ছেদে আমার। অতিশয় তনু কৃশ হৈয়াছে সীতার ॥ কি কহেন বিদেহ সুতা পবননন্দন। হায়রাম রঘুনাথ কোথারে লক্ষ্মণ ॥ তাহার প্রহিত কিছু আছে হনূমান। এই চূড়ামনি প্রভু দেখ বিদ্যমান। ৩৪৪।

ইতি প্রথমাভিজ্ঞানং চূড়ামনি মর্পয়তি। ততশ্চড়ামনি মাসাদ্য শ্রীরামচেষ্টা ॥•

কণ্ঠে সংতনুতে চির মুরঃ পীঠে নিবেশ্য প্রিয়া. স্পর্শো ল্লাসভরং সমাকুলয়তি প্রেম্নাচিরং পৃচ্ছতি। স্বামিন্যাঃ কুশলং তবেতি পুরতঃ পর্য্যশ্রুণা সংপ্লুতং, নিস্পন্দে ক্ষণ বীক্ষণ প্রকুরুতে চূড়ামনিং রাঘবঃ ॥ ৩৪৫ ॥

পয়ার ॥ চূড়ামনি লৈয়া সেই রামরঘুবর। কণ্ঠদেশে করিলেন তাহাকে তৎপর ॥ বক্ষঃস্থলে লয়ে মণি কমললোচন। প্রেমেতে আকুল হৈয়া জিজ্ঞাসে বচন ॥ কহমনি মমাসনে তোমার মঙ্গল। আর কহ চূড়ামণি সীতার কুশল ॥ নেত্রজলে অভিষিক্ত করি সেই মণি। নিস্পন্দ নয়নে তারে দেখেন আপনি ॥ ৩৪৫ ॥

ততো হনূমান্। অর্থাৎ হনূমান্ কহিতেছেন যথা।

মনঃশিলায়া স্তিলকং স্মরগণ্ডস্থলে মম। সংঘৃষ্টং জানকী বক্ষঃ স্থর্শাৎ কাণীকৃতঃ খগঃ ॥ ৩৪৬ ॥

পয়ার ॥ মনঃশিলা লৈয়া কৈলে তিলক লিখন। জানকীর গণ্ড স্থলে আছে কি স্মরণ ॥ বিদীর্ণ করিল কাকে সীতার হৃদয়। করিলে তাহাকে কাণ মনে তব হয় ॥ ৩৪৬ ॥

ইত্যভিজ্ঞানদ্বয়ং দর্শয়তি। তত আলিঙ্গিতু মুপক্রান্তং শ্রীরামং প্রতি হনূমান্ ॥

পীতোনাম্বুনিধি র্ন রাবণপুরী নিঃশেষ চূর্ণীকৃতা, না নিতানি শিরাংসি রাক্ষসপতে র্নানায়ি সীতাময়া। আশ্লেষার্পণ পারিতোষিক মহং নার্হামি বার্ত্তাহরঃ, সংজল্পত্যনিলাত্মজে স জয়তি ব্রীড়ানমো রাঘবঃ। ৩৪৮।

পয়ার॥ না করিতে পারিলেম অম্বুনিধি পান। নিঃশেষ করিয়া লঙ্কা নহে চূর্ণমান ॥ না আনিতে পারিলেম রাবণের মাথা। হেথায় আনিতে আমি না পারিনু সীতা ॥ এই হেতু আলিঙ্গন যোগ্য আমি নয়। এরূপ জল্পনা করে পবন তনয় ॥ লজ্জায় হইয়া নত প্রভু রঘুবর। কহিলেন এই কথা তারে তদন্তর। ৩৪৮

অহোকিং ন কিংন বিহিতং ভবতা যদিয় মদাহিলঙ্কে ত্যুক্তে হনূমান্। ত্বংপ্রতাপানলেনৈব নাথশ্রীরঘুনন্দন। দগ্ধাপুরৈব লঙ্কেয়ং পশ্চাৎ বহ্নির্ময়ার্পিতঃ ॥ ৩৪৯ ॥

পয়ার ॥ তোমার প্রতাপানলে শ্রীরঘুনন্দন। পূর্ব্বে সেই লঙ্কা পুরী আছিল দাহন ॥ উপলক্ষ হৈয়া আমি পবন নন্দন। পশ্চাৎ তাহাতে বহ্নি করিনু অর্পণ ॥ ৩৪৯ ॥

অহোকিং ন বিহিতং ভবতাযদয়ং লঙ্ঘিতঃ সমুদ্র ইত্যুক্তে হনূমান্। দেবত্বং প্রবলপ্রতাপ তরণে রম্ভো নিধিঃ শোষিতা, স্তেনেশ্বং স্থলবর্ত্ম নৈবগতবান্ লঙ্কা

মশঙ্কামহং। রক্ষোনায়ক নাগরি নয়নজলৈ নীরধা পূরিতশ্চেৎস্যাম্নাজলধিস্তদামমকুতোৎফালেন কিম্বা ফলং॥ ৩৫০॥

পয়ার॥ প্রবল প্রতাপে তব সমুদ্রশুকায়। তাহাতে হে রঘুনাথ স্থল বর্ত্ম হয়॥ সেই পথ দিয়া আমি পবন নন্দন। লঙ্কাপুরে পার প্রভু করিনু গমন॥ রাত্রিচর রমণীর নয়নের জলে। পশ্চাৎ পূরিল সিন্ধু কহি তব স্থলে॥ তবে মম আস্ফালনে কিবা হবে ফল। তব সন্নিধানে প্রভু কহিনু সকল॥ ৩৫০॥

অথোপবিশ্য রাম হনূমতোরুক্তি প্রত্যুক্তী।
কান্তে সীতা বসতি বিপিনে দেব লঙ্কেশগুপ্তে, কীদৃক পন্থা জলধি পিহিত স্তীর্য্যতে দৈবযোগাৎ। ইত্যাখ্যাতে পবনতনয়ে ব্রীড়বিভ্রান্ত নেত্রে, হর্ষব্রীড়াসভয় চকিতো বিহ্বলো রামচন্দ্রঃ॥ ৩৫০॥

পয়ার॥ কোথায় আছেন হনূ মম সীতাসতী। রাবণের গুপ্ত বনে করেন বসতি॥ কেমন কি রূপ পথ পবন নন্দন। জলধি পিহিত পন্থা করি নিবেদন॥ কি রূপে তরিলে তুমি বায়ুর তনয়। দৈব যোগে তরি তাহা প্রভু দয়াময়॥ হনূ যদি এই কথা কহিল পশ্চাৎ। ব্রীড়ায় বিভ্রম নেত্র কৈল রঘুনাথ॥ লজ্জা হর্ষ ভয়যুত শ্রীরঘুনন্দন। বিহ্বল হইল পরে কমললোচন। ১৫১।

কীদৃশী সীতেতি প্রত্যয়ার্থং হনূমান। ইন্দুলিপ্তইবাঞ্জনেনদলিতা দৃষ্টি মৃর্গীণামিব,প্রেম্নানারুণিমেব বিক্রমদলং শ্যামেবহে মপ্রভা। পারুষ্যং কলমেব কোকিল

বধূ কণ্ঠেস্বিবপ্রস্তুতং, সীতায়াঃ পুরতোহথহস্তঃ শিখিনাং বর্হাঃ স গর্হাইব ॥ ৩৫২ ॥

পয়ার ॥ জানকীর অগ্রে ইন্দু অঞ্জনের লেখা। হরিণীর দৃষ্টি যেন নেত্রে থাকে ঢাকা ॥ নূতন পল্লব সম করাগ্রের শোভা। শ্যামবর্ণা কিন্তু সীতা হেমতুল্য আভা ॥ শুনিয়া সীতার স্বর হয় অনুভব। সলজ্জিত তাহে যেন কোকিলের রব ॥ শিখিপুচ্ছ তুচ্ছ হয় জানকীর করে। নিবেদন কৈল হনূ রামের গোচরে। ৩৫২।

ইদানীং কীদৃগ্‌বস্থেতি বিজ্ঞাপনার্থং।

কার্শ্যঞ্চেৎ প্রতিপৎকলা হিমনিধেঃ স্থূলাথচেৎ পাণ্ডুনা, নীলাচৈব মৃণালিকা নয়নয়োর্বায়ঃ কিয়ান্, বারিধিঃ। সন্তাপো যদি শীতলো হুতবহ স্তস্যাঃ কিমবর্ণ্যতে, রাম ত্বৎ স্মৃতিমাত্রমেব হৃদয়ং লাবণ্য শেষং বপুঃ ॥ ৩৫৩ ॥

পয়ার ॥ জানকীর তনু কৃশ দেখিলে কেমন। হনূ কহে প্রতিপদে সুধাংশু যেমন ॥ পলিত তাহার তনু কি রূপ এখন। স্থূল নহে রঘুনাথ পাণ্ডুর বরণ ॥ নীলবর্ণ হৈয়াছেন প্রিয়া কি আমার। মৃণালের সম রূপ দেখিনু সীতার ॥ কিরূপ নয়নে জল কহ হনূমান। দেখিনু লোচনে ধারা বারিধি সমান ॥ সীতার সন্তাপ হনূ কিরূপ এখন। অনলে সলিল দিলে হয় হে যেমন ॥ জানকী বর্ণনা আর কি করিব রাম। তোমার স্মরণ তার হৃদয়ে বিশ্রাম ॥ লাবণ্য বিভিন্ন বপু হৈয়াছে সীতার। এই নিবেদন প্রভু চরণে তোমার ॥ ৩৫৩ ॥

অপিচ অর্থাৎ আর বলি।

স্বভাবাদেবতন্বঙ্গী ত্বদ্বিয়োগাদ্বিশেষতঃ। প্রতিপৎ
পাঠশীলস্য বিদ্যেব তনুতাং গতাঃ ॥ ৩৫৪ ॥

পয়ার ॥ স্বভাবত তনুকৃশ আছয়ে সীতার। বিশেষতো জন্মিয়াছে বিচ্ছেদ তোমার ॥ প্রতিপদে পাঠে বিদ্যা তনুত্ব যেমন। জানকীর তনু ক্ষীণ হৈয়াছে তেমন ॥ ৩৫৪ ॥

কথং সমুদ্র উত্তীর্ণ ইতি প্রশ্নে।

শাখামৃগস্য শাখায়াঃ শাখাংগন্তং পরাক্রমঃ। যন্ময়া
লঙ্ঘিতোহম্ভোধিঃ প্রভাবোহয়ং তব প্রভো ॥ ৩৫৫ ॥

অপিচ অর্থাৎ আর বলি।

রামনামতবজাতুজপন্তঃ পামরা অপিতরন্তিভবাব্ধিং।
অঙ্গসঙ্গিভবদঙ্গুলিমুদ্রঃ কিংবিচিত্রমতরৎকপিরব্ধিং। ৩৫৬।

পয়ার ॥ পামরে জপিয়া প্রভু তব রামনাম। ভবাব্ধি তরণ হয় শুন গুণধাম ॥ তব অঙ্গ সঙ্গি মুদ্রা লৈয়া হনূমান। সিন্ধুপার হৈল নহে বিচিত্র বিধান ॥ ৩৫৬ ॥

রামঃ। অর্থাৎ রঘুনাথ কহিতেছেন।

চতুরস্র পুরী লঙ্কা সপ্তপ্রাকার বেষ্টিতা। রথিনাঞ্চ চতু
র্লক্ষৈ রথানাঞ্চ ত্রিকোটিভিঃ ॥ ৩৫৭ ॥

পয়ার ॥ চতুরস্র পুরী লঙ্কা প্রাচীর সপ্তম। তাহাতে আছয়ে লঙ্কা চৌদিগে বেষ্টন ॥ চতুর্লক্ষ রথী তাতে শুন কপিবর। তিন কোটি রথ আছে লঙ্কার ভিতর ॥ ৩৫৭ ॥

ত্রিকোট্যাচৈবশালায়া নবকোটি পুরাজয়া। কথং পুরী
ত্বয়া দগ্ধা বিদ্যমানে দশাননে ॥ ৩৫৮ ॥

পয়ার ॥ তিনকোটি গৃহপূর্ণ সেই লঙ্কাপুরী। নবকোটি পুরালয় কনক নগরী ॥ বিদ্যমান আঁছে সেই লঙ্কেশ রাবণ। কি রূপে করিলে তুমি সে পুরী দাহন ॥ ৩৫৮ ॥

ত্রিদশৈরপিদুর্দ্ধর্ষা লঙ্কানাম মহাপুরী। কথং বীর ত্বয়া দগ্ধা বিদ্যমানে দশাননে ॥ ৩৫৯ ॥

পয়ার ॥ দেবগণে দুঃখে করে সে পুরী ধর্ষণ। লঙ্কানামে মহা পুরী ত্রিলোকে কথন ॥ অদ্যাপি আছয়ে বেঁচে দুষ্ট লঙ্কেশ্বর। কিরূপে সে পুরী দগ্ধ কৈলে কপিবর ॥ ৩৫৯ ॥

নিশ্বাসেনৈব সীতায়া রাজন্ কোপানলেন তে।
দগ্ধাপুরৈব লঙ্কেয়ং নিমিত্ত মভবং ত্বহং ॥ ৩৬০ ॥

পয়ার। জানকীর নিশ্বাসেতে কনক নগরী। আর তব কোপানলে সেই লঙ্কাপুরী ॥ দগ্ধ হৈয়াছিল পুর্ব্বে শুন দয়াময়। নিমিত্তের ভাগী মাত্র হৈনু আমি তায় ॥ ৩৬০ ॥

রাবণ জয়েভবতঃ কীদৃগ্ব্যবসায় ইতি প্রশ্নে। রক্ষস্তম্বহু-কন্ধরং বহুভুজং বহ্বাননং দীপ্তি মদ্দংষ্ট্রারৌদ্রমহং বিলোক্য সহসাদধে মনোহিংসিত্তং। দেবত্বৎ কৃপয়া বিজৃম্ভিতাধিয়া কিংকিংভবেৎ দুষ্করং ভর্ত্তুঃকর্ম্ম ভটস্য নোচিত মিতি ত্যক্তো ময়া রাবণঃ ॥ ৩৬১ ॥

পয়ার ॥ বহ্বানন বহুভুজ সেই লঙ্কেশ্বর। দীপ্তময় দন্ত তার আছয়ে বিস্তর ॥ তাহাকে দেখিয়া আমি কমল লোচন। হিংসা হেতু মম মন করিনু ধারণ ॥ তোমার কৃপায় যার জয়যুক্ত মতি। তাহার দুষ্কর কিছু নাহি রঘুপতি ॥ ভর্ত্তার বিহিতকর্ম্ম ভটযোগ্য নয়। এইহেতু লঙ্কানাশে ত্যজিনু নিশ্চয় ॥ ৩৬১ ॥

একৈকনৈবোপকারেণ প্রাণান্দাস্যাম্যহং কপে। অন্যৈনৈ
যোপকারেণ শেষেণ ঋণিনোবয়ং ॥ ৩৬২ ॥

পয়ার ॥ শুন ওহে কপিবর পবন সন্তান। তব এক উপকারে দিব প্রাণ দান ॥ অন্য শেষ উপকারে মোরা দুই ভাই। ঋণী হৈয়া রব হনূ কহি তব ঠাঁই ॥ ৩৬২ ॥

হনূমান। অর্থাৎ হনূমান কহিতেছেন। যথা।
মদ্বিধা বহবো ভৃত্যা স্তবতিষ্ঠন্তি রাঘব। ত্বদ্বিধোগুণ
সম্পন্নঃ স্বামীনৈবচ লভ্যতে ॥ ৩৬৩ ॥

পয়ার ॥ মমসম বহুভৃত্য কমল লোচন। তোমার নিকটে প্রভু আছে কতজন ॥ তবতুল্য গুণনিধি স্বামী দয়াময়। ত্রিভুবনে কোন স্থানে লাভ নাহি হয় ॥ ৩৬৩ ॥

অথ প্রয়াণং। অর্থাৎ রাবণ নিধনে রঘুনাথের গমন।
অথ বিজয়দশম্যা মাশ্বিনে শুক্লপক্ষে দশমুখ নিধনায়
প্রস্থিতোরামচন্দ্রঃ। দ্বিবিধগয় সহায়ৈর্যূথনাথৈস্তথান্যৈঃ,
কপিভি রপরিমাণৈর্ব্যাপ্তদিক্ চক্রবালঃ ॥ ৩৬৪ ॥

পয়ার ॥ আশ্বিনের শুক্লপক্ষে বিজয়ার দিনে। প্রস্থান করিলা রাম রাবণ নিধনে ॥ সহায় দ্বিবধ গয় দ্বিরদ প্রবল। অগণেয় কপিগণে ব্যাপ্ত দিগ্মণ্ডল ॥ ৩৬৪ ॥

উৎকালৈস্থগয়মতঃ কিলকিলা শব্দৈর্দিশোনিনাদয়ন্
ভঞ্জন্ পর্ব্বত কাননানি ধরণীমূর্দ্ধ্ নয়নসর্ব্বতঃ। প্রস্থানে
রঘুনন্দনস্য স তদা সুগ্রীব সংপালিতো, লঙ্কাসংমুখ
মুচ্চচাল সহসা হৃষ্টঃ কপীনাংচয়ঃ ॥ ৩৬৫ ॥

পয়ার ॥ আহ্লাদে আকাশ ব্যাপ্ত করি কপিচয়। কিলকিল

শব্দে দিক পরিপূর্ণ হয়॥ অদ্রিহ অরণ্য ভাঙ্গি বানরের গণ। মেদিনী মাথায় করি কৈল উত্তোলন॥ সুগ্রীব পালন সেই সব কপিবল। সহসা লঙ্কার মুখে চলিল সকল॥ ৩৬৫॥

ক্ষৌণীমজ্জতি ভূধরা বিচলন্তি ক্ষোভং প্রয়াত্যম্বুধিঃ,
কূর্ম্মঃ কুঞ্চতি সংকুচত্যহিপতি র্দেবাধিপস্ত্রস্যতি। গন্তুং
হেলানির্জ্জিত বৈরিণস্তরলিতা রামেপ্রয়াণোদ্যতে,
স্বেন বিভীষণোপি সভয়ঃ স্থানান্তরং বাঞ্ছতি॥ ৩৬৬॥

পয়ার॥ হইল মেদিনী মগ্ন চলিল অচল। ক্ষোভপায় পারাবারে কূর্ম্ম টলমল॥ সর্পরাজ সঙ্কুচিত হয় তদন্তর। ত্রাসযুক্ত হৈল পরে দেবপুরন্দর॥ অবহেলে যেই জন করে ঐরি জয়। এরূপ দেখিয়া সেই তরলিত হয়॥ গমনে উদ্যত হৈলে রাম রঘুবর। বিভীষণ ভয় পায়ে বাঞ্ছে স্থানান্তর॥ ৩৬৬॥

অত্র সমুদ্র তীরাবস্থিতো রামং স্বগতং।

পারে সিন্ধুপুরী পুরীপরিসরে প্রাচীর মর্ত্তং লিহ, সিংহ
দ্বেবিবলং বিপুঞ্জয় বলান্তে কুম্ভকর্ণাদয়ঃ। শাক্তীকঃ
সরিপুস্তনন্ধয়ইব ভ্রাতা সখা বানরো, মন্ত্রেবং রঘুবংশক
কেশরি যুবা কোদণ্ড মুদ্বীক্ষ্যতে॥ ৩৬৭॥

পয়ার। সিন্ধুপারে লঙ্কাপুরী প্রান্তেতে প্রাচীর। সিংহদ্বেষিসৈন্য তাহে আর কতবীর॥ বিপুঞ্জয় বলধরে কত কত জন। কুম্ভকর্ণ আদি করে বীর বিভীষণ॥ শক্তিধারি মম রিপু রাজা দশানন। স্তনন্ধয় তুল্যশিশু অনুজ লক্ষ্মণ॥ তাহে সখা হৈল কপি জানিয়া সুমতি। ধনুক দেখিয়া কন প্রভু রঘুপতি॥ সহায় নাহিক আর দেখিতেছি আমি। সম্প্রতি ধনুক মম সাহায্য কর তুমি॥ ৩৬৭॥

ততোহনূমান। অর্থাৎ অনন্তর হনূমান কহিতেছে যথা।

দেবজ্ঞাপয় কিং করোমি সহসা লঙ্কামিহৈবানয়ে, জম্বু-
দ্বীপমিতোনয়ে কিমথবা বারাংনিধিং শোষয়ে। হেলো-
ত্তোলিত বিন্ধ্য মন্দরগিরি স্বর্ণ ত্রিকূটাচল, ক্ষেপক্ষো-
ভিতবর্দ্ধমান সলিলং বধ্নামি বারাংনিধিং ॥ ৩৬৮ ॥

পয়ার॥ কি করিব দয়াময় আজ্ঞা দেও তুমি। সহসা হেথায় লঙ্কা আনিব কি আমি ॥ জম্বুদ্বীপ কিম্বা হেথা আনিব এখন। অথবা কি সিন্ধু আমি করিব শোষণ॥ হেলায় তুলিয়া বিন্ধ্য পর্ব্বত মন্দর। সুমেরু ত্রিকূটাচলে বান্ধিব সাগর॥ ৩৬৮ ॥

অথ সমুদ্রোত্তরতীরে লঙ্কা বৃত্তান্তঃ।

লঙ্কাস্থানতি বৃদ্ধতাপ সংঘটনা নীয়াপ্রশ্নঃ কৃতে লঙ্কে-
শেন বিলোক্য বীরনগরীং লঙ্কাংসশঙ্কামিব। ধ্যান
জ্ঞান পরায়ণা মুনিগণা দৈবং কিমত্রশ্রুতং, যেষাং যদ্ধৃ-
দয়ে স্ফুরত্যপিবচস্তে নৈবতৎ কথ্যতাং ॥ ৩৬৯ ॥

পয়ার॥ শঙ্কাযুক্ত লঙ্কাপুরী দেখিয়া রাবণ। প্রাচীন প্রসিদ্ধ সৈন্য কৈল আনয়ন॥ তদন্তে জিজ্ঞাসে রাজা সকলের স্থানে। ধ্যান জ্ঞান পরায়ণ সেই মুনিগণে॥ কি দৈব শুনেছ সবে পরিচয় দেও। যাহার হৃদয়ে যাহা তাহা মোরে কও ॥ ৩৬৯ ॥

রাবণস্যমাত্রা নিকষয়া ব্যসনাদ্রাবণো নিবার্য্যতামি-
ত্যুক্তোবিভীষণঃ লঙ্কানাথপদং পাণিপত্যাহ।
রাজন্ সেয়ং রাক্ষস কালমাত্রিঃ সীতা পরিত্যজ্যতাং।
যস্য বানর মাত্রেণ পুরীয়ং ব্যাকুলীকৃতা। কস্তেন
সহ যুদ্ধেত বুদ্ধিমান্ রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ৩৭০ ॥

পয়ার॥ দূত মাত্র আসেছিল যার এক হরি। ব্যাকুল করিল তব এই লঙ্কাপুরী॥ বুদ্ধিমান হও তুমি রাক্ষস রাজন। তাহার সহিত যুদ্ধ করে কোন জন॥ ৩৭০॥

অপিচ। ত্যজপ্রকোপং কুলকীর্ত্তিনাশনং, ভজস্বরামং কুলকীর্ত্তি বর্দ্ধনং। অলং বিবাদেন শমোবিধীয়তাং, প্রদীয়তাং দাশরথায় মৈথিলী॥ ৩৭১॥

পয়ার॥ কোপত্যজ মহারাজ করি নিবেদন। কুলকীর্ত্তি লোপ করে কোপেতে রাজন॥ ভজনা করহ রামে কহিনু তোমায়। কুল কীর্ত্তি বৃদ্ধিকরে প্রভু দয়াময়॥ ৩৭১॥

লঙ্কাদগ্ধা বনং ভগ্নং লঙ্ঘিতশ্চ মহোদধিঃ। যৎকৃতং রামদূতেন স রামঃ কিং করিষ্যতি॥ ৩৭২॥

পয়ার॥ লঙ্কা দগ্ধ কৈল আর ভাঙ্গিলেক বন। মহৎ উদধি হনূ করেছে লঙ্ঘন॥ যে কর্ম্ম করেছে আসি শ্রীরামের দূতে। কি করিবে সেই রাম না পারি কহিতে॥ ৩৭২॥

ন রাবণো বা ন মহোদরো বা ন কুম্ভকর্ণোপি ন চাতিকায়ঃ। নচেন্দ্রজিদ্দাশরথিং প্রসোঢুং শক্তস্তুতং শত্রুশত প্রভাবং॥ ৩৭৩॥

পয়ার॥ মহোদর কুম্ভকর্ণ কিম্বা দশানন। অতিকায় ইন্দ্রজিত আদি যোদ্ধাগণ॥ শ্রীরামে সহন হেতু শক্ত কেহ নয়। ইন্দ্রশত প্রভা ধরে প্রভু দয়াময়॥ ৩৭৩॥

সুবর্ণ পুংখাঃসুভূশং সুতীক্ষ্ণা, বজ্রোপমা বায়ু সমান বেগাঃ। যাবন্নগৃহ্ণন্তি শিরাংসিবাণাঃ, প্রদীয়তাং দাশ রথায় মৈথিলী॥ ৩৭৪॥

পয়ার ॥ স্বর্ণ পুংখক সেই শ্রীরামের বাণ। বায়ুতুল্য বেগ তার বজ্রের সমান ॥ যাবৎ মাথায় আসি নাহয় পতন। তাবৎ জানকী দেও রামেরে রাজন ॥ ৩৭৪ ॥

ততঃ কুম্ভকর্ণতনুজঃ।

তথৈবতেনোদ্ধৃত্য স্ফটিকশিখরী সোপিবিদধে সমস্তাদো মূল ভ্রুকুটিত বসুধা বন্ধুবিধুরাঃ। অমুযেনাদ্যাপি ত্রিপুরহর নৃত্যব্যতিকরঃ পুরস্তাদন্যেবামপি শিখরিণা মুল্ললয়তি ॥ ৩৭৫ ॥

পয়ার ॥ সমূলে কৈলাসগিরি করি উৎপাটন। স্বহস্তে ধারণ কৈল এই দশানন ॥ সকল গিরির অগ্রে এই অদ্রিপরে। মহেশের বহু নৃত্য হয় নিরন্তরে ॥ ৩৭৫ ॥

রাবণঃ। শূরাঃ শ্রোত্রপথেষু নঃ কতিকতিপাঞ্চঃপদং চক্রিরে, তেষামেব বিলঙ্ঘ্যচাস্ত্র পদবীং জাগর্ত্তিলঙ্কা ভটঃ। যদ্দোর্মণ্ডল চণ্ডপীড়নবশান্নিষ্যন্দিরক্তঃ ছুটা, শঙ্কামঙ্কুরয়ন্তি শঙ্করগিরেরদ্যাপিধাতুঃদ্রবাঃ। ৩৭৬।

পয়ার ॥ প্রাচীন প্রসিদ্ধবীর কতকত জন। আমাদের কর্ণপথে হৈয়াছে শ্রবণ ॥ তাদের সকলে আমি করিয়া লঙ্ঘন। অদ্যাবধি অস্ত্রপথে করি জাগরণ ॥ মম বাহু পীড়াবশে কৈলাস অচলে অদ্যাবধি রক্তরূপ ধাতু তাহে গলে ॥ ৩৭৬ ॥

ইন্দ্রং মাল্যকরং সহস্রকিরণং দ্বারীপ্রতিহারকং, চন্দ্রং ছত্রধরং সমীর বরুণৌ সম্মার্জ্জয়ন্তৌগৃহান্। পাচক্যে পরিনিষ্ঠিতং হুতবহং কিংমদ্গৃহেনেক্ষসে, রক্ষোভক্ষো মনুষ্য মাত্রবপুষংতং রাঘবং স্তৌষিকিং। ৩৭৭।

পয়ার ॥ সূর্য্য আছে দ্বারী হৈয়া ইন্দ্র মালাকর। আমার আলয়ে আছে চন্দ্র ছত্রধর ॥ বরুণেতে জল দেয় আমার ভবনে। মার্জ্জনা করয়ে গৃহ আসিয়া পবনে ॥ পাককর্ত্তা মমগৃহে স্বয়ং অনল। এরূপে আলয়ে মম আছয়ে সকল ॥ তুমি কি দেখোনি তাহা আপন নয়নে। এইরূপ বাক্য রাজা কহে বিভীষণে ॥ রাক্ষসের ভক্ষ মাত্র দেহ রঘুবর। তুমি তারে স্তব কেন কর নিরন্তর ॥৩৭৭

বিভীষণঃ। রামোসৌ ভুবনেষু বিক্রমগুণৈঃ প্রাপ্তঃ প্রসিদ্ধিং পরা, মস্মদ্ভাগ্য বিপর্য্যয়াদ্‌যদি পুনর্দেবো ন জানাতি তং। বন্দীবৈষযশাংসি গায়তিমরুদ্‌যস্যৈ কবাণাহতি শ্রেণীভূত বিশালতালবিবরোদ্‌গীর্ণৈঃ স্বরৈঃ সপ্তভিঃ ॥৩৭৮॥

পয়ার ॥ ভুবনে বিদিত এই শ্রীরঘুনন্দন। বিক্রমে বিখ্যাত রাম জানে সর্ব্বজন ॥ ভাগ্য হৈল বিপর্য্যয় মোদের রাজন। এই হেতু রঘুনাথে জাননা রাবণ ॥ বন্দী হৈয়া বায়ু যার কীর্ত্তি করে গান। সপ্ততাল ভেদ কৈল যার একবাণ ॥ সেই ছিদ্র হৈতে পরে উঠি সপ্তস্বর। শ্রীরামের যশ গায় শুন লঙ্কেশ্বর ॥ ৩৭৮ ॥

অজনি রজনিমধ্যে মণ্ডলং চণ্ডরশ্মেঃ ধনুরুদয়মনভ্রং বিভ্রতীদ্যোশ্চকাস্তি। অহহবিধিরিদানীং দৃশ্যতে রাম এব, প্রদিশ জনকপুত্রীং মিত্রতামেতু রামঃ ॥৩৭৯॥

পয়ার ॥ বিপরীত দেখি রাজা এক্ষণে সকল। রজনীর মধ্যে হৈল চণ্ডাংশু মণ্ডল ॥ বিনিমেঘে ইন্দ্রধনু হৈয়াছে উদয়। তাহাকে ধারণ করি নভো দীপ্তি পায় ॥ রামরূপ বিধি দেখে হয় দৃশ্য

মান্। ত্বরায় করহে রাজা জানকী প্রদান ॥ মিত্রতা পাবেন তবে রামরঘুবর। নিবেদন কৈনু আমি তোমার গোচর ॥ ৩৭৯॥

যস্যৈকঃকপিশাবকঃসমতরৎ দুর্লঙ্ঘ্যমম্ভোনিধিং, দুর্ভেদ্যামপি দেবদৈত্যনিবহৈর্লঙ্কাপুরীং প্রাবিশৎ। কিন্তু তাঁন্ বনরক্ষিণো জনকজাং দৃষ্ট্বা চ ভঙ্ক্ত্বাবনং, হত্বাক্ষং প্রদহনপুরী যথগতো রামঃ কথং মানুষঃ ॥ ৩৮০॥

পয়ার ॥ দুর্লঙ্ঘ্য জলধি এই আছিল রাজন। যার এক কপি-শিশু হইল তরণ ॥ দুর্ভেদ্য আছিল তব এই লঙ্কাপুরী। তাহা-তে প্রবেশ কৈল সেই শিশুহরি ॥ বনরক্ষ বিনাশিয়া পবননন্দন পশ্চাৎ করেছে হনূ জানকী দর্শন ॥ ভাঙ্গিয়া অরণ্য তব বীর হনুমান। বিনাশিল পরে সেই অক্ষয় সন্তান ॥ দাহন করিয়া পুরী গেছে পুনরায়। কিরূপে সে রঘুনাথে নরজ্ঞান হয় ॥ ৩৮০

গতায়ুষং ত্বাং বিপরীত বুদ্ধিং নিঃসংশয়ং রাক্ষস লক্ষয়ামি। যোমাংহিতংপথ্যমপিব্রুবন্তং ন মন্যসে রাক্ষস বীরমধ্যে ॥ ৩৮১।

পয়ার ॥ গতায়ু তোমাকে আমি দেখিনু নিশ্চিত। যেহেতু হৈয়াছে তব বুদ্ধি বিপরীত ॥ রক্ষোবীর মধ্যেহিত কহে বিভী-ষণ। তথাপি মাননা মোরে তুমি দশানন ॥ ৩৮১ ॥

অথচরণহতো দশাননেন স্বমতি বিপর্য্যয়মস্যলক্ষয়িত্বা। সপদিচপরিহৃত্য তং সমন্ত্রী পরিকুপিতো নভসা জগাম রামং ॥ ৩৮২ ॥

পয়ার ॥ রাবণের পদাঘাত পেয়ে বিভীষণ। প্রকৃতির বিপর্য্যয়

করিয়া দর্শন ॥ তথাপি তাহাকে ত্যজ্য করি রক্ষোবর। মন্ত্রী লৈয়া রঘুনাথে পায় তদন্তর ॥ ৩৮২ ॥

ততঃ পুনঃ সানুনয়ং প্রগৃহ্য রত্নানি বিভূষণানি, বাসাংসি দিব্যানি মণিশ্চ মুখ্যান্। সীতাঞ্চ রামায় নিবেদ্য দেবীং, বসানুলঙ্কা যদবাতু শঙ্কা ॥ ৩৮৩ ॥

পয়ার। জানকীর পাদপদ্মে রত্নাদি ভূষণ। দিব্যবাস মণিমুক্তা করিয়া অর্পণ ॥ তবে তুমি সীতাদেবী দেহ রঘুবরে। লঙ্কাপুরে কর বাস শঙ্কা যাবে দূরে ॥ ৩৮৩ ॥

রাবণঃ। জানামি সীতা জনকপ্রসূতা, জানামি রামো মধুসূদনঞ্চ। অহঞ্চ জানামি রামস্যবধ্য, তথাপি সীতাং ন সমর্পয়ামি ॥ ৩৮৪ ॥

পয়ার ॥ জনকের সুতা সীতা জানি বিভীষণ। জানিতেছি রঘুনাথ শ্রীমধুসূদন ॥ শ্রীরামের বধ্য আমি জানি বিদ্যমান্। তথাপি জানকী আমি না করিব দান ॥ ৩৮৪ ॥

ততশ্চতুর্ভিঃ সহমন্ত্রিপুত্রৈ, রুপেত্যরক্ষঃকুলধূমকেতুঃ। লঙ্কামহাতঙ্কাইবাম্বরেণ বিভীষণোরাঘব মন্দিনায়। ৩৮৫।

পয়ার ॥ চারিমন্ত্রি পুত্রসহ বিভীষণ মিলে। ধূমকেতু তুল্য হৈয়া রাক্ষসের কুলে ॥ লঙ্কার মহৎ শঙ্কা সম বিভীষণ। শূন্যপথে গিয়া পায় শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৩৮৫ ॥

বিভীষণে সমায়াতে সূর্য্যকোটি সমপ্রভে। তদাদৌ রাবণভ্রান্ত্যা ভঙ্গঃ কপিকুলে ভবৎ ॥ ৩৮৬ ॥

পয়ার ॥ কোটিসূর্য্য প্রভা ধরি সেই বিভীষণ। রামের নিকটে

যদি কৈল আগমন ॥ তাহাকে দেখিয়া করি দশানন জ্ঞান। সেইকালে কপিকুলে হৈল ভজমান ॥ ৩৮৬ ॥

হনূমন্তায়ং নির্ণীতো রাবণো ন বিভীষণঃ। রামচন্দ্র পদদ্বন্দ্ব কমলে ভ্রমরায়তে ॥ ৩৮৭ ॥

পয়ার ॥ নির্ণয় করিল হনূ নহেক রাবণ। এইব্যক্তি হবে যেন সেই বিভীষণ ॥ শ্রীরামের পদরূপ যুগ্ম সরোরুহে। ভ্রমর হইল আসি বিভীষণ তাহে ॥ ৩৮৭ ॥

অথ শ্রীরামং প্রতি দৌবারিকঃ।

দেবদ্বারিনভঃপথেষু মিলিতা পঞ্চত্রিবাতাচরা, এক ত্তত্র বিভীষণো দশমুখভ্রাতা পরে মন্ত্রিণঃ। যাচন্তে শর ণং ভয়াপহরণং কিতমজানীমহে, কৃত্য বিচারণৈ ক নিপুণ স্তত্রপ্রমাণং প্রভুঃ ॥ ৩৮৮ ॥

পয়ার ॥ শুনদেব রঘুনাথ করি নিবেদন। আগমন কৈল দ্বারে রক্ষ পঞ্চজন ॥ তার মধ্যে বিভীষণ রাবণের ভ্রাতা। চারিজন মন্ত্রি পুত্র আর আছে তথা ॥ দূরীকৃত হয় ভয় এরূপ শরণ। যাচিঞা করয়ে প্রভু সেই পঞ্চজন ॥ জানিতে না পারি মোরা তার বিবরণ। বিচার করহে তাহা কমল লোচন ॥ ৩৮৯ ॥

অথ রামচন্দ্রেণ দৃষ্টিমুখো হনূমান্।

সতং দাশরথে বিভীষণ ইতি ভ্রাতাস্তি লঙ্কাপতে, র্মিত্রো সিন্ধুতিমিঙ্গিলস্য চরমঃ শ্রীকুম্ভকর্ণস্যচ। দাক্ষিণ্যা ভ্যুপলক্ষিতঃ পিতৃকুলাপেক্ষাব লক্ষয়াশয়ো, রক্ষোলোক বিলক্ষণাং কলয়তি প্রত্যক্ষ লক্ষ্মীময়ং ॥ ৩৮৯ ॥

পয়ার ॥ সত্য বটে রঘুনাথ করি নিবেদন। রাবণের ভ্রাতা

আছে নাম বিভীষণ॥ নিদ্রার সাগরে থাকে কুম্ভকর্ণ বীর। তাহার অনুজ হয় বিভীষণ ধীর॥ দানাদি সকল গুণ আছয়ে তাহার। নিবেদন কৈল প্রভু নিকটে তোমার॥ শুভ্রাশয় পিতৃ কুল করিয়া বর্জ্জন। রক্ষের প্রত্যক্ষ লক্ষ্মী করেছে ধারণ॥ ৩৮৯॥

অথ রামলক্ষ্মণয়োরুক্তি প্রত্যুক্তী।

ধর্ম্মাত্মা দশকন্ধরাদ্বহিরভূৎ কস্মাদয়ং রাবণাৎ। সং
জাতোভিনয়েন কিং নকুরুতে সুগ্রীবতদ্বালিনঃ। ৩৯০।

পয়ার॥ রাবণ হইতে এই ধর্ম্মাত্মা সুজন। দূরীভব হৈল কেন কমল লোচন॥ লক্ষ্মণের বাক্য শুনে রঘুনাথ কয়। বিনয়েতে কি না করে ধার্ম্মিক যে হয়॥ তার সাক্ষী দেখ ভাই অনুজ লক্ষ্মণ সুগ্রীব হইতে হৈল বালির মরণ॥ ৩৯০॥

রক্ষোরাজ সহোদরস্য নিভৃতারম্ভোপি সম্ভাব্যতে। কিং
ধর্ম্মঃশরণাগতং রিপুমপি ত্রহ্যন্তিনেক্ষ্বাকরঃ॥ ৩৯২॥

পয়ার॥ রাবণের সহোদর এই বিভীষণ। মম মন্দ হেতু হেথা করেছে গমন॥ এইরূপ সম্ভাবনা অনুমান হয়। কহরে লক্ষ্মণ ভাই কি করি উপায়॥ ঐরি হৈয়া যদি কেহ লয়হে শরণ। ক্ষত্রি ধর্ম্ম আছে এই না করে নিধন॥ ৩৯২॥

সমাগত্য শ্রীরামংপ্রতি বিভীষণঃ।

ভ্রান্ত্বাদ্দিগ্বলয়ং দশাস্যদমন ত্বৎকির্ত্তি হংসীদিবং,
যাতাব্রহ্মমরালসঙ্গমবশাত্তত্রৈব গর্ব্বিণ্যভূৎ। পশ্য
স্বর্গতরঙ্গিণী পরিসরে কুন্দাবদাতং তয়া, মুক্তং
ভাতি বিশালমণ্ডকমিদং শীতত্বিষোমণ্ডলং। ৩৯৩।

পয়ার॥ দশাস্য দমন কর্ত্তা শ্রীরঘুনন্দন। তবকীর্ত্তি হংসী দিক

পয়ার ॥ নিদ্রাযুতা রমণীর নিতম্ব বসন। তাহার হরণে শব্দ হয় অনুক্ষণ॥ সেই রবে অতি শব্দ করে কাঞ্চিগুণ। তাহাতে ধাইল যেন মদন দ্বিগুণ॥ অনঙ্গের বদ্ধবাণ সমূহ সকল। তাহাতে তরল হয় চরণ কমল॥ অঙ্ক সমীপে গাথা আছে মণি গণ। তাহাতে উদিত হৈল নির্ম্মল কিরণ॥ কিরণে স্ফুরিল পরে চরণ যুগল। কাঁপিতে লাগিল পদ ক্রমেতে প্রবল॥ রঘুনাথের পাদপদ্ম এই রূপ হয়। নিশিতে করিল সীতার নিতম্ব আশ্রয়॥ ৮৬॥

জানকী প্রবুদ্ধা। অর্থাৎ জানকী বোদ্ধপ্রাপ্তা।

স্পৃহয়তি চ বিভেতি প্রেমাতা বালভাবান্মিলতি স্ফুবৎ
সাঙ্গ পাঙ্গমাকুঞ্চয়ন্তী। অহহ নহি নহীতি ব্যাজমপ্যা
লপন্তী, স্মিত মধুর কটাক্ষৈ র্ভাবমাবিষ্করোতি॥ ৮৭।

পয়ার ॥ স্পর্শন করিলা সীতা প্রেমেতে নিশ্চয়। বালক ভাবেতে যেন করিলেন ভয়॥ রতি সঙ্গ পরে যদি হইল মিলন। কুণ্ঠিতা জানকীদেবী নিশ্চয় তখন॥ কুকর্ম্ম করিনু আমি নহি নহি ছিছি। এই কথা কহিলেক জনকের ঝি॥ মধুর কটাক্ষ হাস্য করি বারবার। শৃঙ্গার স্বভাব সীতা করিল প্রচার॥ ৮৭॥

অপিচ॥ অরণ্যং শারঙ্গৈ র্গিরিকুহর গর্ভাশ্চ হরিভি
দিশো র্দিশোদিঙ্মাতঙ্গৈঃ প্রিতমপিবলং পঙ্কজবনৈঃ।
প্রিয়া চক্ষু র্মধ্যস্তন বদন সৌন্দর্য্য বিজিতৈঃ সতাং
মানে ম্লানে মরণ মথবারণ্যং গম॥ ৮৮॥

পয়ার॥ হরিণী হেরিয়ে নেত্র বন মধ্যে যায়। দেখি তার মধ্য

ভাগ কেশরী লুকায়॥ স্তনের সৌন্দর্য্য হেরি মাতঙ্গের গণ। লাজ পেয়ে দিগান্তরে করিলা গমন॥ বদন কমল দেখি পঙ্কজ সকল। অদ্যাপি লুকায়ে আছে জলেতে কমল॥ কোন ক্রমে মানী যদি অপমান হয়। অরণ্য গমন কিম্বা মরণ নিশ্চয়॥ ৮৮॥

অয়ি প্রিয়েপশ্য॥ হে প্রিয়সি তুমি দর্শন করহ।

দৃষ্টামুখং তেসরসী রুহানি ভৃঙ্গাক্ষমালাং জগৃহুর্জপায়। এণীদৃশস্তেহস্য বলোক্যবেণীং ভোগং ভুজঙ্গাধিপতি র্জুগোপ॥ ৮৯॥

পয়ার॥ দেখিয়ে তোমার মুখ সরোসিজ গণ। অলিরূপ অক্ষমালা করিলা গ্রহণ॥ তদীয় বদন জয় করিবেক বলি। জপ হেতু অক্ষমালা হইলেক অলি॥ কুরঙ্গ নয়নী তব বেণীর শোভায়। ভুজঙ্গের অধিপতি বিবরে লুকায়॥ ৮৯॥

দৃষ্ট্বা সুবর্ণং দহনে স্বদেহং চিক্ষেপ বর্ণং তবদন্তপংক্তিং। বিলোক্যতূর্ণং মণি বীজপূর্ণং ফলং বিদীর্ণং কিল দাড়িমস্য॥ ৯০॥

পয়ার॥ হেরিয়ে সুবর্ণ তব সৌন্দর্য্য বরণ। দহনেতে স্বীয়দেহ করে সমর্পণ। দাড়িম্ব দেখিয়ে তব দন্তের বিহার। অদ্যাপি বিদীর্ণ হয় হৃদয় তাহার॥ ৯০॥

শ্রীরামঃসানন্দং। শ্রীরামচন্দ্র আনন্দ যুক্ত হইলেন।

সীতাং মনোহর তাং গিরমুদ্গিরন্তী, মালিঙ্গ্য তত্র বুভুজে পরিপূর্ণ কামঃ। রামস্তথা ত্রিগুণেপি যথা ন কোপি, রামং ভুনক্তি বভুজে নচ ভোক্ততীশঃ। ৯১।

পয়ার॥ মনোহর বাক্য সীতা কন অনুক্ষণ। তাঁহাকে লইয়া

গণ্য সেই মহারথ ॥ সত্য পরায়ণা সীতা প্রণয়িনী তিনি। যাহা র অনুজ ভাই লক্ষ্মণ আপনি ॥ তাহার দোর্দণ্ড সম ভুবনে কেহ নয়। সাক্ষাৎ ব্রহ্মাণ্ডনাথ রামে জ্ঞান হয়॥ সেই রামে বিড়ম্বনা করিল বিধাতা। অন্য জনে আর বল কি কহিব কথা ॥ ১২০ ॥

জামাতা পুরুষোত্তমো ভগবতী লক্ষ্মীঃ স্বয়ং কন্যকা,
দূতোঽস্য বভূব কৌশিকমুনি যস্তা বশিষ্ঠঃ স্বয়ং।
দাতাঃ শ্রীজনক প্রদানসময়ে চৈকাদশস্থাগুহাঃ, কিং
ক্রমো ভবিতব্যতাং হতবিধে রামোপি যাতোবনং। ১২১

পয়ার ॥ জামাতা আপনি হরি জগতের পতি। স্বয়ং কমলা লয়া কন্যা ভগবতী॥ বিশ্বামিত্র মুনি দূত আপনি যাহার। বশিষ্ঠ দেব যজ্ঞকর্ত্তা হইল তাহার॥ কন্যাদান করিলেক জনক মহা শয়। একাদশ গৃহে গুহ প্রদান সময়॥ কি কহিব ভবিতব্য কহনে না যায়। হায় বিধি রঘুনাথ বনবাসী হয়॥ ১২১ ॥

বনস্থে রামে কাকচরিতং।

অর্থাৎ বনস্থিত রামচন্দ্রে কাক চরিত।

রক্ষোভিচার চরুভাণ্ডসমিবস্তনং যোদেব্যা বিদেহদুহিতু
র্বিদদারকাকঃ। ঐষকী মস্ত্র মধিকৃত্য তদাতমক্ষ্মা,
কালীচকার চরমো রঘুরাজ পুত্রঃ॥ ১২২ ॥

পয়ার ॥ রাক্ষস মারণে চরু তার ভাণ্ডসমা। জানকীর হইলেক স্তনের উপমা॥ এই রূপ স্তনগিরি আছিল তাহার। কাননে কাকেতে তাহা করিল বিদার॥ ঐষিক নামক অস্ত্র লইয়া লক্ষ্মণ। কাকাক্ষি করিল কাণা সুমিত্রা নন্দন॥ ১২২ ॥

অথ মন্ত্রিভিরানীতো ভরতো মাতুর মুক্তি প্রত্যুক্তি কয়া পৃচ্ছতি ॥

অনন্তর মন্ত্রিবর্গ কর্তৃক মাতুলালয় হইতে ভরত আনিত হইয়া মাতার উক্তিতে প্রত্যুক্তি দ্বারায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥

মাতস্তাতঃ ক্বয়াতঃ সুরপতি ভবনং হাকুতঃ পুত্রশো-কাৎ, কোহসৌ পুত্রশ্চতুর্ণাং ত্বমবর জতয়া যস্যজাতঃ জনস্য । প্রাপ্তেহসৌ কাননান্তং কিমিতি নৃপগিরা কিং তদাসৌ বভাষে, মদ্বাগ্বদ্ধঃ ফলংতে কিমিহত্তব ধরা ধীশতা হাহতাস্মি ॥ ১২৩ ॥

পয়ার ॥ জননী গো তুমি কও জনক কোথায় । পশ্চাৎ কৈকেয়ী তাহা ভরতেরে কয় ॥ ইন্দ্রের আলয়ে রাজা করিলা গমন । জননী আমাকে কও কিসের কারণ ॥ পুত্রশোকে মহারাজা নরেন্দ্র ভূপতি । দেহত্যজে দশরথ স্বর্গে কৈল গতি ॥ তদীয় তনয় চারি আছে বিদ্যমান । কাহার শোকেতে রাজা ত্যজিল পরাণ ॥ তবজ্যেষ্ঠ রঘুনাথ দূর্বাদল শ্যাম । তাহার বিচ্ছেদে দেহ ত্যজে গুণধাম ॥ বিচ্ছেদ জন্মিল কেন কহত আমায় । কৈকেয়ী কহিছে বাছা শুন পরিচয় ॥ রাজার বচনে রামের অরণ্যে গমন । সেই হেতু হৈল বাছা বিচ্ছেদ ঘটন ॥ কি কারণে কহি-লেন এরূপ বচন । মোর বাক্যে বদ্ধ হৈয়া কহিল রাজন ॥ তাহাতে জননী তব জন্মিল কি ফল । রাজ্যে রাজা হবে তুমি পালিবে সকল ॥ তাহার কারণে আমি কহিনু একথা । জন্মের মত জননী গো মর্ম্মে দিলে ব্যথা ॥ সকল অনর্থমূল ঘটাইলে তুমি । হায় হায় মহাখেদ হত হৈনু আমি ॥ ১২৩ ॥

রামং প্রতি তৎ প্রয়াণং।

অর্থাৎ রামচন্দ্রের নিকটে ভরতের গমন॥

রামোমূর্দ্ধ্নি নিধায় কাননমগমন্মালামিবাজ্ঞাং গুরো, স্তদ্ভক্ত্যাপিচ লক্ষ্মণেন সকলং মাত্রা সহৈবো জ্ঝিতং। শ্রীশ্রীরাম ময়া ত্বয়া সহ বনে স্থেয়ং যতস্তেহনুজঃ, সৌমিত্রিঃ স শিশুর্ন্পোঽপি,ভরত স্তাপাদিতঃ স্বঃপথং॥ ১২৪॥

পয়ার। জনকের আজ্ঞা রাম লইয়া মাথায়। করিলেন রঘুনাথ অরণ্য আশ্রয়॥ রাম ভক্ত ছিল সেই অনুজ লক্ষ্মণ। সকল ত্যজিয়া বনে করিলা গমন॥ মোর সহ রঘুনাথ বনে থাক তুমি। যে হেতু অনুজ তব জন্মিয়াছি আমি॥ লক্ষ্মণ বালক অতি সুমিত্রা নন্দন। তব তাপে স্বর্গপথে রাজার গমন॥ ১২৫॥

কৈকেয়ীং প্রতি ভরতঃ॥

অর্থাৎ কৈকেয়ীর প্রতি ভরতের বাক্য যথা॥

নৈষানিকৃষ্টমতিরাত্মকুলোচিতেষু, বংশেষু স্বৎস্বপি খলাপি শিতাশিনীব। মাকন্দশালিনি বনে বিষবল্লিকেব, হাহন্ত কেকয়সুতা কথমাবিরাসীৎ॥ ১২৫॥

পয়ার॥ উত্তমা তোমার মতি নাহি জানি আমি। আবির্ভাব সূর্য্যবংশে কেন হৈলা তুমি॥ আপনার যোগ্যবংশ থাকিতে সম্ভয়। এবংশে উদ্ভব তব উচিত না হয়॥ খলের স্বভাব তব তুল্য মাংসাশিনী। আম্রবনে বিষলতা কেকয় নন্দিনী॥ হায় হায় একি খেদ কহনে না যায়। কি রূপে কেকয় সুতা আবির্ভাব হয়॥ ১২৫॥

॥ ৪॥

আনম্রমৌলিমতি রাহিতরাজবেশ, মানন্দয়ন্ত মথিলা নবলোকনেন। হাহন্ত কেকয়সুতা নয়নাভিরামং, রামং কথং মুনিবেশধরং চকার ॥ ১২৬ ॥

পয়ার ॥ নম্রমুখে বিরাজিত প্রভু রঘুবর। নরেন্দ্র নাথের বেশ তুল্য শশধর ॥ দেখিয়া ভুবন তুষ্ট করিতেন তিনি। নয়নাভি রাম সেই রাম রঘুমনি ॥ হায়ং তুমি তায় সাজায়ে জটাধারী। শ্রীরামে করিলে মাগো অরণ্য ভিকারি ॥ ১২৬ ॥

অথ ভরতং বনে সমাগতং প্রতি শ্রীরাম বাক্যং যথা।

পরস্ত্রীমাত্তের কচিদপি ন লোভঃপরধনে, ন মর্য্যাদাভঙ্গঃ ক্ষনমপি ন নীচেষ্বভিরুচিঃ। রিপৌশৌর্য্যং ধৈর্য্যং বিপদি বিনয়ঃ সম্পাদি সতা, মিদং বর্ত্ম ভ্রাত র্ভরত নিয়তং যাস্যসি সদা ॥ ১২৭ ॥

পয়ার ॥ পরনারী মাতৃতুল্য জানিহ নিশ্চয়। পরধনে লোভ তব কদাচ না হয় ॥ মানব মর্য্যাদা ভঙ্গ না কর কচিৎ। নীচ লোকে অভিরুচি না হয় উচিত ॥ শত্রুবংশে শূরভাব জানাবে নির্যাস। বিপদ কালেতে ধৈর্য্য করিবে প্রকাশ ॥ সম্পাদ সময়ে লোকে করিহ বিনয়। সাধুজনের এই বর্ত্ম জানিবে নিশ্চয় ॥ শুনহ ভরত ভাই আমার বচন। এই বর্ত্মে সদা তুমি করিহ গমন ॥ ২৭ ॥

বাঞ্ছা সজ্জন সঙ্গমে পরগুনে প্রীতিগুরৌ নম্রতা, বিদ্যায়াং ব্যসনং স্বযোষিতিরতির্লোকাপবাদভয়ং। ভক্তিঃ শূলিনি শক্তি রাত্মদমনে সংসর্গ মুক্তিফলে, যেভ্তে যেষু বসন্তি নির্ম্মলগুনা স্তেভ্যো নরেভ্যো নমঃ ॥ ১২৮ ॥

পয়ার ॥ সজ্জন সঙ্গমে বাঞ্ছা যেন তব হয়। গুরুতে করিবে ভক্তি অভ্যাস বিদ্যায় ॥ আপন নারীতে রতি করিহ নিশ্চয়। লোক অপবাদে ভাই করিবেক ভয় ॥ মহেশে রাখিহ ভক্তি আত্মার দমন। খলেতে সংসর্গ তব না হয় ঘটন ॥ নির্ম্মল গুণ এই আছয়ে যাহার। সেই জনে ভাই আমি করি নমস্কার। ১২৮॥

সামান্যোঽয়ং ধর্ম্মসেতুর্নরাণাং, কালে কালে পালনী-
য়োভবদ্ভিঃ। নত্বা নত্বা ভাবিনঃ পার্থিবেন্দ্রান, ভূয়ো
ভূয়ো যাচতে রামভদ্রঃ ॥ ১২৯ ॥

পয়ার ॥ নরের সামান্য ধর্ম্মপথ এই হয়। কালে কালে পালিবেক কহিনু নিশ্চয় ॥ নমস্কার করি ভাবি নৃপতি নিকট। রাখিবেক এই ধর্ম্ম ত্যজিয়ে কপট ॥ যাচিঞা করিনু ইহা তোমাদের স্থানে। ধর্ম্মরূপ সেতু এই রাখিবে যতনে ॥ ১২৯ ॥

ভরত আকাশে।

অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের সেই বাক্য আকাশমার্গে ভরত
শ্রবণ করিয়া মাতৃ উদ্দিশ্য কহিলেন যথা।

হা হন্ত মাতৃ রহহ জ্বলিতানামামাং, কামং দহন্ত্বশনি
শৈলকৃপান বাণাঃ। মন্ত্বজ্জলানি বসহন্তে ভরতঃ সমীলং
শ্রীরামচন্দ্র পাদয়োস্ত ন বিপ্রয়োগং ॥ ১৩০ ॥

পয়ার ॥ হায় কি খেদ মাগো হইল প্রবল। অহর্নিশি দগ্ধ করে প্রজ্জ্বলিতানল ॥ জননী উদ্দিশ্য আমি করি নিবেদন। অশনি পর্ব্বত আদি করিছে পীড়ন ॥ স্বচ্ছন্দে সহন মম এ সকল হয়। ক্ষণমাত্র রঘুনাথের বিচ্ছেদ না সয় ॥ ১৩০ ॥

শ্রীরামঃ।

অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে কহিতেছেন যথা।

মাংবাধতে নহি তথা বিপেনেষু বাসো, রাজ্যেংরুচি র্জনক বান্ধব বৎসলস্য। রামানুজস্য ভরতস্য যথা প্রিয়ায়াঃ, পাদারবিন্দযুগল ক্ষিতিরুৎপলাক্ষ্যাঃ॥ ১৩১॥

পয়ার॥ জনকের প্রিয় তুমি বান্ধব বৎসল। রাজ্যেতে অরুচি তব হইল প্রবল॥ তাহাতে জন্মিল খেদ আমার যেমন। বিপিনে বসতি দুঃখ নহেক তেমন॥ প্রিয়ার চরণ ক্ষত তাহে খেদ নাই। রাজ্য ত্যজিবেক তুমি তাহে দুঃখ পাই॥ ১৩১॥

ততঃ সীতাং প্রণমতি ভরতঃ।

অর্থাৎ জানকীর চরণে ভরত প্রণাম করিতেছেন।

মূর্দ্ধাবদ্ধজটেন বল্কলভৃতা দেহেন পাদানতিং, কুর্ব্বাণি ভরতে তথাপরুদিতং তারাস্বনৈঃ সীতয়া। যেনোদ্বিগ্ন বিহঙ্গ সংকুলতরু র্নিঃসংমদঃ শ্বাপদঃ, শৈলেন্দ্রোহপি কিলেষু ভূরিভিরভূৎ সাস্রঃপয়ঃপ্রস্রয়ৈঃ। ১৩৩।

পয়ার॥ বৃক্ষের বল্কল পরি কৈকেয়ী নন্দন। শিরোপরি জটাভার করিয়া ধারণ॥ জানকীর পাদপদ্মে করিলা প্রণাম। উচ্চস্বরে কান্দে সীতা নাহিক বিশ্রাম॥ জনকনন্দিনী করে এরূপ রোদন। শৈলেন্দ্র তাহাতে যেন করয়ে ক্রন্দন॥ ব্যাকুল বিহঙ্গকুল আছে তরুপরে। এইরূপ তরুবর গিরির উপরে॥ গিরিগুহ হৈতে বারি পড়িছে নিশ্চয়। সেই যেন নেত্রজল এই জ্ঞান হয়॥ ১৩৩॥

ততো ভরতঃ শ্রীরামং প্রতি।

তদন্তর শ্রীরামের প্রতি ভরত কহিতেছেন যথা।

আর্য্যোরাজ্যমলং করোতু বিপিনে বাসোময়াস্বীকৃত,
স্তাতাজ্ঞাপালনব্রতস্যফলং গৃহ্নাতু মত্তোভবান। ইত্যু
ক্তোহভ্যুপগম্যচাহৃতমনারাজ্যেযদা রাঘবঃ,সংপ্রাপ্তো
ভরত স্তদানিজপুরী মাদায় তৎপাদুকে।। ১৩৪ ।।

পয়ার।। রাজ্যের পালন কর প্রভু তত্ত্বময়। বিপিনে বসতি আমি করিব নিশ্চয়।। তাতাজ্ঞা পালন ব্রত ফলের সাধন। আমা হৈতে প্রভু তুমি করিহ গ্রহণ।। রামের নিকটে গিয়া কৈকেয়ী নন্দন। মৃদুভাবে কহিলেক এরূপ বচন।। ভরতের সেই বাক্য করিয়া শ্রবণ। রাজ্যেতে করিলা রাম চিত্ত নিবারণ।। রামের পাদুকা লয়ে ভরত মহাশয়। প্রবেশ করিলা গিয়ে আপন আলয় ।। ১৩৪ ।।

রাজ্যেতেচাভিষিচ্যাথ নন্দিগ্রাম গতঃস্বয়ং। রাঘবা
গমনাপেক্ষী ভরতো পালয়ন্মহীং ।। ১৩৫ ।।

পয়ার।। রামের পাদুকা রাজ্যে অভিষেক করি। স্বয়ং পাইল পনে মাতুলের পুরী।। রঘুনাথের আগমন অপেক্ষা কারণ। নন্দি গ্রামে গিয়া করে রাজ্যের পালন।। ১৩৫ ।।

দৃষ্ট্বাশ্রমানাপ্ চিরায় বিহায় চিত্রকূট স্থলীমিহ বিরাধ
বধং বিহায়। কুম্ভোদ্ভবেন মুনিনা সহ মন্ত্রয়িত্বা রামো
নিবাস মকরোদথ পঞ্চবট্যাং ।। ১৩৬ ।।

পয়ার।। চিরকাল দেখিলেন আশ্রম সকল। তদন্তে ত্যজিলা রাম চিত্রকূট স্থল।। সেইখানে করিলেন বিরাধাক্ষ বধ। দূরীকৃত

হৈলা যেন অরণ্য আপদ॥ মন্ত্রণা অগস্ত্য সহ করি রঘুপতি॥ পঞ্চবটী বনে রাম করিলা বসতি॥ ১৩৬॥

তৎপয়োদমিববীক্ষ্যসশম্পং, কম্পমান কমনীয় কলাপাঃ। তাণ্ডবানিবিদধুস্তরুষণ্ডে, দণ্ডকানন শিখণ্ডি যুবানঃ॥ ১৩৭॥

পয়ার॥ দণ্ডক অরণ্যে ছিল শিখণ্ডীর গণ। নবীন নীরদ রামে কৈল নিরীক্ষণ॥ মেঘে যেন সৌদামিনী রাম রঘুমণি। দেখিয়া করিছে নৃত্য ময়ূরের শ্রেণী॥

বায়ুবেগনরঘুনাথ প্রেরিতেন বিপিনাদুপনীতং স্বর্ণবর্ণ মকরে দধিকর্ণং কর্ণিকার কুসুমং করভোরুঃ। ১৩৮।

পয়ার॥ রঘুনাথের আজ্ঞালয়ে করিয়া গমন। স্বর্ণবর্ণ কর্ণিকার আনিলা লক্ষ্মণ॥ সেই পুষ্প লইলেন জনক নন্দিনী। কর্ণে আরোপিয়া শোভা করিলা আপনি॥ ১৩৮॥

তত্র গমন সময়ে রামচন্দ্রং প্রতি সীতা।

অর্থাৎ গমন সময়ে রঘুনাথের প্রতি জানকী কহিলেন যথা॥

পাদকমলরজোভি মুক্তপাষাণদেহা, মলভত যদহল্যাং গৌতমোধর্ম্মপত্নীং। ত্বয়ি বিচরতি শীর্ণগ্রাবিবিন্ধ্যাদ্রি পাদে কতিকতি ভবিতা রম্ভাপসাদায়বস্তূঃ॥ ১৩৯॥

পয়ার॥ গৌতমের ধর্ম্মনারী অহল্যা সুন্দরী। তাহার পাষাণ মুক্ত করিলা শ্রীহরি॥ পদরেণু পায়ে হৈল পাষাণ মোচন। গৌতম পাইলা নারী কমল লোচন॥ বিন্ধ্যাচল গিরিপরে কত শিলা আছে। গমন করিলে তুমি নারী হয় পাছে॥ কত কত

মুনিবর দারবন্ত হবে। পাষাণ মানবী, নারী কত জনে পাবে ॥ ১৩৯ ॥

অথ লক্ষ্মণো নদীং দৃষ্ট্বা নাবিক মাহ্বয়তি নাবিকঃ প্রবিশ্য শ্রীরামচন্দ্রং প্রতি ॥

অনন্তর লক্ষ্মণ নদী দর্শন করিয়া নাবিককে আহ্বান করিতেছেন নাবিক আগমন করিয়া রামচন্দ্রের প্রতি কহিলেক যথা ॥

মানষী করণ রেণু রস্তি পাদয়ো রিতিকথা প্রথীয়সী।
ক্ষালয়ামি তবপাদ পঙ্কজে নাথ দারুদৃশদো স্তকাভিদা ॥ ১৪০ ॥

পয়ার ॥ মানষী করণ রেণু আছে তব পায়। শুনিয়াছি রঘুনাথ একথা নিশ্চয় ॥ তব পাদপদ্ম আমি প্রক্ষালন করি। পাষাণ দারুর ভেদ কও দেখি হরি ॥

উপলতনু রহল্যা গৌতমেহ শাপা দিয়মপি মুনিপত্নী শাপিতাঙ্গাপি বাস্যাৎ। চরণ মলিন শঙ্কানুগ্রহং তে লভন্তী ভবত্তচির মিয়ংনঃ শ্রীমতী পোতপত্রী ॥ ১৪১ ॥

পয়ার ॥ গৌতম মুনির শাপে অহল্যা সুন্দরী। পাষাণ হইয়াছিল শুনিয়াছি হরি ॥ মোর তরি মুনিপত্নী এই জ্ঞান হয়। কাহার শাপেতে প্রভু তরী হৈয়া রয় ॥ ত্বদিয় চরণ শঙ্ক পায়্যা রঘুনাথ। মানুষী হইবে তরী কহি তব সাত ॥ ১৪১ ॥

শ্রীরামঃ ॥

অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র জানকীর অতিদৈন্য দেখিলেন ॥

দৃষ্টাতিদৈন্যং জনকাত্মজায় স্তত্রৈব রামঃ সহলক্ষ্ম-

নেন। গোদাবরী তীর সমাশ্রিতেষু দেশেষু চক্রে
নিজ পর্ণশালাং ॥ ১৪২ ॥

জানকীর অতিদৈন্য দেখি রঘুবর। লক্ষ্মণ সহিত রাম হইয়া তৎপর ॥ গোদাবরী নদীতীরে পর্ণের আলয়। নির্ম্মাণ করিলা রাম জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৪২ ॥

স্ত্রীমায়য়া ইতি সূর্পণখেতি বুদ্ধ্বা, সৌমিত্রিনা সপদি
খড়্গনিকৃত্ত নাসা। সা রাবণস্য ভগিনী কুপিতাথ গত্বা,
প্রত্যানিনায় খরদূষণ সৈন্যমুগ্রং ॥ ১৪৩ ॥

মায়ানারী সূর্পণখা করিছে ভ্রমণ। তাহাকে হেরিয়া জ্ঞাত হইল লক্ষ্মণ ॥ অসিতে নাসিকা তার করিলেন ছেদ। ছিন্ন নাসা মুক্তকেশা রূপ হৈলা ভেদ ॥ রাবণের ভগ্নী রামা হইয়া কুপিত। খরাদির উগ্রসৈন্য আনিলা ত্বরিত ॥ ১৪৩ ॥

চতুর্দ্দশ সহস্রকং পরমচণ্ডরক্ষোগণং, নিহত্য যুধি
সত্বরং সকল মেকবাণেনসঃ। খরং ত্রিশির সান্বিতং
তদনুদূষণং দুর্দ্ধরং, জঘান ঘন শোষণ স্ফুরিত
কার্ম্মুকো রাঘবঃ ॥ ১৪৪ ॥

চতুর্দ্দশ সহস্রক চণ্ড রক্ষগণ। সত্বরে সমরে মারে কৌশল্যা নন্দন ॥ তিন মাত্রা ধরে সেই সেনাপতি খর। তাহাকে করিলা বধ প্রভু রঘুবর ॥ দূষণ আছিল তার প্রিয় সহোদর। ওইরূপ দশা তার হইল তৎপর ॥ ১৪৪ ॥

সীতারূপং সুধাহৃদ্যং শ্রুত্বা সূর্পণখা মুখাৎ। রাম
মোহায় মারীচং প্রেষয়ামাস রাবণঃ ॥ ১৪৫ ॥

সুধাসম সীতারূপ সূর্পণখা কয়। শ্রবণ করিল তাহা রাবণ

দুর্জ্জয়॥ রঘুনাথের মোহ হেতু মারীচে প্রেরণ। সত্বরে করিল সেই লঙ্কেশ রাবণ॥ ১৪৫ ॥

মারীচঃ স্বগতং।

অর্থাৎ মারীচের মানস দ্বারা বিবেচনা।

কৃতান্ত দণ্ড প্রকাণ্ড দোর্দ্দণ্ডঃ সকল চণ্ডাংসুবংশ্যা খণ্ডনো রামচন্দ্রঃ। অয়মপি মহেন্দ্রাবস্কন্ধস্থানং লঙ্কেশ্বর স্তদবশ্যং শমনভবনাতিথিনা ভবিতব্যং জীবিতেনাদ্য॥ রাঘবাদপি মর্ত্তব্যং মর্ত্তব্যং রাবণা দপি। উভাভ্যাদপি মর্ত্তব্যং বরং রামান্ন রাবণাৎ। ১৪৬।

যমদণ্ড সম রামের দোর্দণ্ড বল। মিহিরের বংশে রাম যেন আখণ্ডল॥ বিদ্যমান লঙ্কাপতি এই দশানন। ইহাকে দেখিলে ইন্দ্র করে পলায়ন॥ ইহার কারনে অদ্য আমার জীবন। অবশ্য অতিথি হৈবে শমন ভবন॥ রাঘব হইতে মৃত্যু নতুবা রাবণ। উভয় হইতে মোর নিশ্চয় মরণ॥ রঘুনাথের হাতে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ এই হয়। রাবণ হইতে মৃত্যু উচিত এনয়॥ ১৪৬॥

স্থললিত ফলমূলৈ স্তত্রকালং কিয়ন্তং, দশরথ কুল দীপে সীতয়া লক্ষ্মণেন। গময়তি দশকণ্ঠোৎকণ্ঠয়া প্রেরিতং প্রাক, কনকময়কুরঙ্গং জানকী সংদদর্শ। ১৪৭।

ফল মূলে সেথা কাল করেন হরণ। অনুজ জানকী সহ রঘুর নন্দন॥ রাবণের ব্যস্ত হেতু মারীচ দুর্জ্জন। কনক কুরঙ্গ হৈয়া করিল গমন॥ স্বর্ণময় মৃগবর অতি সুশোভন। জনক নন্দিনী তাহা করিল দর্শন॥ ১৪৭॥

ততঃ সীতা শ্রীরামং প্রতি।

অর্থাৎ জানকী শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি কহিতেছেন।

প্রিয়তম মৃগ মদ্ভুতাঙ্গমেনং মৃগপতি বিক্রম দেহিমে প্রসীদ। ইতি জনকসুতা বচোঽনুরোধাৎ কনকমৃগং স শরোমিঽন্নিনায় রামঃ॥ ১৪৮॥

প্রিয়তম মৃগ এই অদ্ভুত শরীর। এই মৃগ মোরে দেও ওহে রঘুবীর॥ শুনিয়া সীতার বাক্য রাম রঘুমণি। স্বর্ণমৃগ অন্বেষণে চলিলা আপনি॥ ১৪৮॥

বৎসলক্ষ্মণ ত্বমস্যাঃ প্রজাবত্যাঃ সহায়োভব। যাব দহং কনককুরঙ্গং নিহত্য সমাগচ্ছামীতি নিষ্ক্রান্তঃ।

মোর বাক্য শুন ভাই সুমিত্রানন্দন। সীতার সহায় তুমি থাক হে লক্ষ্মণ॥ কনকের মৃগ মারি না আসি যাবৎ। জানকী সহায় তুমি থাকিবে তাবৎ॥

রামানুসরণং।

অর্থাৎ রামচন্দ্রের মৃগ অন্বেষণ।

আলোকয়ন্ বিশিখমেককরেণ মন্দং কোদণ্ড কাণ্ড মপরেণ করেণ সহ্যং। সংনহ্য পুষ্পলতয়া পটলং জটানাং রামোমৃগং মৃগয়তে বনবীথিকাসু॥ ১৪৯॥

এক হাতে শর লৈয়া করেন দর্শন। অপর করেতে ধনু আছয়ে ধারন॥ পুষ্পলতা লৈয়া জটা বদ্ধ করি শিরে। কাননে কুরঙ্গ রাম অন্বেষণ করে॥ ১৪৯॥

মৃগ চরিতং।

অর্থাৎ মৃগ এইরূপ ব্যবহার করিতেছে যথা।

হস্তপ্রাপ্য মৃগৈতি লেটিচ্ছতৃণং ন স্পৃশ্যন্তা গাহতে.
গুল্মান্‌প্রাপ্যনিবর্ত্ততে কিশলয়া ন্যাঘ্রায়চাঘ্রায়চ।
ভূয়ঃ পশ্যতি গচ্ছতি প্রতিহুশং কণ্ডূয়তে স্বাংতনুং
দূরংধাবতি তিষ্ঠতি প্রচলতি প্রান্তেষু মায়ামৃগ॥ ১৫০॥

হাতে আসি ধরা দেয় যেন মৃগবর। তৃণাদি ভোজন গিয়া করিছে তৎপর॥ কিন্তু মৃগ আইসে বটে ধরা নাহি যায়। দেখিতে দেখিতে যেন লতায় লুকায়॥ পুনঃ পুনঃ নব তৃণ করিয়া আঘ্রাণ। কমল নয়নে পুনঃ দেখে বিদ্যমান॥ সকল দিগেতে মৃগ করিছে গমন। আপনার দেহ পরে করিল ঘর্ষণ॥ দূরে ধায় তিষ্ঠে থাকে চলে পুনরায়। কাননের প্রান্ত ভাগে মৃগ স্বর্ণময়॥ ১৫০॥

তত্র সীতা লক্ষ্মণং প্রতি॥

অর্থাৎ সেই সময় জানকী লক্ষ্মণের প্রতি কহিতেছেন॥

চিরয়তি চিরান্বেষণী নাথঃ কথং রঘুনন্দনো বনপরিস
রাজ্যেতে ক্রূরক্ষপাচর ভৈরবাঃ। মুহুরপি ভবানুক্তো
ন জ্যাপমঃ পরিমার্গণে ব্রজতি তদহোচেতঃ কিং কিং
ন লক্ষ্মণ শঙ্কতে॥ ১৫১॥

হরিণের অন্বেষণে মোর প্রাণনাথ। এতেক বিলম্ব কেন করে রঘুনাথ॥ বিদ্যমান এইসব বন পরিসর। রজনীচরেতে ব্যাপ্ত অতি ভয়ঙ্কর॥ মুহু মুহু আমি কই তোমারে লক্ষ্মণ। মোরনাথে নাহি তুমি কর অন্বেষণ॥ সে আশ্চর্য্য কত মনে হইছে উদয়। মরিলে কি প্রাণনাথ লইবে আমায়॥ ১৫১॥

চিরাদ্দৃষ্টে রামেকরণ কটুভির্মৈথিলসুতা বচোভিঃ

কোদণ্ডাটনি জনিত রেখান্তরগতাং। বিধায়েনাং রামস্ফুরিত পাদপদ্মাকৃতভুবং তধ্বনি পশ্যন্ কথমপি স সৌমিত্রিরগমৎ ॥ ১৫২ ॥

পয়ার ॥ না দেখিয়া রঘুনাথে সুমিত্রা নন্দন। জানকীর কটু বাক্য করিয়া শ্রবণ ॥ ধনুর্কের রেখা ভূমে করিয়া লিখন। তার-মধ্যে জানকীরে রাখিলা লক্ষ্মণ ॥ শ্রীরামের পাদপদ্ম চিহ্ন নিরূ-পণ। সেই পথ নিরক্ষীয়া চলিল লক্ষ্মণ ॥ ১৫২ ॥

নীতোদূরং কনকহরিণ ছদ্মনা রামভদ্রঃ, পশ্চাদেনং দ্রুতমনুসরত্যেষু বৎসঃ কনিষ্ঠঃ। বিভ্যৎ বিভ্যৎ প্রবিশতি ততঃ পর্ণশালাং, সভিক্ষুর্ধিগ ধিক কষ্টং প্রথ য়তি নিজামাকৃতিং রাবণোহয়ং ॥ ১৫৩ ॥

কনক হরিণসেই ছদ্মবেশ ধরে। রঘুনাথে লৈয়া মৃগ গেল অতি দূরে ॥ তাহার পশ্চাৎ দ্রুত উদ্বিগ্ন মনে। চলিলা লক্ষ্মণ দেব রাম অন্বেষণে॥ তদন্তে আপন তনু লঙ্কার রাবণ। লুকয়ে সন্ন্যাসী বেশ করিলা ধারণ ॥ ছদ্মবেশে লঙ্কাপতি ভিক্ষুকের প্রায়। সভয়ে প্রবেশ করে পর্ণের আলয় ॥ ১৫৩ ॥

রামোন্মুক্তৈক বাণ প্রতিহত হৃদয়ঃ কাঞ্চনাঙ্গঃ কুরঙ্গঃ সদ্যোমারীচনামাহজনিরজনিচরঃসান্দ্রবক্তাক্তরঙ্কাঃ। ভিক্ষুঃ কোহপি ক্ষণার্দ্ধোম্মণিখচিত চলৎ কুণ্ডল শ্রেণী শোভা, বীচি খেলৎ কপোল স্ফুরিত দশশিরাঃ কুম্ভ কর্ণাগ্রজোভূৎ ॥ ১৫৪ ॥

শোভাকর মৃগ সেই ছিল স্বর্ণময়। রামের বাণেতে হৈল বিদীর্ণ হৃদয় ॥ তদন্তে আপন তনু করিলা ধারণ। রক্তমাখা বক্ষঃস্থল

মারীচ দুর্জ্জন ॥ ক্ষণকাল মধ্যে পরে পূর্ব্বে যোগীবর। স্বকীয় শরীর তার করে পরিসর ॥ কুম্ভকর্ণের অগ্রজন্মা হৈয়া দশানন। বিচিত্র কুণ্ডল কর্ণে করিল শোভন ॥ ১৪৪ ॥

অপিচ ॥ অর্থাৎ আর বলি ॥

বাণেন দিব্যেন রঘুপ্রবীরো, মৃগস্য বক্ষঃস্থলবদ্ধলক্ষ্যাঃ। বিব্যাধযাবত্তরসা তপস্বীং, দশানন স্তাবদিহ জগাম ॥

পয়ার ॥ দিব্যবাণে রঘুনাথ মৃগ বক্ষঃস্থল। লক্ষকরি বিন্ধিলেন তাহাতে প্রবল ॥ সেই কালে দশানন তপস্বীর বেশে। সীতার সমীপে গিয়া ত্বরিতে প্রবেশে ॥ ১৫৫ ॥

ভিক্ষাং প্রযচ্ছ ননু সূর্য্যকুলাবতংসে, বংশে বিদেহ নৃপতেঃ পতিতাসি সাধ্বী। এতদ্গৃহান হরিপাদ রজো বিমিশ্রং, নির্ম্মাল্যদাম সকলেপ্সিত সিদ্ধিহেতুং। ১৫৬।

পয়ার ॥ বিদেহ রাজার কন্যা সাধ্বী তুমি হও। সূর্য্যকুলে অবতংসা ভিক্ষা মোরে দেও ॥ নারায়ণের পাদপদ্ম রজো মাখা মালা। গ্রহণ করহে তুমি জনকের বালা ॥ সকল বাসনা সিদ্ধি পূর্ণ এতে হয়। নির্ম্মাল্য মালা এই জানিবে নিশ্চয় ॥ ১৫৬ ॥

ইতি তুলসীং দর্শয়তি ॥

অর্থাৎ রাবন এই কথা জানকীরে তুলসী দশন করাইতেছে ॥ যথা ॥

দৃগ্ভঙ্গিমল্লিমশীতৈ রসতীরহস্য মন্বেষয়ন্ কপট ভিক্ষুক লক্ষিতোহসি। আসং প্রভুঃ সুভগ নাহমিতি ক্ষমস্ব ভৈক্ষায় মাকুরু মৃষাত্বয়মঞ্জলিস্তে ॥ ১৫৭ ॥

পয়ার ॥ নয়ন ভঙ্গিমা হেরি মোর জ্ঞান হয়। অসতী রহস্য

ভব হৈয়াছে উদয়॥ কপট ভিক্ষুক তোরে দেখিতেছি আমি। স্বয়ং আমি প্রভু নই, জানিবেক তুমি॥ এইহেতু ক্ষমাকর ওহে যোগীবর। ভিক্ষাহেতু মিথ্যাবাক্যে নাহবে তৎপর॥ কর-পুটে প্রণিপাৎ করিনু তোমায়। এইহেতু যোগীবর ক্ষমা দেও আমায়॥ ১৫৭॥

সব্যাহরন্ধর্ম্মিনি দেহিভিক্ষা মলজ্ঞয়ৎ লক্ষ্মণ.দত্ত
রেখাং। অগ্রাহতাং পাণিতলেক্ষিপন্তীং মগহ্বয়ন্তীং
রঘুরাজ পুত্রৌ॥ ১৫৮॥

পয়ার॥ লক্ষ্মনের দত্ত রেখা করিয়া লঙ্ঘন। এইকথা কহিলেক লঙ্কেশ রাবণ॥ সাধ্বী সতীত্ব ধর্ম্মিণী ভিক্ষা মোরে দেও। রঘুনাথের প্রিয়া নারী তুমি রামা হও॥ গ্রহণ করিল পরে জানকীর কর। উচ্চৈঃস্বরে ডাকে সীতা কোথা রঘুবর॥ ১৫৯॥

মার্গংমার্গং মৃগয়তি মৃগারাতি রামে বিরামে শোকং
শোকং গতবতিগতে লক্ষ্মণে লক্ষ্মণেন। নীতানীতা
স্বরস্বরবধূ রাজলক্ষ্মা মলঙ্কাং সীতা সীতা তপনতনয়া
রাবণে রাবণেন॥ ১৬০॥

পয়ার॥ মৃগপথ অন্বেষণে মৃগ অরি রাম। গমন করিল যদি প্রভু গুণধাম॥ অতি শোকে শোকাকুল হইয়া লক্ষ্মণ। চিহ্ন নিরক্ষিয়া করে রাম অন্বেষণ॥ সেইকালে দশানন রাক্ষসের পতি। লঙ্কায় লইয়া সীতা করিলেক গতি॥ বিদেহ তনয়া মধ্যে শোভাকারী সীতা। সুন্দর ললিত অঙ্গ রূপ গুণযুতা॥ সীতার কারণে সেই রাবণ সন্তান। দাসী কর্ম্মে সুরবধূ করিবে বিধান॥ ১৬০॥

শ্রাবণেন হৃতাসীতা কৃষ্ণপক্ষেঽসিতাষ্টমী। অর্দ্ধরাত্রৌ
দিনস্যার্দ্ধে অর্দ্ধচন্দ্রার্দ্ধে ভাস্করে ॥ ১৬১ ॥

পয়ার ॥ চতুর্থীর চন্দ্রোপমা জনক নন্দিনী। ভিক্ষুকের অঙ্ক ভিক্ষা দিয়াছেন তিনি ॥ অষ্টমে অসিত তাঁর হৈয়াছে উদয়। এরূপে আছিলা সীতা অত্রির আলয়। কৃষ্ণপক্ষে অর্দ্ধ দিনে লঙ্কেশরাবণ। করে ধরে সেই সীতা করিল হরণ ॥ ১৬১ ॥

সীতা দশমুখনীতা ভীতা বদতি কাঞ্চনদ্যোতা। রঘু
নন্দন রঘুনন্দন রঘু নন্দন রামচন্দ্রেতি ॥ ১৬২ ॥

পয়ার ॥ হরিলা জানকী সীতা লঙ্কেশ রাবণ। অকস্মাৎ হৈল যেন প্রমাদ ঘটন ॥ ওহে রাম রঘুবর ওরঘুনন্দন। ভয়েতে জানকী কয় এরূপ বচন ॥ ১৬২ ॥

অপচি

হা রাম হা রমণ হা জগদেক বীর, হা নাথ হা রঘুপতে
কিমুপেক্ষসে মাং। ইত্থং বিদেহতনয়াং বহুধা লপন্তী
মাদায় রাক্ষসপতি র্নভসা জগাম ॥ ১৬৩ ॥

পয়ার ॥ হায় রাম রঘুনাথ জগতের বীর। আমাকে তেজিয়া নাথ কোথা হৈলা স্থির ॥ বহুধা বিলাপ করি কোথা রঘুপতি। আমাকে লইয়া যায় রাক্ষসের পতি ॥ ১৬৩ ॥

রাবণস্য রথসঙ্গতাসতী নূপুরং পরিসসর্জ্জ সত্বরা।
উত্তরীয়মপি কঙ্কণং কুচিচ্চারুহার মপিচ স্থলেঽ। ১৬৪।

পয়ার ॥ রাবণের রথে গিয়া জনকনন্দিনী। সত্বরে নূপুর ত্যাগ করিলা আপনি ॥ উত্তরি বসন আর কোথায় কঙ্কণ। কোন স্থানে চারুহার ত্যজিলা তখন ॥ ১৬৪ ॥

অথ জটায়ু বৃত্তান্তঃ।

ইতোবাণং রামঃ ক্ষিপতি হরিণে মুক্তকরুণঃ, স চাপং
সৌমিত্রিঃ স্বজনমনুজাতি ক্রুত্তমিত। ইতঃ সীতাভিক্ষা
মুপনয়তি ভিক্ষো করতলেঃ, এষং ব্যোম্নি প্রেংক্ষণ
যুগপদক্কমালোকয়মিদং।। ১৬৫ ।।

করুণা করিয়া ত্যাগ কমললোচন। হরিণের প্রতি বান করিলা ক্ষেপণ।। সত্বরে সুমিত্রা সুত ধনুর সহিত। শ্রীরামেরে লক্ষ্য করি চলিল ত্বরিত।। হেথায় ভিক্ষুক হাতে জনকনন্দিনী। ভিক্ষা দান করে সেই রামের রমনী।। আকাশে উঠিয়া তিন কর্ম্ম দেখিলেন। তাহার বিশেষ আমি ক্রমে কহিলেম।।

রাবণ রথস্থাং সীতাং দৃষ্ট্বা স্বগতং।

অর্থাৎ রাবনের রথে জানকীকে জটায়ু দর্শন করিয়া মানসের দ্বারা বিবেচনা করিতেছে যথা।।

মারীচ মৃগয়াবরুগ্নে রামভদ্রেচ লক্ষ্মণে। কথমেষা
কুরঙ্গাক্ষী রাবণস্য রথোপরি।। ১৬৬ ।।

মারীচ মৃগয়া হেতু ব্যাগ্র রঘুপতি। তদধিক দুঃখী তাঁহে লক্ষ্মণ সুমতি।। হরিণ নয়নী সীতা বিদেহ নন্দিনী। রাবণের রথোপরে কি প্রকারে তিনি।। ১৬৬ ।।

দৃষ্ট্বাকাশাদবতরন্তি তমবতরন্তং দৃষ্ট্বা রাবনঃ।

অর্থাৎ রাবনের রথে জানকীকে জটায়ু দর্শন করিয়া আকাশ হইতে অবতরন হইতেছে তাহাকে রাবন দেখিয়া তর্কনা করিতেছে যথা।।

মৈনাকঃ কিময়ং রুণদ্ধি, গগণে মন্মার্গ মব্যাহতং,
শক্তিস্তস্য কুতঃ স বজ্রপতনাদ্ভীতো মহেন্দ্রাদপি।
তার্ক্ষ্যঃ সোঽপি সমং নিজেন বিভুনা জানাতি মাং
রাবণং, অজ্ঞাতঃ স জটায়ুরেষ রজসা গৃস্তোবধং
বাঞ্ছতি ॥ ১৬৭ ॥

মৈনাক পর্ব্বত এই করি অনুমান। অব্যাহত মোর মার্গ কৈল রুদ্ধমান॥ তাঁহার কোথায় শক্তি কথন সে নয়। ইন্দ্রের কুলিশ ভয়ে লুক্কায়িত হয়॥ তবে বুঝি হবে সেই পন্নগ অশন। কৃষ্ণের সহিত জানে আমি যে রাবণ॥ অজ্ঞান সে জরাতুর জটায়ু নিশ্চয়। মৃত্যু বাঞ্ছা করি বুঝি হইল উদয়॥ ১৬৭ ॥

রাবণং প্রতি জটায়ুঃ।

অর্থাৎ রাবণের প্রতি জটায়ু কহিতেছে যথা।

জন্ম ব্রহ্মকুলে হরার্চ্চন বিধৌ কৃত্বাশিরঃ কর্ত্তনং,
ভক্তির্বজ্রিনি বাহুদণ্ড দলন ব্যাপার শক্তিঃপরা।
হেলোত্তোলিত কেলিকন্দকনিভঃ কৈলাশ উৎ-
পাটিত, স্তৎ কিং রাবণ লজ্জসে ন হরসে চৌর্য্যেণ
পত্নীং রঘোঃ ॥ ১৬৮ ॥

ব্রহ্মকুলে জন্ম তব শুনহে রাবণ। শিরঃচ্ছেদ করি কৈলে হরের অর্চ্চন॥ বাহুদণ্ড বলে তব মহেন্দ্র লুকায়। হেলায় কৈলাশ গিরি উৎপাটিত হয়॥ এরূপ করেছ কর্ম্ম তুমিহে রাবণ। রামের রমণী চৌর্য্যে করিলে হরণ॥ এই হেতু আমি কই ওহে লঙ্কেশ্বর। কেন লজ্জা নাহি কর ইহাতে বিস্তর॥ ১৬৮ ॥

অপিচ। অর্থাৎ আর বলি।

জন্মব্রহ্মকুলেস্তপস্তনুপমং বীর্য্যঞ্চ লোকোত্তরং, কিঞ্চৈশ্বর্য্য মহো ত্রিলোক জয়িনঃ স্বর্গাঙ্গনা স্বামিনঃ। ইত্যস্মাদপি বাঞ্ছিতং কিমধিকং সীতাসমাকৃষ্যতে, তস্মাত্ত্বং সহবান্ধবৈঃপশুমতে যাতাসি নিঃশেষতাং ॥ ১৬৯॥

ব্রহ্মকুলে জন্ম তব অনুপম তপ। ত্রিলোকেতে বীর্য্য তব আছয়ে প্রভব ॥ স্বর্গ রমণীর স্বামী মহেন্দ্র সমান। সেরূপ ঐশ্বর্য্য তব আছে বিদ্যমান॥ এই কি অধিক বাঞ্ছা কর লঙ্কাপতি। আকর্ষণ করে সীতা লইলে সম্প্রতি॥ সেই হেতু পশুমতি বান্ধব সহিত। নিঃশেষ হইবে তুমি কহিনু বিহিত॥ ১৬৯॥

অবিদুষ স্তবদোষ মহং সহেবিসৃজ বীরবধূং পতি দেবতাং। শরনমস্মি জটায়ু রহংসখা দশরথস্য রথ স্তব তিষ্ঠতু॥ ১৭০॥

অবিদিত হৈয়া কর্ম্ম করে থাক যদি। সহিনু তোমার দোষ শুন গুণনিধি॥ বীরের রমণী সীতা দেবতার নারী। সম্প্রতি করহে ত্যাগ মানবের অরি॥ জটায়ু আমার নাম লইনু শরণ। দশরথের সখা আমি শুনহে রাবণ॥এইক্ষণে লঙ্কাপতি তিষ্ঠ তব রথ। উচিত বাক্যেতে কভু না যাবে কুপথ ॥ ১৭০॥

তথাপি তমববীর্য্য গতে রাবণে।

অর্থাৎ তথাপি জটায়ুকে তুচ্ছ করিয়া রাবণ গমন করিলেক সেই রাবণকে জটায়ু পুনরায় কহিতেছে।

রেরেভোঃ পরদার চৌর কিমিদং ধীরংত্বয়া গম্যতে,

তিষ্ঠাধিষ্ঠিত গন্ধমাদন তটঃ প্রাপ্তো জটায়ুঃ স্বয়ং।
মুঞ্চৈনাং পতিদেবতাং ন খলুচেন্মত্তুণ্ড চণ্ডাঙ্কুশ,
ক্রীড়া কর্ষণ নির্গতাস্রমুবসঃ পাশ্যন্তিগৃধ্রাস্তব। ১৭২।

পরনারী চোর ওরে রাক্ষসের পুতি। এই মন্দ কর্ম্ম তুমি করিলে সম্প্রতি ॥ তিষ্ঠে থাক যাও কোথা নিকষা তনয়। স্বয়ং জটায়ু আমি জান না আমায় ॥ গন্ধমাদন গিরি আমি করি অধিষ্ঠান। সে কথা অজ্ঞাত আছ লঙ্কেশ অজ্ঞান ॥ দেবতার নারী তুমি কর পরিত্যাগ। নতুবা যাইবে অদ্য তব অনুরাগ ॥ মোর চঞ্চু দেখ এই অঙ্কুশ স্বরূপ। ইহার কর্ষণে তোরে করিব বিরূপ ॥ বিদীর্ণ হই বে অদ্য তব বক্ষঃস্থল। করিবে রুধির পান শকুন সকল। ১৭২।

সীতামাশ্বাসয়ন্ রাবণং প্রতি ক্রোধং নাটয়তি।

অর্থাৎ জানকীকে জটায়ু অভয় প্রদান করিয়া রাবণের প্রতি ক্রোধ বৃদ্ধি করিতেছে যথা ॥

মাভৈষীঃ পুত্রীসীতে ব্রজতিমমপুরো নৈষদূরং দুরাত্মা
রেরেরক্ষঃ ক্কদারান্ রঘুকুল তিলকস্যাপহৃত্য প্রয়াসি।
চঞ্চ্বাক্ষেপ প্রহারৈস্ত্রুটিতধমতিভির্দিক্ষুর্বিক্ষিপ্যমাণৈ,
রাশাপালোপহারং দশভি রপিভূশ স্তচ্ছিরোভিঃ
করোমি ॥ ১৭৩ ॥

মাভৈষী জনক পুত্রি ভয়কি তোমার। কখন দুরাত্মা অগ্রে না যাবে আমার ॥ ওরে২ রক্ষপতি রাক্ষস দুর্জ্জন। হরিয়া রামের নারী করিছ গমন ॥ তব দশমুণ্ড আমি করিয়া ছেদন। দিক-পাল দশজনে করিব পূজন ॥ দিশি দিশি দিশ্যমানে তব দশ মাতা। চঞ্চুর প্রহারে ছেদ করিব সর্ব্বথা ॥ ১৭৩ ॥

আঃ পাপিন্ পশ্যতো মে, রঘুতিলক বধূং চোরয়িত্বা প্রয়াতুং, সীতা সীতাংশুলেখামিব গিরিশ শিরঃ শায়িনী মুদ্যতোহংসি। এভিস্থিত্বা শিরাংসি প্র র মথ মুখৈ দীপ্তচূড়ামণী, নিত্বামুদ্যাহং গরুত্মানুরগমি বসুধা হারিণং সংহরামি ॥ ১৭৪ ॥

ওরে পাপী রক্ষপতি রাক্ষস অধম। ত্রিভুবনে পাপী নাহি দেখি তোর সম ॥ মহেশের শিরশায়ী সুধাংশুর লেখা। তেমতি ভূতলে সীতাভুবি চন্দ্রলেখা ॥ এরূপা রমণী রামের করিয়া হরণ। গমনে উদ্যত হৈলে রাক্ষস দুর্জ্জন ॥ মোর নথে তবমুণ্ড ছেদিব নিশ্চয়। দীপ্তমান চূড়ামনি যাহে শোভাপায় ॥ গরুড় উরগ নষ্ট করয়ে যেমন। সংহার করিব অদ্য তোমারে তেমন ॥ ১৭৪ ॥

অথ যুদ্ধং ॥

রাবণের সহিত জটায়ুর যুদ্ধ ॥

অক্ষং বিক্ষিপতি ধ্বজং বিভজতে মূর্দ্ধাতিনঙ্গং যুগং, চক্রং চূর্ণয়তি ক্ষিণোতি তুরগানুক্ষঃপতে পক্ষিরাট্। ক্রুদ্ধে গর্জ্জতি তর্জ্জয়ত্যভি ভর্ত্যালম্বতে, তাডয়ত্যা কর্ষতি প্রকর্ষতি প্রচলয়ত্যঙ্ক ত্যুদঞ্চত্যাপি ॥ ১৭৫।

পয়ার ॥ রাবণের অক্ষ পক্ষি কৈল বিক্ষেপণ। তাহার পশ্চাৎ ধ্বজা করিল ভঞ্জন ॥ যোঁয়াল চক্রচূর্ণ হৈল ক্ষীণ কৈল ঘোড়া। তর্জ্জন করিছে পক্ষি গর্জ্জন অসোঢ়া ॥ রাবণের অবিভব হইল সকল। ভয়ে ভীত হৈয়া সবে কাঁপিছে প্রবল ॥ তাড়না করিয়া পক্ষি করে আকর্ষণ। ক্রোধহৃষ্টে দেখিঊর্দ্ধে করিলগমন ॥ ১৭৫ ॥

ক্রুদ্ধস্ততো দৃঢ়চপেট শিলাতলেন রক্ষঃপিপেষ গগণে
দ্ভুত পক্ষিরাজং। ঈষৎ স্থিতা স্বরপত্তদ্ভুবি রাম রাম
রামেতি মন্ত্র মনিশং নিগদন্ জটায়ু ॥ ১৭৬ ॥

পয়ার ॥ সেইহেতু ক্রুদ্ধহৈয়া লঙ্কেশ রাবণ। চপেট মারিয়া কৈল পক্ষিরে পেষণ॥ অদ্ভুত পক্ষিরাজ গগণে আছিল। প্রাণ মাত্র অবশেষ অত্যল্প রহিল॥ রাম রাম এই মন্ত্র জপি নিরন্তর। পতিত হইল পক্ষি ধরার উপর॥ ১৭৬॥

অথকৃত রথভঙ্গং পক্ষিবীরং নিহত্য, ক্ষিতিগত মবলোক্য
শ্বাস মাত্রাবশেষং। জনক নৃপতিপুত্রীং ক্ষিপ্রমানীয়
লঙ্কাং, স রভস মুপদধ্নে শোককেলীবনান্তে। ১৭৭।

পয়ার ॥ রথভঙ্গ পক্ষিরাজে করিয়া হনন। ক্ষিতিগত কৈল তাকে লঙ্কেশ রাবণ॥ শ্বাস মাত্র শেষ হৈয়া পড়ে ধরাতলে। রাবণ দেখিল পক্ষি আছে মৃতছলে॥ জনক নৃপতি পুত্রী লইয়া ত্বরিত। লঙ্কায় অশোক বনে হৈল উপস্থিত॥ ১৭৭॥

অথ পতিত জটায়ুখেদঃ।

অর্থাৎ জটায়ু পতিত হইয়া খেদ করিতেছেন।

ন মৈত্রী নির্ব্যূঢা দশরথনৃপে কার্য্যবিষয়া, ন বৈদেহী
ত্রাতা ন চরণহতো রাক্ষসপতিঃ। ন রামস্যা স্যেন্দুর্নয়ন
বিষয়োদ্ভুদকৃতিনো, জটায়োর্জ্জন্মেদং বিতথ মভবদ্
ভাগ্যরহিতং ॥ ১৭৮ ॥

পয়ার ॥ দশরথের কার্য্যে কভু মৈত্র না হলেম। জানকী রাখিতে আমি নাহি পারিলেম॥ চরণ আঘাতে হত নহে লঙ্কেশ্বর। না হইনু রঘুনাথের নয়ন গোচর॥ অকৃতি জটায়ু আমি

অতি অভাজন। জগতে হৈয়াছে মোর অভাগ্য জনম ॥ ১৭৮ ॥

অথ পথি রাম লক্ষ্মণয়ো রুক্তি প্রত্যুক্তী।

অর্থাৎ পথে রাম লক্ষ্মণে কথোপকথন।

একাকিনী মূটজসীম্নি বিহায়সীতাং, কিংবৎস মৎ সবিধমাকুল মাগতোঽসি। অত্রাগতে চিরয়তি ত্বয়িবীর দেব্যা, নৈবস্থিতঃ কটুকদুক্তি কদর্থিতোঽহং ॥ ১৭৯ ॥

পয়ার ॥ কুটিরে কামিনী একা রাখিয়া লক্ষ্মণ। আমার নিকটে কেন কৈলে আগমন ॥ এখানে বিলম্ব তব হৈল রঘুবর। আমাকে জানকী দেবী করে কটূত্তর। তাহাতে থাকিতে আমি না পারি তথায়। সেইহেতু রঘুবর আইনু হেথায় ॥ ১৭৯ ॥

বাণেনৈকেনাদ্ভুতং তংনিহত্য মারীচাখ্যং জাতুধানং জবেন। সীতাশূন্যাং পশ্যতঃ পর্ণশালাং, কিংকিং বৃত্তং নো তদা রাঘবস্য ॥ ১৮০ ॥

পয়ার ॥ মারীচ নামক রক্ষ আছিল প্রকাশ। এক বাণে রাম তারে করিলা বিনাশ ॥ সীতাশূন্য পর্ণালয় দেখিলেন আসি। গগণ হইতে যেন সূর্য্য পড়ে খসি ॥ সেই কালে রঘুনাথের কিনা হৈয়া ছিল। মন্দদশা কতদুঃখ প্রমাদ পড়িল ॥ ১৮০ ॥

মায়াকুরঙ্গং বিনিহত্যবাণৈ র্ভ্রাতাসহাগত্যচ পর্ণশালাং। কোণত্রয়ং তত্র সমীক্ষ্য শূন্যং দ্রষ্টুং চতুর্থং ন শশাক রামঃ ॥ ১৮১ ॥

পয়ার ॥ মায়াময় মৃগমারি রঘুর নন্দন। পর্ণালয়ে আগমন সহিত লক্ষ্মণ ॥ অবিলম্বে তিনকোণ দেখে রঘুপতি। দেখিতে চতুর্থ কোণ শক্ত নহে মতি ॥ ১৮১ ॥

অথ রাম বিলাপঃ ।

অর্থাৎ জানকীর বিরহে রামচন্দ্র বিলাপ করিতেছেন।

বহিরপি ন পদানাং পঙ্ক্তিরস্তর্ন কাচিৎ, কিমিদমিহ সীতাং পর্ণশালাং কিমন্যা। অহমপি কিমনাহং সর্ব্বথা রাঘবশ্চেৎ, ক্ষণমপি নহি সোঢ়া হন্তসীতাবিয়োগং। ১৮২।

পয়ার ॥ অন্তর বাহির আমি দেখিনু নয়নে। জানকীর পদ লেখা নাহি কোন স্থানে। এখানে প্রিয়সী নাই একি হৈল দায়। এই বুঝি মোর সেই পর্ণশালা নয় ॥ আমি যেন আমি নই এই জ্ঞান হয়। মোর মনে এইরূপ হৈয়াছে উদয় ॥ যদি আমি হই-তেম কমল লোচন। জানকী বিরহ মোর নাহৈত সহন ॥ ১৮২ ॥

হা পর্ণশালাঙ্গনবাসযষ্টে হাভূতদাবিস্কৃতচন্দ্রলেখে। মজ্জীবনানা মবলম্ব শাখে। বৈদেহি বৈদেহি কুতো গতাসি ॥ ১৮৩ ॥

পয়ার ॥ আলয়ের অঙ্গনায় যষ্টিরূপা ছিলে। আবিস্কৃতা চন্দ্র লেখা তুমি ধরাতলে ॥ সুশীল জনের হও শাখাবলম্বন। হায়২ কোথা প্রিয়ে করেছে গমন ॥ ১৮৩ ॥

সভুরজো রঞ্জিত সর্ব্বকায়ো বভৌবিভূর্মন্যু বিদীর্ণ চেতাঃ। যোষিদ্বিয়োগানলদহ্যমানঃ স্বকান্ত মালিঙ্গয় তীবভূমিঃ ॥ ১৮৪ ॥

পয়ার ॥ ধরার ধূলায় পাণ্ডি দীপ্ত দয়াময়। শোকানলে দগ্ধ দেহ বিদীর্ণ হৃদয় ॥ কামিনী বিরহ অগ্নি করিছে দাহন। ক্ষিতি যেন স্বীয়পতি করে আলিঙ্গন ॥ ১৮৪ ॥

অত্রাবসরে মুনিজন বাক্যং।

অর্থাৎ এবিষয়ের অবসর হইলে মুনিজনের বাক্য।

একদৈবত্ত রামেণ লব্ধংশোক চতুষ্টয়ং। রাজ্যনাশো বনেবাসো হৃতা সীতা মৃতঃপিতা ॥ ১৮৫ ॥

পয়ার ॥ একরাম কর্তৃলাভ অর্থচতুষ্টয়। বিভেদ করিয়া কহি তাহার বিষয় ॥ রাজ্যনাশ বনেবাস জানকী হরণ। দৈবিহেতু হৈল তাঁর পিতার মরণ ॥ ১৮৫ ॥

অসম্ভবং হেমমৃগস্য জন্ম তথাপি রামো লুলুভেম্মৃগায়। প্রায়ঃ সমাসন্ন বিপত্তিকালে ধিয়োহি পুংসাং মলিনী ভবন্তি ॥ ১৮৬ ॥

সোণার মৃগের জন্ম সম্ভব না হয়। তথাপি মৃগের লাগি লুব্ধ দয়াময় ॥ নিকটে বিপত্তিকাল হৈলে উপস্থিত। ধীমান জনের হয় বুদ্ধি বিপরীত ॥ ১৮৭ ॥

কর্ম্মণাবাধ্যতে বুদ্ধি র্বুদ্ধ্যাকর্ম্ম ন বাধ্যতে। সুবুদ্ধিরপি যদ্রামো হৈমং হরিণ মন্বগাৎ ॥ ১৮৮ ॥

কর্ম্মেতে বাধিতা বুদ্ধি আছয়ে নিশ্চয়। বুদ্ধি হেতু কর্ম্ম বাদ কদাচ না হয়॥ যে হেতু সুবুদ্ধি রাম কৌশল্যা নন্দন। সোণার মৃগের পাছে করিল গমন ॥ ১৮৮ ॥

রাজ্যাদ্‌ভ্রংশয়তা বনং গময়তা ঘোরৈ স্ত্রিয়ামাচরৈ, রেবং কারয়তা মতিং ছলয়তা মায়ামৃগ ছদ্মনা। দারান্ হারয়তা বনে ভ্রময়তা নানাবনালীতলং, রামস্যাপি কৃতং শঠেন বিধিনা দুঃখাতিদুঃখং মহৎ। ১৮৯

রাজ্যচ্যুত করে বিধি দিল বনবাস। রাক্ষস সহিত পরে শত্রু

তা প্রকাশ ॥ মায়ামৃগ ছলে মত্তি করিয়া ছলনা। দী[illegible] বিধি করিল ঘটনা ॥ বিবিধ বনালীতল কাননে ভ্রমণ। বি[illegible] হৈতে হৈল রামের এসব ঘটন ॥ ১৮৯ ॥

হাবল্লভে জনকবংশজ বৈজয়ন্তি, হামদ্বিলোচন
চকোরনবেন্দুলেখে। ইত্থংস্ফুটং বহুবিলপ্য বিলপ্য
রাম স্তামেব পর্ণবসতিং পরিতশ্চচার ॥ ১৯০ ॥

নয়ন চকোর মোর নব ইন্দু লেখা। বিদেহ রাজার বংশে আছিলে পতাকা ॥ এরূপ বিলাপ করি রঘুর নন্দন। কুটিরের চারিদিক করেন ভ্রমণ ॥ ১৯০ ॥

পুনঃ পর্ণশালাং বিলোক্য।

অর্থাৎ পুনর্ব্বার পর্ণশালা অবলোকন করিয়া
রামচন্দ্র কহিতেছেন।

আলিঙ্গতাত্র সরসীরুহ কোর কাক্ষী পীতোহবরোত্র
মধুরো বিধুমণ্ডলাস্যো। রঙ্গাবতার মকরন্দবিমর্দ্দি
তানি পুষ্পান্যমুনি দয়িতে কগতাসি শুভ্র ॥ ১৯১ ॥

সরোরুহ তুল্য তার আছিল নয়ন। এই স্থানে সেই প্রিয়া করি আলিঙ্গন ॥ মধুর বদন তার বিধুর সমান। তাহাতে করিনু আমি সুধাধর পান ॥ ক্রীড়ার কুসুম এই আছয়ে হেথায়। প্রাণের প্রিয়সী মোর গিয়াছে কোথায় ॥ ১৯১ ॥

অথ সীতান্বেষণে রাম চরিতং।

অর্থাৎ জানকীর অন্বেষণে রঘুনাথ এইরূপ ব্যবহার
করিতেছেন যথা।

হেগোদাবরি রম্যবারি সুভগে দৃষ্টাত্বয়া জানকী, সা

নূপুরং প্রাপ্য।

অর্থাৎ অরণ্যের মধ্যে জানকীর নূপুর পাইয়া রঘুনাথ কহি-তেছেন যথা।

চক্ষুর্মে প্রীণয়ত্যে তৎ সীতায়া ইহ নূপুরং। অবধারয় সৌমিত্রি ভূষণান্তর মাম্যতঃ। ২০১।

সীতার নূপুর হেরি কমললোচন। আহ্লাদিত হও চক্ষু কন অনুক্ষণ।। ডাকিয়া কহেন ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ। কোথা আছে দেখ আর অন্য অভরণ।। ২০১।।

লক্ষ্মণঃ। অর্থাৎ লক্ষ্মণ কহিতেছেন যথা।

নাহং জানামি কেয়ূরে নাহং জানামি কঙ্কণে। নূপুরে চাভি জানামি নিত্যং পাদাভিবন্দনাৎ।। ২০২।।

কভু নাহি জানি রাম কেয়ূর কঙ্কণ। নিত্য করিতেম আমি চরণ সেবন।। সেই হেতু জ্ঞাত আছি রতন নূপুর। বিনয় করিয়া কহে লক্ষ্মণ ঠাকুর।। ২০২।।

ততঃ কিয়দ্দূরং গত্বা পতিত সীতোত্তরীয়প্রাপ্তো রামঃ। অর্থাৎ তদনন্তর কিয়দ্দূর গমন করিয়া জানকীর উত্ত-রীয় বসন প্রাপ্তো হইয়া রঘুনাথ কহিতেছেন যথা।

দ্যূতেপণঃপ্রণয়কেলিষু কণ্ঠপাশঃ ক্রীড়া পরিশ্রমহরং ব্যজনং রতান্তে। শয্যানিশীথ কলহে হরিণে ক্ষণায়াঃ প্রাপ্তং ময়া বিধিবদিদশামুত্তরীয়ং।। ২০৩।।

পয়ার।। হরিণাক্ষী জানকীর উত্তরি অম্বর। দৈবহেতু বিধি বশে প্রাপ্ত রঘুবর।। খেলায় রাখিনু পণ উত্তরীয় বাস। প্রণয়

কেলিতে ইচ্ছা করি কণ্ঠপাশ ॥ ক্রীড়া পরিশ্রম হর রত্নান্তে ব্যঞ্জন। হেন বাস ধরাতলে পাইনু এখন ॥ ২০৩ ॥

ততশ্চন্দ্রং দৃষ্ট্বা।

অর্থাৎ তদনন্তর চন্দ্র দর্শন করিয়া রঘুনাথ লক্ষ্মণকে কহিতেছেন যথা।

সৌমিত্রে ননুসেব্যতাং তরুতলং চণ্ডাংশুরুজ্জৃম্ভতে,
চণ্ডাংশোর্নিশি কাকথা রঘুপতে চন্দ্রোয়মুন্মীলতি।
বৎসে তদ্বিদিতং কথং নুভবতা ধত্তেকুরঙ্গযতঃ, ক্বাসি
প্রেয়সি, হাকুরঙ্গনয়নে চন্দ্রাননে জানকি ॥ ২০৪ ॥

পয়ার ॥ তরুতলে চল ভাই সুমিত্রা নন্দন। গগণে উদয় হৈল প্রচণ্ড তপন ॥ তপনের তাপে মোর শুকাইল হৃদয়। এইহেতু তরুতল করগে আশ্রয় ॥ নিশিতে সূর্য্যের কথা কও অকস্মাৎ আকাশে প্রকাশ শশী দেখ রঘুনাথ ॥ কিরূপে সে নিশিনাথ জানিলে লক্ষ্মণ। যেহেতু করেছে চন্দ্র কুরঙ্গ ধারণ ॥ চন্দ্রাননা মমপ্রিয়া মরি হায়২। কুরঙ্গ নয়নী সেই জানকী কোথায় ॥ ২০৪

ততশ্চন্দ্রং প্রতি রামঃ।

অর্থাৎ তদনন্তর চন্দ্রের প্রতি রামচন্দ্র কহিতেছেন যথা।

শীতরশ্মিরসি চন্দ্রমাং কথংমাং তাপয়স্য নমগর্ভমষুখে।
ত্বাং শরেণ শতধা বিভজেয়ং জানকী মুখ সমো যদি
নস্যাঃ ॥ ২০৫ ॥

পয়ার ॥ শীতরশ্মি চন্দ্র তুমি আছহে বিদিত। অনল কিরণে মোরে করিলে তাপিত ॥ শরেতে শতধা তোরে করিতেম আমি। সীতামুখ তুল্য যদি না হইতে তুমি ॥ ২০৫ ॥

অথ স্মৃতি ভ্রংশে রাম লক্ষ্মণয়ো রুক্তি প্রত্যুক্তী।
যথা। কেয়ূরং রঘুনাথ নাথ কিমিদং ভৃত্যোঽস্মিতে
লক্ষ্মণঃ, কোঽহং বৎস বদাসু দেবভগবানার্য্যো
ভবান্ রাঘবঃ। কিং কুর্ম্মো বিজনে বনে তত ইতো
দেবীং সমন্বেষ্যতে, কা দেবী জনকাধিরাজতনয়া
হাহাপ্রিয়ে জানকী॥ ২০৬॥

পয়ার॥ কে তোরা কানন বাসি জিজ্ঞাসিনু আমি। একি বিপরীত কথা কহ রাম তুমি॥ তবভৃত্য আমি সেই অনুজ লক্ষ্মণ। তোমার সঙ্গেতে প্রভু থাকি অনুক্ষণ॥ আমি কে হে বৎস কহ অবিলম্ব করি। লক্ষ্মণ কহিছে তুমি পূর্ণব্রহ্ম হরি॥ বিজন বনের মধ্যে কেনরে লক্ষ্মণ। মহামায়া দেবী মোরা করি অন্বেষণ॥ কোন দেবী ভাই তুমি কহতো আমায়। জনক রাজার কন্যা শুন দয়াময়॥ হায় হায় কোথা প্রিয়া আহা মরি মরি। কাননে হইনু হারা জানকী সুন্দরী॥ ২০৬॥

অথ রামানুস্মরণং।

অর্থাৎ রামচন্দ্রের পূর্ব্ববাক্যানুস্মরণ কথা।

হারো না রোপিতঃকণ্ঠে ময়াবিচ্ছেদ ভীরুণা। ইদানী
মাবয়ো র্মধ্যে সরিৎ সাগরভূধরাঃ॥ ২০৭॥

পয়ার॥ বিচ্ছেদ ভয়েতে কণ্ঠে না পরিনু হার। ইদানী উভয় মধ্যে সাগর ভূধর॥ তথাপি আমার দেহে আছয়ে জীবন। জানকী বিচ্ছেদ আর না হয় সহন॥ ২০৭॥

সোঢ়স্তাত বিয়োগঃ সোঢোরাজ্য শ্রিয়ো বিয়োগোঽপি।
সোঢো বনেচ বাসঃ সোঢ়ুং ন ভবানি জানকী বিরহং॥ ২০৮।

পয়ার ॥ তাতের বিচ্ছেদ আমি করিনু সহন। রাজ্যের বিরহ মোর হৈয়াছে বহন ॥ সহিনু অরণ্য বাস নাহি তায় খেদ। সহিতে পারিনে আমি জানকী বিচ্ছদ ॥ ২০৮ ॥

ইয়ংগেহে লক্ষ্মীরিয়ং মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়োরসাবস্যাঃ স্পর্শোবপুষি বহুলশ্চন্দন রসঃ। অয়ং কণ্ঠেবাহুঃ শিশির মসৃণো মৌক্তিকরসঃ কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পরম সহ্যস্তু বিরহ ॥ ২০৯ ॥

পয়ার ॥ ভবনে ভামিনী তুমি লক্ষ্মীরূপা হও। সুধার শলাকা হৈয়া নয়নেতে রও ॥ শরীরে তোমার স্পর্শকরি অনুমান। জ্ঞানহয় তাহা যেন চন্দন সমান ॥ তববাহু কণ্ঠদেশে হয় মুক্তাহার। হৈয়াছে সকল শ্রেয় প্রিয়সী তোমার ॥ কিন্তু প্রিয়ে সব ভাল মন্দ কিছু নয়। অসহ্য বিরহ তব সহ্যতা না হয় ॥ ২০৯ ॥

বাসিবাত যতঃকান্তাং তাংস্পৃষ্ট্বামামপিস্পৃশঃ। রক্ষেৎ কোহনয়ানোন্যঃ শক্যমে তেনে জীবিতুং ॥ ২১০ ॥

পয়ার ॥ যেহেতু অনিল সদা হৈতেছে বহন। জানকী স্পর্শন করি আমাকে স্পর্শন ॥ তোমাভিন্ন রাখিতে না পারে অন্যজনে। জীবন ধরিতে নারি জানকী বিহনে ॥ ২১০ ॥

তদ্বিয়োগ সমুত্থেন তচ্চিন্তা বিপুলার্চ্চিষা। রাত্রিন্দিবং শরীরং মে দহ্যতে মদনাগ্নিনা ॥ ২১১ ॥

পয়ার ॥ সীতার বিরহোত্থিত মদন অনল। চিন্তারূপ শিখা তায় হইয়া প্রবল ॥ দিবানিশি দগ্ধকরে আমার শরীর। বিবিধ প্রকারে আমি হইনু অস্থির ॥ ২১১ ॥

বায়ুর্দক্ষিণতো বনানি পুরোতো ভৃঙ্গধ্বনির্বামতঃ, পশ্চা

সদুঃসহ চক্রবাক ক্রুদিতং চোর্দ্ধং সুধাদীধিতিঃ। ইত্থং
দুঃসহ পঞ্চতাপ. সহিতে মধ্যে ময়া ধ্যায়তা, দেবস্তে
কতিবা প্রজাগরতরৈরত্যন্ত দীর্ঘাক্ষপাঃ ॥ ২১২॥

পয়ার॥ দক্ষিণ বায়ুতে পূর্ণ সকল কানন। ভ্রমর ঝঙ্কার করে
বামে অনুক্ষণ॥ পশ্চাতে রোদন করে চক্রবাক আসি। ঊর্দ্ধেতে
উদয় হৈল নিশিনাথ শশী॥ এইরূপ পঞ্চতাপ আছে যেই স্থান।
তাহাতে বসিয়া করি জানকীর ধ্যান॥ কি রূপেতে এই নিশ
পোহাইতে পারি। কত জাগরণে যাবে দীর্ঘ বিভাবরী॥ ২১২॥

চন্দ্রশ্চণ্ডকরায়তে মৃদুগতির্বাতোপি বজ্রায়তে, মালাসূচি
কুলায়তে মলয়জালেপঃ স্ফুরিঙ্গায়তে। আলোকস্তি
মিরায়তে বিধিবশাৎ প্রাণোপি ভারায়তে, হাহন্ত প্রমদা
বিয়োগসময়ঃ সংহার কালায়তে॥ ২১৩॥

পয়ার॥ সূর্য্যসম সুধাকর করে আচরণ। কুলিশ সদৃশ হৈল
মন্দ সমীরণ॥ সূচিকা সমান মালা চন্দন অনল। তিমির তুলনা
হৈল আলকা সকল॥ বিধিবশে অদ্য মোর ভার দেখি প্রাণ।
জানকী বিচ্ছেদ মোর সংহার সমান॥ ২১৩॥

রেরে নির্দ্দয় দুর্নিবার মদন প্রোৎফুল্লপঙ্কেরুহান্, বাণান্
সংবৃণু সংবৃণু ত্যজধনুঃ কিং পৌরুষং মাংপ্রতি।
কান্তায়াস্তু বিয়োগ জাতহুতভুগ্ জ্বালাপ্রদগ্ধং বপুঃ,
শূরাণাং মৃতমারণেনহিপরো ধর্ম্মপ্রযুক্তো বুধৈঃ॥ ২১৪॥

পয়ার॥ পুষ্পধনু ওরে কাম নির্দ্দয় মদন। প্রকাশিত পদ্মবাণ
কর সম্বরণ॥ বিনয়ে কহিনু আমি ধনু কর ত্যাগ। আমাকে
মারিলে তব নাহি অনুরাগ॥ জানকীর বিরহানলে দগ্ধ মম বায়।

করিয়া ভ্রমণ ॥ স্বর্গে গিয়া বিধাতার মরাল সঙ্গমে। গর্ভবতী হৈল তথা কহিনু সম্ভ্রমে ॥ স্বর্গতরঙ্গিণী তীরে কুন্দের বরণ। এক ডিম্ব হংসী তথা হৈল প্রসবন ॥ সেই এক অণ্ড এই সুধাংশু মণ্ডল। দীপ্তি পায় দেখ রাম ভুবনে সকল ॥ ৩৯৩ ॥

বীরক্ষীরসমুদ্র সান্দ্রলহরী লাবণ্য লক্ষ্মী মুষত্ত্বৎকীর্ত্তে স্তুলনাং কলঙ্ক মলিনো ধত্তে কথং চন্দ্রমাঃ। স্যাদেবং ত্বদরাতিসৌধশিকরপ্রোদ্ভূতশম্পাঙ্কুর, গ্রাসব্যগ্রমনাঃ পতেদ্যদি পুনস্তস্যাঙ্কশায়ী মৃগঃ ॥ ৩৯৪ ॥

পয়ার ॥ ক্ষীরদল হরিতুল্য বিশাদ বরণ। আছয়ে তোমার কীর্ত্তি শ্রীরঘুনন্দন ॥ কিরূপে তুলনা তার ধরে শশধর। কলঙ্কে মলিন হৈয়া আছে সুধাকর ॥ তবে যদি নিশিনাথ এইরূপ হয়। তব শত্রু দশানন তাহার আলয় ॥ হইবেক নবতৃণ তাহার লো-ভেতে। মৃগাঙ্ক পতন হৈয়া যদি যায় তাতে ॥ কীর্ত্তি তুল্য তবে শশী হইবে নিশ্চয়। নিবেদন কৈনু আমি শুন দয়াময় ॥ ৩৯৪ ॥

কোদণ্ডমণ্ডল বিনিঃসৃতচণ্ডবাণ, তুণ্ডোরুখণ্ডিত দশানন বাহুদণ্ডঃ। আখণ্ডলারিবল খণ্ডনচন্দ্রহাসঃ, শ্রীজানকী পরিদৃঢ়ঃ সুদৃঢ়প্রতিজ্ঞঃ ণ। ৩৯৫ ॥

পয়ার ॥ ধনুক মণ্ডল হৈতে বিনিসৃত বাণ। তাহাতে খণ্ডিবে তুমি রাবণের মান ॥ ইন্দ্র অরি বিনাশিতে প্রভু রঘুবর। কৃপাণের তুল্য তাহে হও নিরন্তর ॥ জানকীর ভর্ত্তা তুমি শ্রীরঘু নন্দন। তোমার প্রতিজ্ঞা কভু না হয় লঙ্ঘন ॥ ৩৯৫ ॥

পাতুং ত্রীণি জগন্তি সন্ততমকূপারাৎ সমভ্যুদ্ধরন্ ধাত্রীং

কোলকলেবরোহরিরভুৎ যস্যৈকদংষ্ট্রাঙ্কুরাৎ। কূর্ম্মঃ কুন্তিবল্যতি বিরসন্ দ্বিজিহ্বো বাস্থকিঃ, সুস্যাং দিগ্দন্তিনোমেরুঃ ক্রৌশ তিমেদিনী বিচলন্তি ব্যোমাপি বোলয়ন্তি ॥ ৩৯৮ ॥

পয়ার ॥ ত্রিজগৎ রক্ষাহেতু জগতের পতি। ধরা উদ্ধারিতে হৈল বরাহ আকৃতি ॥ যার এক দন্তাঘাতে কূর্ম্ম মূল হয়। তাহার মৃণাল হৈল অনন্ত নিশ্চয় ॥ সুমেরু হইল কোষ দল দন্তীবর। পৃথিবী হইল পদ্ম নভো মধুকর ॥ ৩৯৮ ॥

কূর্ম্মঃপাদোস্য যষ্টির্ভুজপতি রসৌ ভাজনং ভূতধাত্রী তৈলোৎপূরাঃ সমুদ্রাঃ কনক গিরিরয়ং দীপিবর্ত্তি প্রবোহঃ। অর্চ্চিশ্চণ্ডাংশুরোচির্গগণ মলিনিমা কজ্জলং দহ্যমানা শত্রুশ্রেণী পতঙ্গাজ্বলন্তি রঘুপতে ত্বৎপ্রতাপ প্রদীপঃ। ৩৯৯ ॥

পয়ার ॥ পাদতুল্য কূর্ম্মবর যষ্টি সর্পপতি। দীপাধার পাত্র তাহে হৈল বসুমতি ॥ তৈলতুল্য হৈল যেন সমুদ্র সকল। দীপ্তময় বাত্তি তার কনক অচল ॥ শিখার স্বরূপ হৈল সূর্য্যের কিরণ। কজ্জল হইল তাহে শূন্যের বরণ ॥ বিপক্ষ পতঙ্গ তাহে দহ্যমান হয়। প্রতাপ প্রদীপ তব জ্বলে দয়াময় ॥ ৩৯৯ ॥

কূর্ম্মং ক্লেশয়িতুং দিশঃস্থগয়িতুং ভেত্তুঞ্চপৃথ্বীধরা নদ্ধীন্ পঙ্করিতুং তথা দিনমণিং প্রচ্ছাদিতুং রেণুভিঃ। সর্ব্বা রেষু পুনঃ পুনশ্চলবলৎ কোলাহলাডম্বরান্ধর্ত্তুং বীর বরূথিনী তবপরা জেতুং পরান্ বাঞ্ছতে ॥ ৪০০ ॥

পয়ার ॥ শুনবীর রঘুনাথ তব সেনাগণে। ঐরি পরাজয় বাঞ্ছা করেছে এক্ষণে ॥ কূর্ম্মরাজে ক্লেশদিতে বাঞ্ছে রঘুবর। বিভেদ

করিতে চায় সর্ব্ব ধরাধর ॥ শুকাইয়া সিন্ধুর জল পঙ্কময় হবে। ধূলায় ধূসর করি সূর্য্য আচ্ছাদিবে ॥ কোলাহলে আড়ম্বর করে ঐরিগণে। তাদের ধরিতে বাঞ্ছা তব সেনাগণে ॥ ৪০০ ॥

তুলাধাবো ধাতাবহতি বসুধাপূর্ণ পদবীং ফণীশঃস্যাৎ সূত্রং কনক শিখরীমান পলিবা। তুলাদণ্ডঃ সত্যং যদি ভবতিদামোদর গদাতদাপ্যেযোং শীকান্তবগুণ বর্গস্ত লয়িতুং ॥ ৪০১ ॥

পয়ার ॥ তুলার ধারণ কর্ত্তা ব্রহ্মা যদি হন। পৃথিবী আধার পাত্র হয় নিরূপণ ॥ রজ্জু হৈয়া সর্পরাজ থাকে বিদ্যমান। যদ্যপি সুমেরু হয় তাহার প্রমাণ ॥ মাধবের গদা যদি তুলাদণ্ড হয়। তথাপি তোমার গুণ সংখ্যা নাহি হয় ॥ ৪০১ ॥

ইত্যুক্তৌ যদি ন কুপ্যসি মৃষাবাচং নচেন্মন্যসে ত্বংভ্রমোদ্ভুতবস্তু বর্ণনবিধৌ ব্যগ্রাঃ কবীনংগিরিঃ ॥ দেবত্বত্তরুণ প্রতাপদহনজ্বালাবলী শোষিতাঃ সর্ব্বেবা রিধয় স্তবারি বনিতা নেত্রাম্বুভিঃ পূরিতাঃ ॥ ৪০২ ॥

পয়ার ॥ অনল প্রতাপ তব তাহাতে বাজন। পূর্ব্বে হৈয়াছিল সব সমুদ্র শোষণ ॥ তবঐরি বনিতার নয়নের জলে। পুনর্ব্বার সিন্ধুপূর্ণ হয় সেই কালে ॥ ৪০২ ॥

হনূমচ্চরিতং স্তৌতি।

রথঃকৃৎস্না লোকোধনুরগপতির্জ্যা ফণিপতিঃ স্মরো-স্মাথীযোধঃ সরসিজভবঃ সারথিরপি। শরঃ শৌরী র্দেবস্ত্রিপুর পুরুদাহে পরিকরোজ্জ্বলস্থালৈর্লঙ্কাদহ ভাবিত ভুত্,হনূমতা ॥ ৪০৩ ॥

পয়ার ॥ রথহৈল ইহলোক ধনু অদ্রিপতি। ছিলা হৈলা সর্প রাজ যোদ্ধা পশুপতি॥ তাহার সারথি ব্রহ্মা শর নারায়ণ। এই আড়ম্বরে হৈল ত্রিপুর দাহন॥ জ্বলন্ত অনল লৈয়া পবন তনয়। অবহেলে লঙ্কাপুরী কৈল ভস্মময় ॥ ৪০৩ ॥

তদন্তে বিভীষণাবস্থা।

দৃষ্ট্বা বানরবাহিনী মণিভুতাহঙ্কার হুঙ্কারিণীং, শঙ্কা
বান সবিভীষণঃ ক্ষণমভূৎ দুর্বারদোর্বিক্রমঃ। পশ্যন্দা.
শরথিং প্রমাদলহরী গম্ভীরগুঞ্জুম্ভিতং, স্তম্ভাসম্ভত
বিক্রমোহপি চলিতুং স্থাতুং নচায়ং ক্ষমঃ ॥ ৪০৪ ॥

পয়ার ॥ হুহুঙ্কার শব্দকরে কপি সেনাগণ। ক্ষণমাত্র দেখে শঙ্কা পায় বিভীষণ॥ প্রমোদ তরঙ্গ তুল্য কমললোচন। সেইরূপ বিভীষণ করিয়া দর্শন॥ উত্থিত বিক্রম তার হইযা নিশ্চয়। চলিতে থাকিতে তথা যোগ্য নাহি হয় ॥ ৪০৪ ॥

তংদৃষ্ট্বা রামঃ। দ্বিশর নৈবসংধত্তে দ্বিঃস্থাপয়তি নাশ্রি
তান্। দ্বির্দদাতি নচার্থিভ্যো রামোদ্বি নৈর্বভাষতে। ৪০৫।

পয়ার॥ দুইবার শর আমি না করি ধারণ। দুই বার নাহিকরি আশ্রিত স্থাপন॥ অর্থিগণে দুইবার নাহি করি দান। দ্বির্ভাষ না কহি আমি কার বিদ্যমান ॥ ৪০৫ ॥

বিভীষণস্য হৃদয়ং হনূমান্ কথয়তি।

সুগ্রীবস্য প্রিয়ং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণস্য চ সেবনং। বিভীষণস্য
দোলেব মতিরায়াতিযাতি চ ॥ ৪০৬ ॥

পয়ার ॥ বালির নিধনে হৈল সুগ্রীবের ধন। জ্যেষ্ঠ সহোদরে

সেবা করয়ে লক্ষ্মণ ॥ এই দুই কর্ম্ম দেখে রাক্ষসের মতি। দুই দিগে যাতায়াত করে রঘুপতি ॥ ৪০৬ ॥

ততঃ শ্রীরামং প্রতি স্বগ্রীবঃ।

জ্যেষ্ঠত্বং ত্বধিকং তত্র লঙ্কানাথে বিভীষণাৎ। হনূম তাস্য রাজেন্দ্র কথিতঃ প্রচুরোগুণঃ ॥ ৪০৭ ॥

পয়ার ॥ নিবেদন করি প্রভু শুন রঘুবর। বিভীষণ হৈতে জ্যেষ্ঠ রাজা লঙ্কেশ্বর ॥ কিন্তু পূর্ব্বে হনূমান্ কহিল রাজন। রাবণ হইতে ধর্ম্মী এই বিভীষণ ॥ ৪০৭ ॥

শ্রীরাম বিভীষণয়োরুক্তি প্রত্যুক্তী।

অয়েরক্ষো রাজানুজ কুশলমদ্যৈবকুশলং যতোযৌষ্মাকীনং চরণকমলং দৃক্পথমভূৎ। কিমুদ্দেশ্যং ত্বুষ্মৎ পদকমলসেবৈব বিদিতং ভবানদ্যৈবাভূন্নিজ নগর লঙ্কাপরিবৃঢঃ ॥ ৪০৮ ॥

পয়ার ॥ ওহে রক্ষ রাজানুজ তোমার কুশল। বিভীষণ কহে অদ্য হইল মঙ্গল ॥ যে হেতু হইল তব চরণ দর্শন। সে হেতু কুশল সব কমললোচন ॥ কি উদ্দেশ্য আগমন কহ দেখি শুনি। বিভীষণ কহে শুন প্রভু রঘুমণি ॥ সেবিব চরণ তব ইহার কারণ। আগমন কৈনু হেথা শ্রীরঘুনন্দন ॥ তোমাদের নিজরাজ্য সেই লঙ্কাপুরে। তাহে অধিপতি অদ্য করিনু তোমারে ॥ ৪০৮ ॥

তস্যাতিভক্তি মধিগম্য বিভীষণস্য, সৌমিত্রিণা রজনিচারণচক্ররাজ্যে। প্রীতোঽভ্যচেযয়দমুং প্রবরোরঘূণাং প্রায়ঃপ্রসন্নকরুণা বশগামহান্তঃ ॥ ৪০৯ ॥

পয়ার ॥ বিভীষণে রতিভক্তি জেনে রঘুবর। লঙ্কাপুরে করিলেন

তারে রাজ্যেশ্বর ॥ মহৎ লোকেতে হয় করুণার বশ। অনুমান সিদ্ধ এই আছয়ে নির্জাস ॥ ৪০৯ ॥

পুরস্থং বানরাঃ।

অদ্যোবাস্য বিভীষণস্য শরণাপন্নস্য মূর্দ্ধানিতে, হর্ষা দত্তদদাত্যয়ং রঘুপতি লঙ্কাধিপস্য শ্রিয়ং। এতস্যৈব ভুজাবিহ প্রতিভুবৌ স্বগ্রীব রাজ্যার্পণে, ত্রৈলোক্য প্রথমানসত্য চরিতৌ সর্ব্বেবয়ং সাক্ষিণঃ ॥ ৪১০ ॥

পয়ার ॥ রামের শরণাপন্ন এই বিভীষণ। ইহার মস্তকে অদ্য শ্রীরঘু নন্দন ॥ লঙ্কাধিপের শ্রী হর্ষে করিলেন দান। ভুবিদাতা ভুজ রামের আছয়ে বিধান ॥ স্বগ্রীবের রাজ্যার্পণে ত্রিলোকেতে জানে। সত্যরীতি সাক্ষী বটে মোরা সর্ব্বজনে ॥ ৪১০ ॥

সমুদ্রং প্রতিরামঃ।

ত্বমসি কুলগুরুর্ম্মে মুক্ষবর্ত্মাম্বুরাশে শিরসি বিনিহিতো ঽষংভক্তি পুটোঽঞ্জলিস্তে। দশবদন হৃতাস্তে সাস্নুষা-মেঽভ্যুপেয়া দশমুখনিধনেনক্ষীয়তাং মেকলঙ্কঃ। ৪১১

পয়ার ॥ মমকুল গুরুতুমি সমুদ্র রঞ্জন। করপুটে কহি পথ করহে মোচন ॥ তব পুত্রবধূ হরে নিল দশানন। পুনরায় মোরে দান করুক রাবণ ॥ তাঁহার নিধন হৈলে কার্য্য সিদ্ধি হবে। আমার কলঙ্ক তবে ক্ষয় হৈয়া যাবে ॥ ৪১১ ॥

তথা প্রায়োপবিষ্টে রামেমার্গ মত্যজতি সমুদ্রে লক্ষ্মণং প্রতি রামঃ। যাচিঞা দৈন্য পরাভব প্রণয়িনী নেক্ষা কুভিঃশিক্ষিতা, সেবাসঙ্কলিতঃ কদা রঘুকুলে মৌনো

নিবদ্ধোহঞ্জলিঃ। ততঃ সর্ব্বং বিহিতং তথাপ্যম্বুধিনা
নৈবোপরোধঃ কৃতঃ প্রানিত্তং প্রতিসংপ্রতি প্রভিজ্ঞাদুং
শ্রষ্টুং ধনুর্ব্বাঞ্ছতি॥ ৪১২॥

পয়ার॥ দৈন্য পরাভব হয় যাচিঞাতে ভাই। ইক্ষ্বাকুর বংশে
তাহা কেহ জানে নাই॥ রঘুকুলে আছে তাই এই ব্যবহার।
করপুটে কভু নাহি করে নমস্কার॥ আমাদের হৈতে তাহা হইল
বিস্তর। উপরোধ নাহি কৈল তথাপি সাগর॥ সম্প্রতি সমুদ্র
প্রতি শ্রীরামের কর। জিজ্ঞাসিয়া ধনুবাঞ্ছা করিল তৎপর॥ ৪১২॥

অথ সূর্য্যোদয়ে সূর্য্যসমুদ্রয়োরুক্তিপ্রত্যুক্তী।

ভোঃসিন্ধোভগবন্মনশ্চলসিকিং শ্রীরামভদ্রাশুগো সঙ্ক
স্ফুরিভয়েন কিং তবভয়ং ত্বৎসূনবন্তুদ্গুণাঃ। তস্যে
ন্দুর্ব্বদনে রমাচ সদনে পীযূষমাভাষণে বাহৌকল্পতরু
নিশতেবিশিখ শ্রেণীষু হলাহলং॥ ৪১৩॥

পয়ার॥ সাগরের প্রতিপ্রশ্ন কৈল দিনেশ্বর। নমস্কার করি প্রভু
কহিল সাগর॥ চঞ্চল হৈয়াছো তুমি কিসের কারণ। রামের
ভয়েতে কাঁপি শুনহে তপন॥ তাহাতে হইল কেন তব এতভয়।
তবসুতে তবগুণ আছয়ে নিশ্চয়॥ শোভাপায় ইন্দু সেই রামের
বদনে। আছেন কমলালয়া তাহার সদনে॥ আলাপে অমৃত-
ক্ষরে কল্পতরু করে। হলাহল আছেমাত্র শ্রীরামেরশরে॥ ৪১৩॥

শ্রীরামঃ সরোষং।

চাপমানয় সৌমিত্রে শরান্ কালানলোপমান্। সমুদ্রং
শোষয়িষ্যামি পদ্ভ্যাং যান্তু প্লবঙ্গমাঃ॥ ৪১৪॥

পয়ার ॥ আনয়ন কর ধনু সুমিত্রা তনয়। কালানল তুল্য বাণ আনোত্ত অক্ষয় ॥ তাহাতে করিব অদ্য সমুদ্র শোষণ। পাদা-র্পণে কপিগণে করিবে গমন ॥ ৪১৪ ॥

অম্ভোনিধীন্দ্রে বিশিখৈরনেকৈরম্ভোনিধিং মাংশুনি ধিংকরিষ্যে। স্থলীকরিষ্যে মরুভূমরিষ্যে ভস্মীকরিষ্যে মৃগতৃষ্ণরিষ্যে ॥ ৪১৫ ॥

পয়ার ॥ বজ্রসম তীক্ষ্মময় বহুবিধ বাণে। অম্ভোনিধি ধূলানিধি করিব এক্ষেণে ॥ মরুভূমি করিকিম্বা স্থলহৈয়া যাবে। মৃগতৃষ্ণা হয় কিম্বা ভস্মীভূত হবে ॥ ৪.৫ ॥

শ্রীরামচন্দ্রে দশবক্তু পূর্য্যা মাদায় পাথোনিধি বদ্ধকোপে। আগ্নেয়মস্ত্রং প্রতিলং দধানে বেলাগিরিন্দৌচ কি তাবভূতাং ॥ ৪১৬ ॥

পয়ার ॥ সিন্ধুপ্রতি কোপকরি কমললোচন। অগ্নিঅস্ত্র লৈয়া যদি করিলা ধারণ ॥ লঙ্কার সমীপেছিল সুবেল অচল। ভয়েভীত হৈয়া অদ্রি হইল চঞ্চল ॥ ৪১৬ ॥

অনন্তরঞ্চ। দিশোধূমায়ন্তে জ্বলিতমভবৎ সাগরজলং পবিত্রেষূর্নক্রাঃ স্ফুটনমগমন্ শঙ্খমলয়ঃ। পরিত্যক্তে বাণে রঘুপরিবৃঢ়ে নাথসকসা দধন্মূর্ত্তিং সিন্ধুর্জ্জলদম-লিনঃ প্রাদুরভূবৎ ॥ ৪১৭ ॥

পয়ার ॥ বাণ যদি ত্যজিলেন প্রভু রঘুবর। ধূমময় দশদিক জ্বলিল সাগর ॥ ফুটে গেল শঙ্খ আর মনি মুক্তাগণ। হাঙ্গর কুম্ভীর সব কৈল পলায়ন ॥ দহনে মলিন মূর্ত্তি করিয়া ধারণ। নিকটস্থ হৈল সিন্ধু কমললোচন ॥ ৪১৭ ॥

সেতুবন্ধারম্ভে রামং স্তৌতি নলঃ।

রামরত্নমহংবন্দে চিত্রকূটকপেটকে। কৌশল্যাশক্তি সংভূতং জানকী কণ্ঠভূষণং ॥ ৪১৮ ॥

পয়ার ॥ রত্নরূপ রঘুনাথে করিআমি স্তব। কৌশল্যা শক্তিতে হয় সেরত্ন উদ্ভব ॥ জানকীর কণ্ঠেহন উত্তম ভূষণ। এরূপ বন্দনা করে নব বিচক্ষণ ॥ ৪১৮ ॥

অথ সেতুবন্ধারম্ভঃ।

উৎপাট্যোৎপাট্য শৈলানতি বহলতল প্রাপ্তপাতাল মূলা, নুত্তুঙ্গোত্তুঙ্গ শৃঙ্গানতি কলিত নভো মণ্ডলানদি স্বিকীর্ণান্। দুর্বীর্য্যানাঞ্জনেয় প্রভৃতি কপিভটা স্তেমা নিন্যুরস্তঃ, সিন্ধো সন্ধায় দোষ্ণাবিরচয়তি নলোনির্ভরং সেতুবন্ধঃ ॥ ৪১৯ ॥

পয়ার ॥ হনূমান আদিযত কপি সেনাগণ। পর্বত উপাড়ি সবে কৈল আনয়ন ॥ পাতাল পর্যান্তমূল এরূপ অচল। উচ্চশৃঙ্গে স্পর্শহয় গগণ মণ্ডল ॥ সাগরের মধ্যে সেই পর্বত সকল। নিক্ষেপ করিয়া কৈল সেতুবন্ধ নল ॥ ৪১৯ ॥

সেতুবন্ধ সময়ে শ্রীরামং প্রতি সুগ্রীবঃ স্তৌতি।

ক্রমচতুর কপিন্দ্রৈ নীয়মানে নগেন্দ্রে গিরিকুহর নিবাসা রাঘব ত্বৎ প্রসাদাৎ। সুরকরি করপোয়াং প্রাপ্য মন্দাকিনীং খে, সুবলিত করদণ্ডাঃ কুম্ভিনোম্ভঃ পিবন্তি ॥ ৪২০ ॥

পয়ার ॥ গমনে চতুর হৈয়াযত কপিগণ। উচ্চ উচ্চ অদ্রি যদি কৈল আনয়ন ॥ তাহার গহ্বরে ছিল যত করিবর। তোমার

প্রসাদে তারা প্রভু রঘুবর ॥ অনায়াসে মন্দাকিনী প্রায়ে বিদ্য-
মান। আকাশে বসিয়া করে তাঁর অস্তাপান ॥ ৪২০ ॥

পয়সিপাষাণেষু স্থিতেষু বিভীষণঃ।

যে মজ্জন্তি জলে কিয়ত্যপিচিরং তে প্রস্তরা দুস্তরং,
সিন্ধৌহন্তস্তরন্তি রাক্ষসভয়ং সম্পাদয়ন্তোভূশং। নৈতে
গ্রাবগুণা ন বারিধিগুণা নো বানরাণাং গুণাঃ, শ্রীমদ্দাশ
রথেরিয়ং হি সহজা শক্তিঃ সমুন্মীলতি ॥ ৪২১ ॥

পয়ার ॥ অতি অল্পজলে যেই শিলা মগ্ন হয়। সাগরেতে সেই
শিলা ভাসে দয়াময় ॥ তাহে আমি রঘুনাথ করি অনুভব। রাক্ষ
সের ভয় যেন হৈয়াছে উদ্ভব ॥ পাষাণের গুণ ইহা নহে দয়াময়।
সিন্ধুগুণে কপিগণে না ভাসে নিশ্চয় ॥ তোমার সহজাশক্তি হৈয়া
উন্মীলন। সাগরে ভাসিছে শিলা কমললোচন ॥ ৪২১ ॥

অথ সমুদ্রংপ্রতি সুগ্রীবঃ।

দুর্বৃত্তসংগতিরনর্থপরম্পরায়া, হেতুঃসতাং ভবতি কিং
বচনীয় মত্র। লঙ্কেশ্বরো হরতি দাশরথেঃ কলত্রং, প্রা-
প্নোতি বন্ধনমসৌ কিলসিন্ধুরাজঃ ॥ ৪২২ ॥

পয়ার ॥ সাধু মধ্যে অসতের সঙ্গকিছুনয়। কিবল অনর্থমাত্র
সংঘটনা হয় ॥ তারসাক্ষী দেখএই লঙ্কেশ রাবণ। শ্রীরামের সতী
ভার্য্যা করেছে হরণ ॥ সাগর আছিল তার অতি সন্নিধানে।
বিনা অপরাধে সিন্ধু পড়িল বন্ধনে ॥ ৪২২ ॥

খলঃকরোতি দুর্বৃত্তং নূনংফলতি সাধুষু। দশাননো-
হরেৎ সীতাং বন্ধনং স্যান্মহোদধৌ ॥ ৪২৩ ॥

পয়ার ॥ খলেতে করয়ে যত অনিষ্টাচরণ। তার ফলভাগী হয়

ধর্ম্মাত্মা সুজন ॥ শ্রীরামের নারী হরে নিল দশানন। অকস্মাৎ হইল দেখ সমুদ্র বন্ধন ॥ ৪২৩॥

সমুদ্রবন্ধনং শ্রুত্বা প্রহস্তঃ।

বিষম জলধিমধ্যে সেতুবন্ধং বিধায়, নিশিত শরনিপাতৈ রাক্ষসেন্দ্রং নিহত্য। যদি নয়তি স সীতাং রামনামা তপস্বী, মসকগলকরান্ধ্রে হস্তিযূথং প্রবিষ্টং ॥ ৪২৪ ॥

পয়ার ॥ সমুদ্রের মধ্যে সেতু করিয়া বিধান। তীক্ষ্ণশরে বিনাশিয়া রাবণের প্রাণ ॥ লৈয়া যায় যদি রাম জানকী সুন্দরী। মসকের কণ্ঠরন্ধ্রে প্রবেশিবে করী ॥ ৪২৪ ॥

অত্রাবসরে রাবণচেষ্টা।

আদৌ জহাস বহুবিস্ময়মাপমধ্যে, সেতোঃ সমাপ্তিসময়ে স নিশাচরেন্দ্রঃ। উদ্ভূতঘর্ম্মঘন নির্ঝরসিচ্যমান, উৎপাত বাতহত পর্বতবচ্চ কম্পে ॥ ৪২৫ ॥

পয়ার ॥ সেতুবন্ধারম্ভ শুনি হাসে দশানন। বিস্ময় হইল মধ্যে লঙ্কেশ রাবণ ॥ সমাপ্তি সময়ে সেই রাক্ষস ঈশ্বর। ঘর্ম্মাক্ত হইয়া হৈল চিন্তিত অন্তর ॥ উৎপাত বায়ুতে অদ্রি পড়য়ে যেমন। দশানন কম্পমান হইল তেমন ॥ ৪২৫ ॥

পাষাণাঃপাংশুসি প্রসন্নবপুষঃ তিষ্ঠন্তি সেতুংগতাঃ, ক্কাদ্বৈবং বদন্তাং দশাননধরঃ ক্রুদ্ধাংসমুদ্রংপ্রতি। ধিক্ত্বাংনাম তবাম্বুধিঃ সলিলধিঃ পানীয়ধি স্তোয়ধিঃ, পাথোধি র্জলধিঃ পয়োধি রুদধি র্বারাংনিধি র্বারিধিঃ ॥ ৪২৬ ॥

পয়ার ॥ সেতু হৈয়া শিলা যত সলিলেতে ভাসে। এই কথা সব লোকে কয় দেশে দেশে ॥ লোকমুখে সেইবাক্য করিয়া শ্রবণ।

সাগরের প্রতি ক্রোধে কহে দশানন ॥ ধিকরে অম্বুধি তোরে কি কহিব আর। ধিকরে জলধি নিধি নামেতে তোমার ॥ তোয়ধি পয়োধি সিন্ধু উদধি অপর। দশমুখে সিন্ধুবরে কহে লঙ্কেশ্বর ॥ ৪২৬ ॥

শ্রুত্বা সাগর বন্ধনং দশশিরাঃ সর্ব্বৈর্মুখৈরেকদা, তূর্ণং পৃচ্ছতি বার্ত্তিকং সচকিতো বীত্যাকুলঃ সম্ভ্রমাৎ। বদ্ধঃ সত্যমপাংনিধিঃ সলিলধিঃ কীলালধিস্তোয়ধিঃ, পাথোধি র্জলধিঃ পয়োধিরুদধি র্বারাংনিধি র্বারিধিঃ ॥ ৪২৭ ॥

পয়ার ॥ সাগর বন্ধন শুনে রাবণ দুর্জ্জয়। ভয়েতে ব্যাকুল হৈয়া হইল বিস্ময় ॥ একেবারে দশমুখে রাজা দশানন। জিজ্ঞাসিল দূতগণে এরূপ বচন ॥ সত্য কি জলধি নিধি হৈয়াছে বন্ধন। পয়োধি উদধি সিন্ধু বারিধি ভীষণ ॥ কীলাল সলিল নিধি পয়োধি সত্বরে। পাথোধি নীরধি নিধি কহ তদন্তরে ॥ ৪২৭ ॥

অপিচ। পীতস্ত্বং কলসোদ্ভবেন মুনিনা ধৃতোহপি দেবাসুরৈ, রাবদ্ধোহসি চ রামনাম হরিণা শাখামৃগৈ-র্লঙ্ঘিতঃ। নাম্নামারভটী তথৈব ভবতো লোকৈরিয়ং ঘুষ্যতে, পাথোধি র্জলধিঃ পয়োধি রুদধি র্বারাংনিধি-র্বারিধিঃ ॥ ৪২৮ ॥

পয়ার ॥ পূর্ব্বেতে অগস্ত্য তোরে করেছিল পান। মন্থন করিল তোরে অসুরগীর্ব্বাণ ॥ সম্প্রতি করিল বদ্ধ শ্রীরঘুনন্দন। কপিগণে কৈল পরে তোমারে লঙ্ঘন। তথাপি ঘোষণা করে লোকে তব নাম। পয়োধি রুদধি নিধি সিন্ধুতে বিশ্রাম ॥ জলনিধি নাম তব আছিল দুস্তর। সাগর প্রভৃতি নাম বারিধি অপর ॥ ৪২৮ ॥

সেতুবন্ধং দৃষ্ট্বা লঙ্কাপুরী বৃত্তান্তঃ।

বরুণপুত্রশ্রেষ্ঠকঃ কপিকটকাগ্রক্ষা মণিরসৌ সমুদ্রাল্লা জলাথং জইব সমাশ্লিষ্টগণঃ। পুনঃ প্রত্যায়াসত্যাহ কপিনাথে প্রচলিতে বচঃ প্রোচুর্নীচৈর্ভয়চকিত লঙ্কা পুরজনাঃ ॥ ৪২৯ ॥

পয়ার ॥ গগনেতে পুষ্পধ্বজা করিয়া বিধান। কপিসেনা রক্ষাকরে একা হনুমান্ ॥ গিয়াছিল হনু পুনঃ কৈল আগমন। এই কথা ভয়ে কহে লঙ্কা পুরজন ॥ ৪২৯ ॥

অষ্টাদশ মহাপদ্ম সেনাধ্যক্ষাধিপালিতা। সা বানর চমূস্তেন সেতুনা গন্তুমুদ্যযৌ ॥ ৪৩০ ॥

পয়ার ॥ অষ্টাদশ মহাপদ্ম সংখ্যা কপিগণ। তাহার অধ্যক্ষ করে সেনার পালন ॥ সেইহেতু বন্ধে সব কপি সেনাচয়। গমন ভদর্থ তাহে চলিল নিশ্চয় ॥ ৪৩০ ॥

লঙ্কায়া মধিগর্জ্জিতা প্লবভুজা মাকর্ণ্য কোলাহলা, নুৎকালান্ বিদধুঃ প্লবঙ্গম ভটা যুদ্ধোত্ত টাটোপিনঃ। ভোভো কুম্ভ নিকুম্ভ শারণ শুকাঃ সজ্জাভবস্তোভূশং, নির্গচ্ছন্তিতি নির্ভরং সসম্ভ্রমং লঙ্কেশ্বরস্যোক্তয়ঃ ॥ ৪৩১ ॥

পয়ার ॥ লঙ্কাপুরে হৈলবড় রক্ষ কোলাহল। শুনিয়া উল্লম্ফ করে বানর সকল ॥ কপিসেনা যত সব যুদ্ধে বলবান। নল নীল আদি করি বীর হনুমান ॥ নিকুম্ভ শারণ শুক কুম্ভ বীরবর। যুদ্ধসজ্জা করে যাও কহে লঙ্কেশ্বর ॥ ৪৩১ ॥

কৃতকলকলশব্দং ত্রাসিতা শেষলোকং প্লবগনৃপতি সৈন্যং সেতুনাতেন নীত্বা। মুদিতবিপিন দুর্গে পর্ব্বতে হসৌ

সুবেলে শিবিরমকৃত লঙ্কানাথনাশায় রামঃ ॥ ৪৩২ ॥

পয়ার ॥ কলকল শব্দকরে কপি সেনাগন। ত্রাসযুক্ত হৈল তাহে অন্য সর্ব্বজন ॥ এইরূপ সুগ্রীবের সব সেনাচয়। সেইসেতু বন্ধে লৈয়া যান দয়াময় ॥ রাবণ বিনাশ হেতু সুবেল পর্ব্বতে। শিবির করিল রাম কটক রাখিতে ॥ ৪৩২ ॥

আয়াতৌ শুকশারণৌ দশমুখ প্রস্থাপিতৌ মৌচরৌ, দেহং বানরমাস্থিতৌচ কটকংসংখ্যাতু মভ্যুদ্যমৌ। বিজ্ঞায়াথ বিভীষণেন যমিতৌ মুক্তৌচ তৌ তৎক্ষণং, রামেণ প্রভুণা- বিলোক্য কটকং বামাজ্ঞয়াতৌ গতৌ ॥ ৪৩৩ ॥

পয়ার ॥ রাবণের প্রস্থাপিত চর দুইজন। বানরের দেহ তারা করিয়া ধারণ ॥ শুকনামে একজন অপর শারণ। কপিসেনা সংখ্যা হেতু কৈল আগমন ॥ জ্ঞাত হৈয়া বিভীষণ সেই দুই চরে। নিগুড় বন্ধন বীর কৈল তদন্তরে ॥ কপিসেনা দৃষ্টিকরি কমল লোচন। করিলেন দুইচরে তৎক্ষণে মোচন ॥ মুক্ত হৈয়া শুক আর অপরে শারণ। রামের আজ্ঞায় কৈল স্বস্থানে গমন ॥ ৪৩৩॥

অথ শুকশারণৌ রাবণায় নিবেদয়তঃ।

আকাশে দৃশি কাননে জলনিধৌ শৈলে তটে গহ্বরে, সংস্থানং তিলধারণেহপি কলিতং সংখ্যা কথং বর্ণ্যতাং। ভ্রাতাঃ স্তেয়মিতৌ কপীন্দ্রকটকং ত্বদর্শয়িশ্যজিৎ বাতৌ, শ্রীরামেণ মহাত্মনা কুরুযথাযোগ্যং ক্রতুং রাবণ। ৪৩৪।

পয়ার ॥ আকাশে কাননে দিশি সাগরের জলে। শৈল তট গহ্বরাদি এই সব স্থলে ॥ স্থান নাহি মহারাজ তিল সঙ্কুলনে। কটকের সংখ্যা মোরা কহিব কেমনে ॥ সেথা আছে তব ভ্রাতা

দুষ্ট বিভীষণ। করিলেক আমাদের নিগুড় বন্ধন ॥ সেনা মধ্যে ছুটি করি শ্রীরঘুনন্দন। কৃপা করি দয়াময় কৈল বিমোচন ॥ যথা যোগ্য হয় যাহা ইহার বিধান। ত্বরায় কর হে রাজা তার সমাধান ॥ ৪৩৪ ॥

ততঃপ্রাসাদমারুহ্যবানরসৈন্যং পশ্যতারাবণেনকর তোরাম্যইতিপৃষ্টৌ শুকশারণৌ শ্রীরামচন্দ্রংদর্শয়তঃ। যত্রব্যোম্নোপতন্তিচমধুস্যন্দমন্দারবর্ষং, যত্রাতোদ্যস্ক নিরূপাচিত্তো যত্রচস্তোত্রঘোষঃ। রামঃশ্যামঃ কমল নয়নস্তত্রধন্বীসরোষং, লঙ্কাং পশ্যন্ ভ্রময়তি শরং পাণিনা দক্ষিণেন ॥ ৪৩৫ ॥

পয়ার ॥ গগন হইতে যথা মন্দার বর্ষণ। চতুর্বিধ বাদ্য যথা হইতেছে বাজন ॥ যেখানেতে স্তুতিপাঠ করে বন্দিগণে। দূর্বাদল শ্যাম রাম আছে সেই স্থানে ॥ লঙ্কাপুরী দেখে ক্রোধে ধন্বী রঘুবর। দক্ষিণ করেতে লৈয়া ভ্রমিছেন শর ॥ ৪৩৫ ॥

অঙ্কেকৃত্বাত্তমাঙ্গং প্লবগবলপতেঃ পাদমক্ষস্যহন্তু, স্তারাপুত্রস্যহস্তং ত্বচিকনকমৃগস্যাঙ্গশেষং নিধায়। বাণং রক্ষঃকুলঘ্নং প্রগুণিতং মনুজে নারদাদ্বীক্ষ্যমাণ, শ্চক্ষুঃ কোণেনচলঙ্কাং স্বদনুজবচনে দত্তকর্ণোহয়মাস্তে। ৪৩৬।

পয়ার ॥ সুগ্রীবের অঙ্কেমাথা করিয়া অর্পণ। হনূর কোলেতে পাদ করি সমর্পণ ॥ অঙ্গদের ক্রোড়ে হস্ত করিয়া বিধান। কনক মৃগের ত্বচে শেষাঙ্গ নিধান ॥ এইরূপে রঘুনাথ করিয়া শয়ন। লক্ষ্মণ গণিছে বাণ করেন দর্শন ॥ বিভীষণের বাক্যে কর্ণ দিয়া দয়াময়। লঙ্কাপুরী দৃশ্যমানে আছেন তথায় ॥ ৪৩৬ ॥

অত্রাবসরে রাবণ বাক্যং।

এতেতেমমবাহবঃ সুরপতের্দোর্দণ্ডকণ্ডূহরাঃ সোঽয়ং সর্ব জগৎপরাভব করো লঙ্কেশ্বরোরাবণঃ। সেতুং বদ্ধমহং শৃণোমি কপিভি পশ্যামি লঙ্কাং বৃতাং, জীবদ্ভির্নচ দৃশ্যতে.কিমথব। কিম্বা নচ জ্ঞায়তে ॥ ৪৩৬ ॥

পয়ার ॥ ইন্দ্রের দোর্দণ্ড খণ্ড কৈল মমকর। সকল জগতে জয়ী আমি লঙ্কেশ্বর ॥ সাগরে বান্ধিল সেতু হইল শ্রবণ। বানরে ব্যাপিল লঙ্কা করিনু দর্শন ॥ জীবিত থাকিলে কত দৃশ্যমান হয়। অথবা কর্ণেতে বল কিনা শুনা যায় ॥ ৪৩৭ ॥

অপিচ। আশ্চর্য্যং তাপসোঽসৌ গিরিকুহর পরান্ বানরান্ মেলয়িত্বা বারঞ্চাগত্যসেতুং কিল জনক সুতাং মদ্গৃহীতাং দুরাত্মা। দংষ্ট্রাঃক্রোষ্টুঃহর্য্যেঃকঃ খর নখর মুখোৎখাত মাতঙ্গকুম্ভ, ভ্রশ্যদুক্তামুক্তাকুল নিকররসাস্বাদশক্তস্যশক্তঃ ॥ ৪৩৮ ॥

পয়ার। আশ্চর্য্য তপস্বী এই শ্রীরঘুনন্দন। কপিসহ মিলে কেথা করেছে গমন ॥ জানকী আনিনু আমি করিয়া হরণ। তাহাকে লইতে বাঞ্ছা করেছে দুর্জ্জন ॥ প্রখর নখেতে হরি মবরে কবি বর। রক্তমাখা মুক্তাফল পড়য়ে বিস্তর ॥ শক্ত আছে সিংহরাজ তাহা আস্বাদনে। কোন জন শক্ত তার দন্ত আকর্ষণে ॥ ৪৩৮ ॥

অপিচ। মরুজ্জন্মাদিভ্যো শতমুখমুখা স্তেক্রতুভুজঃ পুরদ্বারেযস্যাঃ সভয়মুপসর্পন্ত্যনুদিনং। প্রকোপব্যা কম্পাধরতটপুটৈ র্বানরভটৈঃ সমাক্রান্তাসেয়ং হরি হরি দশগ্রীবনগরী ॥ ৪৩৯ ॥

পয়ার ।। পবন সুধাংশু সূর্য্য ইন্দ্রাদি অমর । লঙ্কাদ্বারে ভয়ে নিত্য ভ্রমে নিরন্তর ।। হায় হায় ছিল মোর হেন লঙ্কাপুরী । তাহাতে আসিয়া যত্ন প্রবেশিল হরি ।। ৪৩৯ ।।

ইত্যুক্ত্বা শুকশারণৌ তিরস্কৃত্য রামং প্রতিদূত প্রস্থাপনা ।

আদায়লেখং দশকন্ধরস্য গত্বা নিকুম্ভো হখিলরূপ-
ধারী । দদৌ রঘূনাং পতয়ে পুরস্তা দুপেত্য গাঢ়া রভটী
পটীয়ান্ ।। ৪৪০ ।।

পয়ার ।। নিকুম্ভ রাক্ষস লৈয়া রাজার লিখন । বহুরূপধারী বক্ষ করিল গমন ।। উপস্থিত হৈল গিয়া রাম সন্নিধান । রঘুনাথের অগ্রে কৈল লিখন প্রদান ।। ৪৪০ ।।

স্বস্তিশ্রীদশকন্ধর ত্রিভুবনব্যাপিপ্রতাপানলো, ব্যামুঙ্কং
লিখতীন্দ্র বজ্রভিদুরোরামং বনবাসিনং । আনীতা
জনকাত্মজা খলুময়া সুগ্রীব সেনান্বিতো, নেতুং বাঞ্ছ
সি মূঢ় তাপসকথং প্রাণৈঃ পরিক্রীড়সে ।। ৪৪১ ।।

পয়ার ।। স্বস্তি শ্রীরাবণ আমি জগৎ বিজয় । আমার প্রতাপানল ত্রিভুবন ময় ।। অরণ্য নিবাসি, রামে লিখিনু আপনি । নিশ্চয় আনেছি আমি জনক নন্দিনী ।। সুগ্রীবের সেনাযুক্ত হৈয়া রঘুবর । জানকী লইতে বাঞ্ছা করেছে অপর ।। শোনরে তপস্বী তোরে ধিক দিনু আমি । প্রাণের সহিত খেলা করিতেছ তুমি ।। ৪৪১ ।।

বাচিকং । ইন্দ্রাদ্যাস্ত্রিদশা বিলোক্য সমরেয়ং বিদ্রবন্তি
দ্রুতং তং ত্বং তাপস রাবণং কথমহো, নোদ্ধুং কিমুত্র

র্দ্দসে। অজ্ঞস্ত্বং প্রতিপক্ষ রাক্ষসমুখে মোহাৎ পদং মাকৃথাঃ

সীতায়া বিনিবৃত্তয়াকিভবনং গচ্ছেতিশীঘ্রং বদ। ৪৪২।

পয়ার॥ সমরে যাহারে দেখে অমরের গর্ব। সত্বরে স্বভয়ে সবে করে পলায়ন॥ শুনহে তপস্বী সেই রাবণের স্থান। যুদ্ধহেতু স্পর্দ্ধা কর কি আশ্চর্য্য জ্ঞান॥ শোন্ মূর্খ তোরে কই প্রিয়হিতকথা বিপক্ষ রাক্ষস মুখে না যাবে সর্ব্বথা॥ সুতীভার্য্যা করে ত্যাগ রঘুর নন্দন। ত্বরায় ভবনে তুমি করহে গমন॥ এই বাক্য কহ গিয়া রাম বধুবরে। রাবণ কহিয়া দিল দূতের গোচরে॥ ৪৪২॥

রেরেতাপস মূঢ় রাবণকৃতা মুদ্ধর্ত্তু কামঃপ্রিয়াং, কিং

লঙ্কাভিমুখং প্রয়াসিকপিভিঃ প্রোৎসাহিতঃ কাতরৈঃ।

কোযত্নং কুরুতেচ পন্নগপতে রত্নংফণামণ্ডলা, দাক্রষ্টুং

সহসা স চেতনমতিঃ সশ্রেয় সং চিন্ত্যয়ন্॥ ৪৪৩॥

পয়ার॥ শোনরে তপস্বীমূঢ় প্রিয়হিত কথা। রাবণ হরেছে তব প্রিয়ভার্য্যা সীতা॥ তাহার উদ্ধার হেতু বন্ধুর নন্দন। কপির উৎসাহে হেথা কৈলা আগমন॥ আপনার শ্রেয়ঃ চিন্তা করিয়া স্বজন। এরূপ কর্ম্মেতে নাহি যায় কদাচন। পন্নগের ফণাহৈতে রত্ন আকর্ষণ। সহসা তাহাতে যত্নকরে কোন জন॥ ৪৪৩॥

যশ্ছিত্ত্বা মুদিতঃ শিরাংসিকৃত বানর্চ্চাং ভবানীপতে র্যস্যা

জ্ঞাবশবর্ত্তিনো হময়গণাঃ যঃ সর্ব্বমায়ানিধিঃ। যঃকৈলাশ

গিরংভুজৈস্তুলিতবান যঃ কালদর্পাপহন্তং ত্বংতাপ-

সদোর্বলৈর্জলনিধিং বদ্ধাকথং জেষ্যসি॥ ৪৪৪॥

পয়ার॥ আহ্লাদে আকুল হৈয়া যেই দশানন। শিরঃছেদ করি কৈল হরের অর্চ্চন॥ যার আজ্ঞাবশ আছে ত্রিদশ সকল।

যেইজন সর্ব্বমায়া ধরে অবিকল ॥ কৈলাস পর্ব্বত হস্তে তুলিল যে জন। অন্তকের দর্প যেবা করেছে হরণ ॥ বাহুবলে জলনিধি করিলা বন্ধন। তাহাকে জিনিবে তুমি করেছো মনন ॥ ৪৪৪ ॥

যাবন্নায়াতি কুম্ভঃ প্রলয়ঘনঘটা ঘোরনাদৈর্বিচিত্রৈঃ
সংগ্রামং কুম্ভকর্ণস্ত্যজ সমররসং রামসীতাং বিহায়। আ
য়াতে কুম্ভকর্ণে তব কপিসহিতস্যাত্র দূরে বিদূরাত্তদ্দূরা
চ্ছক্যন্তে তৎপ্রলয়জ পবনশ্বাসবাতাবধূতৈঃ ॥ ৪৪৫ ॥

পয়ার ॥ যাবৎ না আইসে সেই কুম্ভকর্ণ বীর। প্রলয়ের মেঘ তুল্য গর্জ্জন গম্ভীর ॥ তাবৎ জানকী ত্যজে তুমি রঘুবর। সমর ছাড়িয়া রাম হও অপসর ॥ আগমন করে যদি কুম্ভকর্ণ বীর। কপির সহিত তুমি হইবে অস্থির ॥ প্রলয় পবনতুল্য তাহার নিশ্বাসে। কাঁপি তব সেনা নাহি রবে দূরদেশে ॥ ৪৪৫ ॥

অত্রাবসরে মন্দোদরী স্বগতং।

কৈলাশশৈলোদ্ধরণ প্রবীণোবীরঃকুবেরানুজএকএষঃ।
তথাপি রামোজিতবালিবীর্য্যঃশঙ্কাস্পদং সংপ্রতি রাক্ষসানাং ॥ ৪৪৬ ॥

পয়ার॥ কৈলাশ উদ্ধারে হৈল প্রাচীন প্রবীর। কুবের অনুজ ইনি অদ্বিতীয় বীর॥ বালিবীর্য্য জয় কৈল তথাপি শ্রীরাম। রাক্ষসের শঙ্কাস্থান জান সেই রাম ॥ ৪৪৬ ॥

অপিচ। বদ্ধ্বা সেতুং হরিপুঙ্গবঃ সমতরদ্দুর্লঙ্ঘ্যমম্ভোনিধিং,
দুর্ভেদাং প্রবিবেশ দৈত্যনিবহৈঃ সংপ্রেক্ষ্য লঙ্কাপুরীং।
ক্ষিপ্ত্বা তান্ বনরক্ষিণো জনকজাং দৃষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা বনং,
হত্বাক্ষং প্রদহন্ পুরীং গতইতো রামঃকথং বর্ণ্যতে ॥ ৪৪৭ ॥

পয়ার ॥ দুর্লঙ্ঘ্য জলধি এই জানে সর্ব্বজন। যার এক হরি শ্রেষ্ঠে হইল তরণ॥ দেবদৈত্যে ভেদিতে নারয়ে এইপুরী। অনায়াসে পরী মধ্যে প্রবেশিল হরি॥ লঙ্কাপুরী দুষ্টকরে বনবৃক্ষ মারি। দর্শন করেছে তনু জানকীসুন্দরী॥ ভাঙ্গিয়া অরণ্য নাশে অক্ষয় নন্দন। সাহস করিয়া লঙ্কা করেছে দহন॥ কি প্রকারে রঘুনাথে বর্ণাইতে পারি। এই কর্ম্ম কৈল আসি যার এক হরি॥ ৪৪৭॥

রামোয়ং রবিবংশজো দশরথক্ষ্মাপাল চূড়ামণেঃ,
পুত্রঃ সর্ব্ব মহীশ্বরো নরগণৈঃ সংপূজিতো রক্ষণাৎ।
সীতাহারিকৃতান্তকো নিজভুজ প্রৌঢ়প্রতাপানল,ত্রৈলো
কাস্য হিতার্থ সাধনবিধৌ জানামি নৈবং কথং॥ ৪৪৮॥

পয়ার॥ তপনের বংশে জন্মে রাম দয়াময়। নৃপমণি দশরথ রাজার তনয়॥ সকল ভূমির পতি সেই রঘুপতি। রক্ষা হেতু নরগণে পূজ্যমান অতি॥ যে জন করেছে তার জানকী হরণ। তাহার অন্তক সেই শ্রীরঘু নন্দন॥ ত্রিলোকের হিত হেতু তাঁর ভুজবল। প্রকাশিত আছে যেন প্রতাপ অনল॥ হেন রঘুনাথে তুমি জাননা রাজন। প্রতাপে বিখ্যাত রাম সকল ভুবন। ৪৪৮।

অরবিন্দ মন্ত্রিবাক্যং। দেবত্বাংপ্রতি সম্প্রতি প্রতিভট
স্তোত্রং ন কুর্ম্মোবয়ং, দেবায় প্রতিপদ্যতে হিতমিদং
যস্মাৎবয়ং মন্ত্রিণঃ। সীতারক্ষণ লক্ষণকৃতধনু র্লেখাপি
নোলঙ্ঘিতা, হেলোল্লঙ্ঘিত বারিধিঃ কপিবলৈঃ সার্দ্ধং
স রামো মহান্॥ ৪৪৯॥

পয়ার॥ সম্প্রতি তোমার প্রতি দেব দশানন। অরবিন্দ রক্ষ-আমি করি নিবেদন॥ অরপক্ষ হৈয়া মোরা না করিব স্তব।

দেবতার হিতবাক্য নহে অসম্ভব ।। যে হেতু হৈয়াছি মোরা মন্ত্রিণী তোমার । সেই হেতু তবপক্ষ আছিহে তোমার ।। সীতার রক্ষণ হেতু ভূমেতে লক্ষ্মণ । দিয়াছিল ধনুর্লেখা না কৈল লঙ্ঘন ।। কপিবল সহ সেই বীরঃরঘুবর । হেলায় লঙ্ঘিল সিন্ধু তোমার গোচর ।। ৪৪৯ ।।

যৎসন্দেশ হরের্দ্ধারস্তরুতে আতারি বারংনিধি, ক্ষিপ্রং গোষ্পদবন্নিজালয় ইব প্রাবেশি লঙ্কাপুরী। সীতাদর্শি সমুত্যভাষি নিখিলং চাভঞ্জি রক্ষপতে, ক্ষরণ্যং ত্বৎপুর তোব্যমাহিত পুরী রামঃ কথং মানবঃ ।। ৪৫০ ।।

পয়ার।। যার দূত সেই হনূ পবন নন্দন। গোষ্পদের ন্যায় সিন্ধু করিয়া লঙ্ঘন ।। নিজপুরী সমহেথা প্রবেশিল পুরো দর্শন করিয়া সীতা হনূ উদস্তরে।। অরণ্য ভাঙ্গিয়া পরে পবননন্দন। তব অগ্রে লঙ্কাপুরী করেছে দাহন ।। এই কর্ম্ম যার দূতে করেছে ভূপতি। কখন মনুষ্য নয় সেই রঘুপতি ।। ৪৫০ ।।

অথ মন্দোদরী।

একঃ সুগ্রীবভৃত্যঃ কপিরখিলবলং পত্তনঞ্চাশুদগ্ধ্বা, তস্তস্থৌ তদানীং দশমুখভবতাং কিং কৃতং বীরবর্গৈঃ। সংপ্রাপ্তৌ রামসৌমিত্রী সকল বিটপৈঃ সার্দ্ধমুল্লঙ্ঘ্য বার্দ্ধিং সীতাং, তাং মুঞ্চমুঞ্চেত্য নিশম কথয়ৎ প্রেয়সী রাবণস্য ।। ৪৫১ ।।

পয়ার ।। সুগ্রীবের একভৃত্য আসিয়া হেথায়। সৈন্য পুরী দগ্ধ করি গিয়াছে তথায় ।। শুন ওহে মহারাজ দুর্জ্জয় রাবণ। তব বীর বর্গ সব কি কৈল তখন ।। এক্ষণে লঙ্ঘিয়া সিন্ধু কমল লোচন।

লইয়া সকল সেনা কৈল আগমন ॥ পরিত্যাগ কর তুমি জানকী স্বরাম । নিরন্তর এইবাক্য মন্দোদরী কয় ॥ ৪৫১ ॥

উক্তঃ সীতাপ্রত্যর্জতি যুদ্ধোদ্যতে রাবণে মন্দোদরী চেষ্টা । দৃষ্ট্বা রাঘব বৈরবীক্ষসকুল স্বচ্ছন্দ দাবানলং, জানক্যাং নিজবল্লভস্য পরমং প্রেমাথ মালোক্য চ । কাঙ্ক্ষন্তীমুহুরাত্মভৃৎপক্ষবিজয়ং ভঙ্গংমুখ্যা মহু, র্ধ্যায়ন্তী ধ্রুবমন্তরাস্মপতিনা মন্দোদরী বর্ত্ততে ॥ ৪৫২ ॥

পয়ার ॥ দাবানল সমরাম রাক্ষসের কুলে । মন্দোদরী এইরূপ দেখে সেই কালে ॥ জানকীর প্রতি নিজ পতির পিরিত । অত্যন্ত হৈয়াছে দৃষ্ট করিয়া নিশ্চিত ॥ আত্মপক্ষে পরাজয় বাঞ্ছে নিরন্তর । কিম্বা সৈন্য ভঙ্গদিয়া যায় স্থানান্তর ॥ মুহুর্মুহু এই চিন্তা করিয়া মানসে । নিবর্ত্ত হইল সতী তার মধ্যদেশে ॥ ৪৫২ ॥

অথ রামঃ সুগ্রীবং প্রতি ।

লঙ্কাপ্রস্থাপনাযোগ্যঃ কোঽস্তিবীরো মহাবলঃ । রাজ বংশোদ্ভবো বিদ্বান্ সমানেয়ঃ কপীশ্বরঃ ॥ ৪৫৩ ॥

পয়ার ॥ লঙ্কায় প্রস্থান যোগ্য কে আছে হেথায় । রাজার বংশেতে জন্মে বলবান্ হয় ॥ বিদ্যাথাকে শুইবেক কপির রাজন এইরূপ কোন ব্যক্তি কর আনয়ন ॥ ৪৫৩ ॥

সুগ্রীবো রামং প্রতি ।

রাজবংশ্যো ন শূরশ্চ কশ্চিৎ শূরো ন ভূমিভুক্ । রাজ পুত্রো গুণৈর্যুক্তঃ শক্তো ভ্রাতৃসুতোঽস্তি মে ॥ ৪৫৪ ॥

পয়ার ॥ রাজবংশে জন্মে কিন্তু শূর নাহি হয় । বলবান্ আছে

বটে ভূমিপতি নয় ॥ সর্ব্ব গুণযুক্ত আছে রাজার সন্তান। মম ভ্রাতৃসুত সেই অতি বলবান ॥ ৪৫৪ ॥

রামঃ সুবেলাদ্রিতটে নিবৃত্তঃ, সমুদ্রমুল্লঙ্ঘ্য বিকীর্ণ সৈন্যঃ। লঙ্কাধিনাথস্য গৃহায় দূতং, সুরেন্দ্রনপ্তার মথাদিদেশে ॥ ৪৫৫ ॥

পয়ার ॥ বারিধি লঙ্ঘিয়া সৈন্য করিয়া চালন। সুবেল অচলে থাকি কমল লোচন ॥ রাবণের গৃহে দূত করিলা প্রেরণ। বাসবের নাতি সেই বালির নন্দন ॥ ৪৫৫ ॥

অথ দৌত্যেন প্রস্থাপিতো লঙ্কাং প্রবিশ্যাঙ্গদ।

রে রাক্ষসাঃ কথয়তঃ ক স রাবণাখ্যোরস্তং রঘুপ্রবরয়োপ পাহৃত্যানষ্টাঃ। ত্রৈলোক্যদীপ ন শরোগ্রশিখা, করালে কো রাম দাবদহনে ভবিতাপতঙ্গঃ ॥ ৪৫৬ ॥

পয়ার ॥ কহরে রাক্ষস সবে কোথা সে রাবণ। রাঘবের রত্ন হরে কৈল পলায়ন ॥ দাবানল তুল্য সেই কমল লোচন। তাহাতে পতঙ্গ বল হবে কোনজন ॥ ত্রিলোক আলোক করে শ্রীরামের শর। সে আগুনে শিখা হৈয়া আছে নিরন্তর ॥ ৪৫৬ ॥

রাক্ষসাঃ। মাগাস্তিষ্ঠ বহির্ব্রজ ক্ষণমপি স্থিত্বা পুনর্গম্যতাং যত্রাস্তে ভুজবিক্রমাখিল জগদ্বিদ্রাবণোরাবণঃ। অদ্যাস্যাঙ্গদ বাহুপাশ পতিতো মূঢ়ঃ কিমাক্রন্দসে, সিংহস্যাঙ্কমুপাগতং মৃগমিব কস্ত্রাং পরিত্রায়তে ॥ ৪৫৭ ॥

পয়ার ॥ হেথায় আসিতে তোরে করি নিবারণ। বহির্দেশে যারে তুই কপির নন্দন ॥ ক্ষণেক থাকিয়া হেথা যাহ পুনরায়। যথায় আছয়ে সেই রাবণ দুর্জ্জয় ॥ শোনওরে মূঢ়কপি কহিতোরে

আশ্রি। বাহুপাশে পড়ে তার কান্দিবে কি তুমি ॥ সিংহের কোলেতে তুমি মৃগশিশু হবে। শেষে তোরে পরিত্রাণ কেটা বা করিবে ॥ ৪৫৭ ॥

অথাবলেপাদঙ্গদেরাক্ষসশ্রেণী ধূমকেতৌরাবণসিংহা সনমধিরূঢ়ে। রাবণাঙ্গদয়োরুক্তি প্রত্যুক্তী বৈচিত্র্যং ॥
কস্ত্বং বালিতনূদ্ভবো রঘুপতের্দূতোঽস্মি বালীতি কঃ কো বা বানরং রাঘবঃ সমুচিতা তে বালিনো বিস্মৃতিঃ। যদা ত্বত্তু নিতান্ত বদ্ধ বপুষঃ সংমূর্চ্ছিতস্য ধ্রুবং স্বানংদর্প মিবস্বসুর্বিরহহনুনাসঃ কথং বিস্মৃতঃ ॥ ৪৫৮ ॥

পয়ার ॥ কেতুই হেথায় এলি জিজ্ঞাসে রাবণ। শ্রীরামের দূত আমি বালির নন্দন ॥ বালি কেটা কহ কপি কেবা রঘুপতি। তোমার উচিত বটে বালির বিস্মৃতি ॥ নিতান্ত আছিলে বদ্ধ যার বাহুমূলে। মূর্চ্ছাপন্ন ছিলে তাহে গেছো তারে ভুলে ॥ তোমার ভগ্নীর নাসা করেছে ছেদন। তবে কেন রঘুনাথে ভুলেছো রাজন ॥ ৪৫৮ ॥

শ্রুত্বমপার্থং ক্রোধাতিশয়াৎ বিস্মৃত্য স রাবণঃ।
কস্ত্বং বালিতনূদ্ভবঃ কুতইহ শ্রীরাম সংপ্রেষিতো বার্ত্তাং ব্রূহি হনূমতঃ স চ কদা রাজ্ঞো ভয়াম্মিংসৃত। তন্নীতে র্দকারনং দশমুখ সাঙ্গং সপুত্রানুজং হত্বাচেন্নগতো নিশম্য বচনং চিত্রার্পিতা রাক্ষসাঃ ॥ ৪৫৯ ॥

পয়ার ॥ কে তুই হেথায় এলি জিজ্ঞাসে রাবণ। অঙ্গদ কহিছে আমি বালির নন্দন ॥ কিহেতু এখানে এলি কপি দুরাশয়। কেথায় পাঠালে মোরে প্রভু দয়াময় ॥ হনুর বৃত্তান্ত বল বালির

সন্তান। নৃপতির ভয়ে কোথা গেছে হনুমান্ ॥ ভয়ের কারণ তার কহ দেখি শুনি। তাহার উত্তর কহে অঙ্গদ আপনি ॥ সৈন্য স্তুতি ভ্রাতৃসহ লঙ্কেশ রাবণ। বা বধিয়া হনূ তথা করেছে গমন ॥ অঙ্গদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। চিত্রার্পিত হৈল তথা রাক্ষসের গণ ॥ ৪৫৯ ॥

রাবণঃ। রেরেবনৌকস্ত্যাবি কোহসি ক পুনরিহগতঃকস্যদূতঃ কিমর্থং, বিশ্বাস্টং লিঙ্গপানাং বিজয়িন মপিমাং মন্য সে স্তৃংতৃণায়। অঙ্গদঃ। হংহোপৌলস্ত্যসূনোভববলমথ নস্যাত্মজোহং সুবেলাৎ সংপ্রাপ্তো রামদূতোবিসৃজ জড়মতে জানকীংবাপ্যসূন্বা ॥ ৪৬০ ।

পয়ার ॥ কেতুই কাহার দূত ওরে তুইকার। কিকারণ কোথা হৈতে এলি পুনর্বার ॥ জগৎ বিজয়ী আমি ব্যক্ত ত্রিভুবন। তুই মোরে তৃণ বোধ করিস্ দুর্জন ॥ অঙ্গদ কহিছে শুন ব্রহ্মার তনয়। ভেদ হৈল তব বল যে জন নিশ্চয় ॥ শ্রীরামের দূত আমি তাহার নন্দন। সুবেল পর্বত হৈতে কৈনু আগমন ॥ সম্প্রতি জানকী ত্যজ দুর্মতি রাজন্। কিম্বা প্রাণ পরিত্যাগ কর দশানন ॥ ৪৬০ ॥

পুনবঙ্গদঃ। য়েনৈকেন শরেণ সপ্তনিহতাস্তালাধনুস্ত দ্বচং, বদ্ধোবারিধি বেন্ধভাগমপিত্রেষঃ প্রাপয়ৎপঞ্চতাং। তদ্ভূতাং খর্ণুবিদ্ধি রাক্ষসপতে তৎপাদপদ্মাক্ষর, স্তনৌপানী পরাগরেণুকণিকা জাতাঙ্গদঙ্কাঙ্গদং। ৪৬১।

পয়ার ॥ একশরে সপ্ততাল ভেদিল যেজন। জনকের গৃহে ধনু করেছে ভঞ্জন ॥ সম্প্রতি সাগর বন্ধ করেছে যেজন। যাহতে

হৈয়াছে মম তাতের নিধন॥ তাঁহার সেবক আমি শুনহে রাজন। আমাকে জাননা তুমি রাজা দশানন॥ শ্রীরামের পাদপদ্ম রেণু রলঙ্কার। তদ্দূতে অঙ্গদ আমি ওহে লঙ্কেশ্বর॥ ৪৬১॥

তয়োরুক্তি প্রত্যুক্তী।

অর্থাৎ রাবণ অঙ্গদে কথোপকথন॥ যথা॥

রামঃ কোনামেষকেত্থা জয়তি ভৃগুপতেঃ কণ্ঠতাদৃক তৃষ্ণাং, যস্তেন্দ্রজত্র খ্যাতিপত্রং ভবতি ন বিদিতস্তস্য যাদৃক্ প্রভাবঃ। যোহন্তা হৈহয়েন্দ্র প্রভৃতি নরপতে কস্তথা হৈহয়োবা, ব্যক্তং জানন্তী যন্ত্বাং সুচিরমগমন্নৎ ক্রূরকারা নিকারং॥ ৪৬২॥

পয়ার॥ রাবণ জিজ্ঞাসে কপি রাম কোনজন। অঙ্গদ কহিছে তবে শুনহে রাবণ॥ ভৃগুপতি পরাভব করেছে যে জন। রঘুপতি রাম সেই জানিহ রাজন॥ ভৃগুপতি কেবা কহ বালির নন্দন। কপি কহে জয়পত্র পায়্যাছে যে জন॥ সে রূপ প্রভাব তার জাননা রাবণ। হৈহয়েন্দ্র ভূপতি যে করেছে হনন॥ হৈহয় ভূপতি কেবা কহত আমায়। কারাগারে পরাভব কৈল যে তোমায়॥ ৪৬২॥

রাবণঃ। কস্ত্বং বন্যপতেঃ সুতো বনপতিঃ কিম্বানমাগ্রে বদেদ্দেবাঃ, শক্রপুরোগমাঃ মমগৃহেনিত্যং স্বদাস্যেস্থিতাঃ। রামঃকিং কুরুতে কপীন্দ্র পৃথুকৈঃ সংলজ্ঘ্যরত্নাকরং, চেদায়াতি মদীয়দর্প দহনেসস্যাৎ পতঙ্গোপমঃ ৪৬৩

পয়ার॥ জিজ্ঞাসে রাবণ রাজা তুই কেবে পশু। কাননাধিভিপ বালি আমি তাঁর শিশু॥ মম অগ্রে কি কহিল রাম রঘুবর।

অগ্রগণ্য পুরন্দর প্রভৃতি অমর॥ দাস হৈয়া এসকলে আছে মোর ঘরে। হেথায় আসিয়া রাম কি করিতে পারে॥ কপি শিশু লৈয়া সিন্ধু করিয়া লঙ্ঘন। সেই রঘুপতি যদি কৈল আগমন॥ মম দর্প বহ্নি এই আছে দীপ্যমান। ইহাতে হইবে রাম পতঙ্গ সমান॥ ৪৬৩॥

অঙ্গদঃ। রেরেরাবণরাবণাঃ নলিবহুনেত্তান্ বয়ংশুশ্রুম, তত্রৈকঃ
কিলকার্ত্তবীর্য্যনৃপতে দোর্দ্দণ্ডপিণ্ডীকৃতঃ। একোনর্ত্তন
লম্বিত্যম করলোদ্দৈত্যেন্দ্র দাসীশতৈ, রন্যোয়মৎ পিতৃ
বাহুমূলগলিত স্তুংত্তেষু কোংনেস্রহ্থবা॥ ৪৬৪॥

পয়ার॥ অঙ্গদ কহিছে তুই শোন্‌রে রাবণ। অনেক রাবণ মোরা করেছে শ্রবণ॥ তার মধ্যে একজনে কার্ত্তবীর্য্য রাজা। দোর্দণ্ড বলেতারে দিয়াছিল সাজা। আরএক রাবণেরে দৈত্যের রাজন্। কারাগারে করেছিল নিগড় বন্ধন॥ নৃত্য করাইলা তারে তার দাসীগণ। কিঞ্চিদন্ন খাওয়াইতো করেছি শ্রবণ॥ মম পিতৃ বাহুমূলে অন্যকে রাবণ। বন্ধছিল পিতা তারে করেছে মোচন॥ তার মধ্যে তুমি কেহ হবে কি রাবণ। অথবা কি অন্য তুমি হবে কোন জন॥ ৪৬৪॥

রাবণঃ। দোর্দণ্ডাস্তইমে ত্রিলোচনগিরে রুত্তস্ত সম্ভাবিতা,
স্তন্যোতানি দশাননানি দশভির্দ্দিগ্ভিস্তথা বিক্রতিঃ।
পশ্যদ্যাপি সঁএববীর্য্য মহিমা তস্মিন্ পুনস্তাপসঃ, শোচ্যঃ.
সোংপিরিপুঃ সচাপিকুপিত স্তস্যাপি দূতঃকপি॥ ৪৬৫॥

পয়ার॥ কৈলাস উদ্ধারে শক্ত মম বাহুবল। সেই রূপ দোর্দণ্ড আছে যে সকল॥ সেই রূপ আছে সব মম দশানন। দশদিগে

মোর বংশ আছয়ে তেমন॥ অদ্যাপি মহিমাবীর্য্য সেই রূপ সব। সেই বংশে সেই রূপ হইবে উদ্ভব॥ মম ঐশি সেই রাম কোপ যুক্ত তিনি। তুমি তার কপিদূত কুপিত আপনি॥ ৪৬৫॥

অঙ্গদঃ। দোর্দণ্ডাতি প্রচণ্ডাজ্জুর্ন মহনবিধৌ প্রৌঢ়দো ষ্ণাং সহস্রচ্ছেদ ক্রীড়াপ্রবীর স্থিরপরশুমহা গর্ব্বনির্ব্বাপ কস্য। দুঃ তাহং রঘুবংশ্যহংশদপাথনাচির বালকক্ষাগুলো মঃপুত্রসূত্রামসূনোঃপ্লবগবলপতেৰ্ম্মামতশ্চাঙ্গদোঽহং। ৪৬৬

পয়ার॥ প্রচণ্ড দোর্দণ্ড সেই কার্ত্তবীর্য্য ছিল। তাহার সহস্র কর ভার্গব ছেদিল॥ ভার্গবের মহাগর্ব্ব আছিল রাজন। সেই গর্ব্ব খর্ব্ব কৈল শ্রীরঘুনন্দন॥ তাঁহার কিঙ্কর আমি বালির নন্দন। যার কক্ষ রোমে তুমি আছিলে বন্ধন॥ ইন্দ্রের তনয় সেই কপি অধিপতি। অঙ্গদ আমার নাম শুন রক্ষপতি॥ ৪৬৬॥

রাবণঃ। ভ্রাতা মে কুম্ভকর্ণঃ সকল রিপুবল প্রাণসংহার রূপঃ, পুত্রো মে মেঘনাদঃ প্রহসিত বদনো যেন বদ্ধঃ সুরেন্দ্রঃ। খড়্গো মে চন্দ্রহাসো রণমুখচপলা রাক্ষসা মে সহায়াঃ সোঽহং গীর্ব্বাণ শত্রু ত্রিভুবন বিজয়ী রাবণো নাম রাজা॥ ৪৬৭॥

পয়ার॥ মম ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ জগতে প্রচার। বিপক্ষের বীর্য্য প্রাণ করে সে সংহার॥ মম পুত্র মেঘনাদ হসিত বদন। যেজন বান্ধিয়াছে বদ্ধ সহস্র লোচন॥ চন্দ্রহাস খড়্গ মোর রাক্ষস সহায়। সেই আমি ত্রিভুবন করেছি বিজয়॥ পরাভব কৈনু আমি ইন্দ্রাদি অমর। রাবণ আমার নাম আমি লঙ্কেশ্বর॥ ৪৬৭॥

অঙ্গদঃ। রেরে রাবণ কার্ত্তবীর্য্যদলিতা হুঙ্কার গন্ধা স্বয়ং,

সীতামর্পয় পালয় স্বতনয়ান্ যাবন্নরামঃ শয়ান্। কো
পাম্ম ক্বতি হৈহয়াধিপ ভুজশ্রেণী মহাকানন, ছেত্তুর্যশ্চ
কুঠারধারপটো রামস্য জেতা রণে॥ ৪৬৮॥

পয়ার॥ কার্ত্তবীর্য্য খর্ব্ব করে তব অহঙ্কার। ওরেরে রাবণ তুই সেই লঙ্কেশ্বর॥ শ্রীরাম যাবৎ বাণ না করে মোচন। তাবৎ আপনি কর সীতা সমর্পণ॥ রত্নাকর তবে তুমি আপন সন্ততি। নতুবা বিপদ তব রাক্ষসের পতি॥ কার্ত্তবীর্য্য নৃপতির করের কানন। অনায়াসে তাহা ছেদ করেছে যেজন॥ কুঠার ধারণে পটু সেই ভৃগুপতি। রণে তারে জয় কৈল রাম রঘুপতি। ৪৬৮।

তয়োরুক্তি প্রত্যুক্তী।

রামঃ কিং কুরুতেপ্রতীপবিজয়ং কোহসৌ প্রতীপোজিতো
বাজীসোপিচ কোলবেৎসিকিমমুং কোবেত্তিশাখামৃগং।
আস্তেত্রাপি তথাপি বিস্মৃতিরহো মোহোমহানীদৃশঃ,
পর্য্যঙ্কে নিজবালকেলিকুতয়ে বদ্ধোহসি যেনোরসি। ৪৬৯।

পয়ার॥ কি করিছে সেই রাম জিজ্ঞাসে রাবণ। ঐরিজয় কৈল কহে বালির নন্দন॥ কোন ঐরি পুবাজয় কৈল রঘুপতি। রঘুনাথ বালি জয় করিল সম্প্রতি॥ লঙ্কানাথ জিজ্ঞাসিল বালী কোন জন। কপি কহে বালিরাজে জানমা রাজন॥ কাননে বানর থাকে কেবা জানে তায়। বিস্মৃতি হৈয়াছো তুমি তথাপি তাহায়॥ কি আশ্চর্য্য মহামোহ এরূপ তোমার। ক্রীড়াহেতু বদ্ধ ছিলে পর্য্যঙ্কে যাহার॥ ৪৬৯॥

কিং কার্য্যং বদরাঘবস্য স তথা বদ্ধঃ কিমম্ভোনিধিঃ,
ক্রীড়ার্থং কপিপোতকৈরিহগতৈর্জানাত্যমুং মাংনহি।

লঙ্কালোক নিকাযনাথবচসারেতত্ত্বে কিং কিং কপে,
কোলঙ্কাধিপতি বিভীষণইতিপ্রখ্যাতকীর্ত্তিভুবি। ৪৭০ ।

পয়ার।। কি কর্ম্ম করেছে রাম বহ কপিবর। ক্রীড়াহেতু কপি সহ বান্ধিল সাগর।। আমাকে জানেন কি কাকুৎস্থ নন্দন। লঙ্কেশের বাক্যে জাত আছেন রাজন্।। কি কহিলি কি কহিলি কপি দুরাশয়। লঙ্কাপতি আর কেবা কহত আমায়।। শুনশুন মহারাজ করি নিবেদন। ভুমণ্ডলে খ্যাতকীর্ত্তি যেই বিভীষণ।। ৪৭০ ।।

রাবণঃ। প্রবীরগণনা হয়ে তব পিতৈবকৈর্গণ্যতে,পতিঃ
সহিবনৌকসাংত্বমসিকোঽর্ক্ককোদর্পকম চকারকিল রা-
ঘবঃ কিমপিকর্ম্মলোকোত্তরং, তরঙ্গয়সি যন্ম হর্ম্মমগ্র
স্তদীয়ংযশঃ।। ৪৭১ ।।

পয়ার।। বীরের মধ্যেতে তব পিতার গণন। কহ দেখি ওরে কপি করে কোনজন।। বানরের পতি ছিল বালী মহাশয়। তুমি তাঁর শিশু কপি কে জানে তোমায়।। লোকোত্তরে কোন কর্ম্ম কৈল রঘুপতি। মম অগ্রে তার যশ বাড়ালে সম্প্রতি। ৪৭১

অঙ্গদঃ। রামোনাম সএষ যেনভগিনীনাসাবসাপঙ্কিলঃ
খড়্গস্তে খর দূষণ ত্রিশিরসাং খৌতঃ শিরঃ শোণিতৈঃ।
বদ্ধাত্বাং চতুরম্বু রাশিষু পারিভ্রাম্যন্মুহূর্ত্তেনয়ঃ, সন্ধ্যাম
র্চ্চয়তিস্ম নিগ্রহপাকথং তাতস্ত্বয়াবিস্মৃতঃ ।। ৪৭২ ।।

পয়ার।। রামনামে এই ব্যক্তি শুনহে রাজন। তব ভগিনীর নাসা করিল ছেদন।। নাসিকার মেদে খড়্গ কৈল পঙ্কময়। খরাদির শিরো রক্তে ধুয়াছে তাহায়।। যেজন তোমারে বদ্ধ করিয়া রাজন্। মুহূর্ত্তেকে চারি সিন্ধু করেছে ভ্রমণ।। তথা সন্ধ্যা

করেছিল পুজাদি প্রভৃতি। নির্লজ্জ কিরূপে তাতে হইলি বিস্মৃতি॥ ৪৭২ ॥

রাবণঃ। যস্তাতং তবনির্দ্দয়ীকমবধীত্তত্রাপি নির্ব্বৎসর, তস্য প্রেষ্য তয়া ভ্রমন্ কপিশিশো নির্লজ্জ কিং গর্জ্জসি। অথপিত্রে পুনরেকদা কিলময়া মৈত্রীপ্রসাদঃ কৃত, তৎ পুত্রেত্বয়িতাবদেব মুচিতোদণ্ডঃ কথং দীয়তাং। ৪৭৩।

পয়ার॥ যেজন করেছে তব তাতের নিধন। দূত হৈয়া তার সঙ্গে করিস্ ভ্রমণ॥ ক্রোধ ক্ষান্তি করি তাহে কপির নন্দন। নির্লজ্জ কি রূপে তুই করিস্ গর্জ্জন॥ তবতাতে ছিল মোর মৈত্র ব্যবহার। সেরূপ উচিত হয় তোমাতে আমার॥ তবদণ্ড করা মম বিধেয় নাহয়। শুন ওহে কপিশিশু মৈত্রের তনয়। ৪৭৩

অঙ্গদঃ। প্রণয়ঃপ্রস্থানং নয়মন মিত্রোন্যোপিনিয়তং, নিষেব্যঃ সাধূনাং ন পুনরপিনীতিঃ সুহৃদপি। তথাপি তাং হিত্বা সহজমপি নক্তঞ্চরচমূ, বিরামং শ্রীরামং ভবদ নুজ এবৈষ ভজতে॥ ৪৭৪॥

পয়ার॥ নীতিপথে যায় যদি অন্য কোনজন। সাধুলোকে করে তায় নিরন্ত সেবন॥ অপনীতি হয় যদি আপন সুহৃদ। তথাপি তাহাকে সাধু ত্যজয়ে ত্বরিত॥ তার সাক্ষী দেখ তুমি রাজা লঙ্কেশ্বর। তোমাকে ত্যজিয়া তব ভ্রাতা সহোদর॥ রক্ষচয় ক্ষয় কর্ত্তা কমললোচন। তাহাকে ভজনা কৈল সেই বিভীষণ। ৪৭৪।

রাবণঃ। শ্রুতমসিবিভীষণশ্চনঃ সহজঃ সম্প্রতি রাম মাশ্রিতঃ। কতিসন্তিনরামনামকাঃ কতমস্তেষুসবন্ধু য়োচ্যতে॥ ৪৭৫ ॥

পয়ার ।। শ্রবণ করেছি মম ভ্রাতা বিভীষণ। সম্প্রতি লৈয়াছে গিয়া রামের স্মরণ।। রামনামে খ্যাত, আছে কত২ জন। তার মধ্যে এই ব্যক্তি কহ কোন জন ।। ৪৭৫ ।।

. অঙ্গদঃ। জ্বলদ্বুধিতাড়কাদি কমনীয়রক্ষঃ কুলং বত প্রথমরৈষধরং পরিভবন্তং ভার্গবং। স তালতরু সপ্তকং সপদি কৃত্তবালবধিং বরন্ধন তথাপিতে পরিচিতোরঘু মান্সপিঃ ।। ৪৭৬ ।।

পয়ার ।। অসংখ্যেয় রক্ষকুল তাড়কা প্রভৃতি। সমরে বিনাশ কৈল সেই রঘুপতি।। হরধনু ভঙ্গ কৈল জনক আলয়। পরাভব কৈল পরে ভৃগুর তনয় ।। সপ্ততাল ভেদ করে সেই রঘুবর। বন্ধন করিল আসি সম্প্রতি সাগর।। পরিচিত নহ তুমি তথাপি তাহায়। রঘুপতি রাম সেই কহিনু তোমায় ।। ৪৭৬ ।। *

রাবণঃ। ভগ্নং ভগ্নমুপাপতেবজগরং বালীহতোহসৌহত

তালাঃসপ্তহতা হতাশ্চ জলধির্বদ্ধশ্চ বদ্ধশ্চসঃ। আঃকিং তেন স শৈলসাগর ধরা ধারোরগেন্দ্রাকুলং, সাদ্রিংরুদ্র মুদস্যতো নিজভুজান্ জালাত্যস্মৃং রাবণঃ ।। ৪৭৭ ।। .

পয়ার ।। মহেশের ধনু রাম করেছে ভঞ্জন। কি হৈয়াছে তাহাতে হে বালির নন্দন ।। বালীহত হৈল তাহে কি হইতে পারে। সপ্ত তাল ভেদকরে কি করিতে পারে ।। তবে যে বান্ধিল সিন্ধু আসিয়া হেথায়। কি হইতে পারে তাহে কপির তনয় ।। সশৈল সাগর ধরা করিয়া ধারণ। তথায় আছিল সেই সর্পের রাজন ।। তাহাতে ব্যাকুল হৈয়া দেব উমাপতি। কৈলাশ অচলে তিনি

করেন বসতি ॥ মমকর করে সেই রুদ্র উত্তোলন। অদ্যাপি তা জানি আমি লঙ্কেশ রাবণ ॥ ৪৭৭ ॥

অঙ্গদঃ। একস্তুয়া সশিখরী যতুজৈরুক্ষিপ্তঃ, শম্ভোঃপ্রলা ধন বিধৌ দশকন্ধরেণ। পূর্বং বরাহবপুষা যুধি মধ্যমগ্না, তেনোদ্ধৃতা গিরি সহস্র ধরাধরিত্রী ॥ ৪৭৮ ॥

পয়ার ॥ এক সেই অদ্রি তুমি আপনার করে। উত্তোলন কৈল রাজা মহেশ্বর বরে ॥ বরাহ আকৃতি ধরি পূর্বে রঘুপতি। সিন্ধু মধ্যে মগ্না ছিল এই বসুমতি ॥ সহস্র অচলধরা ধরিত্রী আছিল তাহা হৈতে দয়াময় দন্তে উদ্ধারিল ॥ ৪৭৮ ॥

রাবণঃ। কুতোহন্তারণ্যে কনক মৃগমাত্রং তৃণচরং, কুতো. বৃক্ষাদ্বৃক্ষপ্লবন নিপুণ বালী বিনিহতঃ। কুতোবহ্নি জ্বালাজটিল শরসন্ধান সুহৃদ, স্তুহং যুদ্ধোদ্যোগী সমর সবতন্ত্রে ত্রস্তকজয়ী ॥ ৪৭৯ ॥

পয়ার ॥ কনকের মৃগমাত্র বনে তৃণচারী। তারহন্তা কোথায় সে রাম বনচারী ॥ বৃক্ষ হতে বৃক্ষপারে করয়ে গমন। কোথাবা সে বালীরাজ হৈয়াছে নিধন ॥ সমূহ বহ্নির শিখা তুল্য মম শর। তাহার সন্ধানে আমি হৈয়াছি তৎপর ॥ যুদ্ধেতে উদ্যোগী হৈনু অন্তক বিজয়। সমর পাইয়া আমি আছিবা কোথায় ৪৭৯

অঙ্গদঃ সক্রমং। অবেহিমাং রাবণ রামদূতং বাণান্তদী য়াঃ খরদূষণারীন্। ভুজ্ঞাতৃবার্ত্তাইব শোণিতান্তঃ পৃ শ্যাহিতে কণ্ঠঘটেঃ সমষ্ঠুঃ ॥ ৪৮০ ॥

পয়ার ॥ শ্রীরামের দূত আমি জানিহ রাবণ। যাহার বাণেতে

কৈল খরাদি ভোজন ॥ তৃষ্ণাযুক্ত হৈয়া তাহে শ্রীরামের বাণ। তব কণ্ঠে করিবেক শোণিতাক্ত পান ॥ ৪৮০ ॥

অতিকটু প্রলাপিনঃ পদ্যং।

ভৃত্যঃ পাদাম্ভভৃত্যা পতি দিনকরো মন্দমন্দং মমাগ্রে, অপ্যষ্টৌ লোকপালা মমভয়চকিতাঃ পাদরেণুং চর স্তি। দৃষ্ট্বা মচ্চন্দ্রহাসং পতিতিহরবধূ পন্নগীনাঞ্চ গর্ভো, নির্লজ্জো তাপসৌ যৌ কথমিহ মমিতৌ বানরান্যৈ র্ষরিত্বা ॥ ৪৮১ ॥

পয়ার ॥ মোর পদ সেবা করে অন্তক আপনি। মম অগ্রে মন্দ রৌদ্র করে দিনমণি ॥ মম ভয়ে দিগপাল হইয়া বিস্ময়। তথায় আসিয়া মম পদধূলী লয় ॥ চন্দ্রহাস খড়্গ মোর দেখিয়া নিশ্চয়। সুরবধু পন্নগীর গর্ভপাত হয় ॥ নির্লজ্জ তপস্বী তারা সেই দুই জন। কপি সহ মিলে হেথা কৈল আগমন ॥ ৪৮১ ॥

রাবণঃ। অবেত্থামহং ধর্মশীলমতিকটু প্রলাপিনমপি নহন্মি। যথোক্তবাদী দূতঃ স্যান্ন স বধ্যো মহীভুজাং। ক্রবং তদীয় কোপেন কচিৎ বৈরূপ্যমর্হতি ॥ ৪৮২ ॥

পয়ার ॥ যথার্থ বিহিত বাদী যেই দূত হয়। নৃপতির বধ্য কভু সেই দূত নয় ॥ তব কোপে কোন স্থানে তার বিপর্য্যয়। কবিতে উচিত হয় কহিনু নিশ্চয় ॥ ৪৮২ ॥

অঙ্গদঃ সবৈদগ্ধ্যং।

পরদারাপহরণে ন শ্রুতায়া দশানন। দৃষ্ট্বা দূত পরি ত্রাণে সাধ্যোহস্তে ধর্মশীলতা ॥ ৪৮৩ ॥

পয়ার ॥ ধার্ম্মিক সুশীল তুমি যে রূপ রাজন। পরদারা হর

পেতে করেছি শ্রবণ ॥ দূত পরিত্রাণে তর স্বধর্ম্ম শীতলা। হৃষ্ট হৈল মহারাজ এক্ষণে সর্ব্বথা ॥ ৪৮৩ ॥

রাবণঃ। বদ্ধঃসেতুর্যদি জলনিধৌ বানরৈস্তাবকৈঃ কিং নো বল্মীকাঃ ক্ষিতিবিবরনিভা কিং ক্রিয়ন্তে পিপীলৈঃ। লঙ্কাদগ্ধা যদপি কপিনা সপ্রভাবৈঃ কিলাগ্নেঃ, শৌর্য্যাশ্চর্য্যং নিজভুজবলৈঃ কিংকৃতং রামনাম্না ॥ ৪৮৪ ॥

পয়ার ॥ কপিশিশু সঙ্গে লৈয়া শ্রীরঘুনন্দন। সাগরেতে যদি সেতু করিল বন্ধন ॥ তাহাতে হে কহ কপি কি হইতে পারে। পিপীলায় মাটি তুলে অত্রিকুল্য করে ॥ যদি কহ হনু হৈতে লঙ্কা দগ্ধ হয়। অগ্নির প্রভাবে পুরী হৈল ভস্মময় ॥ নিজভুজ বলে সেই রামরঘুপতি। আশ্চর্য্য কি শৌর্য্যকর্ম্ম করেছে সম্প্রতি ॥ ৪৮৪ ॥

অঙ্গদঃ। রেরে রাবণ শম্ভুশৈলমথনে প্রখ্যাতকীর্ত্তির্ভবান্, রামযুদ্ধমিহেচ্ছতীদমুচিতং মন্যামহে কেবলং। রামস্তিষ্ঠতু লক্ষ্মণস্য ধনুষো রেখাপিনোলঙ্ঘিতা, তৎকারেণ চ লঙ্ঘিতো জলনিধি র্দগ্ধা চ লঙ্কাপুরী ॥ ৪৮৫ ॥

পয়ার ॥ মহেশের এক শৈল করি উৎপাটন। ভুবনে বিখ্যাত তুমি হৈয়াছো রাবণ ॥ রাম যদি যুদ্ধ ইচ্ছা করেন হেথায়। কেবল এরূপ তবে মান্য করা যায় ॥ শ্রীরামের কথা হেথা থাকি প্রয়োজন। লক্ষ্মণের ধনুর্লেখা না কৈলে লঙ্ঘন ॥ তুচ্ছ তার এক দূত পবন নন্দন। সমুদ্র লঙ্ঘিয়া লঙ্কা করেছে দাহন ॥ ৪৮৫ ॥

যস্তিস্রাঃ কিলবাল তালতরবো রামেণ সাত্রিহতো, ভগ্নং বক্ষপুরাতনং শিবধনুস্তদ্বীর্য্য প্রকীর্ত্যতে। নাদাদেতদ্ধ

নাগতং শ্রুতিপথে স্বর্লোকধূমধ্বজঃ, পৌলস্ত্যঃ করকন্দু
কীকৃতহর ক্রীড়াচলো রাবণঃ ॥ ৪৮৬ ॥

পয়ার ॥ অতি ক্ষুদ্র ছিল বটে ভূতাল সপ্তম। বিভেদ করেছে সেই রঘুর নন্দন ॥ ভগ্ন কৈল পুরাতন শিব অজগব। তাহাতে তাহার বীর্য্য হৈয়াছে উদ্ভব ॥ কিন্তু এই কথা কেহ করেছ কি শ্রবণ। করেতে হরের গিরি তুলেছে রাবণ ॥ স্বর্গলোকে ধূমধ্বজ তুল্য সেইজন। ভূমণ্ডলে খ্যাত আছে ব্রহ্মার নন্দন ॥ ৪৮৬ ॥

অপিচ। অলম প্রস্তুতালাপৈঃ শ্রুত্বাপি মম বিক্রমং।
ইদানী রঘুডিম্ভেন বদ কিং কর্ত্তুমিষ্যতে ॥ ৪৮৭ ॥

পয়ার ॥ বৃথাবাক্যে আর কিছু নাহি প্রয়োজন। আমার বিক্রম সত করেছো শ্রবণ ॥ সম্প্রতি রঘুর শিশু কি ইচ্ছা করেছে। কহ তুমি কপিসুত তাহা মোর কাছে ॥ ৪৮৭ ॥

অঙ্গদঃ। স্বস্বর্ণাসাবধ্যাপঙ্ক পঙ্কিলামপিবল্লবীং। কণ্ঠ
নৈস্ত্বচ্ছিরোরক্তৈ রামঃ ক্ষালিত মিচ্ছতি ॥ ৪৮৮ ॥

পয়ার ॥ সূর্পনখার নাসামাংসে অসিপঙ্কময়। পূর্ব্বকালে করে ছেন প্রভু দয়াময় ॥ তব শিরো রক্ত লৈয়া ওহে দশানন। রঘুপতি ইচ্ছা কৈল অসি প্রক্ষালন ॥ ৪৮৮ ॥

রাবণঃ। শাবঃ কশ্চিত্তিরশ্চাং ত্বমসি ন বিদিতা স্তেপি
কীদৃক্‌প্রভাবা, স্তেকিং মাং নোবিদন্তি ত্রিভুবনজয়িনং
বানরসুগ্রীব মুখ্যাঃ। তেষাং কিং কেনতাবন্নিজ পরবল
য়ো স্তারতম্যং বিদিত্বা, সন্দিষ্টং দুষ্ট দূত ত্বরিতম
বিতথং তত্তদাবেদয়স্ব ॥ ৪৮৯ ॥

পয়ার ॥ কপি তুমি হবে কোন পশুর তনয়। সুগ্রীব প্রভৃতি

বামে আন মা নিশ্চয় ॥ কিরূপ প্রভাব ধরে তাহারা তথায়। ত্রিভুবন জয়ী আমি জানেনা আমায় ॥ উভয় পক্ষের বল হইয়া বিদিত। কি কহিল তারা মোরে কহত নিশ্চিত ॥ ত্বরায় জিজ্ঞাসি আমি কপি তোর স্থানে। দুষ্ট দূত কহ তাহা মম সন্নিধানে। ৪৮৯

অঙ্গদঃ। প্রথমতঃ শ্রীরামপাদাস্ত্বামাদিশন্তি।

অজ্ঞানাদথবাধিপত্যরভসাদস্মৎ পরোক্ষে হৃতা, সীতে য়ং পরিমুচ্যতা মিতি বচো গত্বাদশাস্যং বদ। নোচেৎ লক্ষ্মণ মুক্তমার্গণ গলচ্ছেদোচ্ছলচ্ছোণিত, ছত্রচ্ছন্নদিগন্ত মস্তকপুরং পুত্রৈর্ব্বৃতো যাস্যসি ॥ ৪৯০ ॥

পয়ার ॥ প্রথমেতে রঘুনাথ কহিল তোমায়। অজ্ঞানে অথবা আধিপত্যের দ্বারায় ॥ আমাদের অগোচরে লঙ্কেশ রাবণ। কাননে আসিয়া কৈল জানকী হরণ ॥ পরিত্যাগ কর সীতা লঙ্কেশ এক্ষণে। এই বাক্য কহ গিয়া রাবণের স্থানে ॥ যদি সীতা পরিত্যাগ না করে রাবণ। তবে তার শিরোচ্ছেদ করিবে লক্ষ্মণ সেই রক্ত ছত্রে দিক আচ্ছাদন হবে। পুত্র পৌত্রসহ সেই যমালয় যাবে ॥ ৪৯০ ॥

কুমারলক্ষ্মণশ্চ ত্বামাহ।

অর্থাৎ কুমার লক্ষ্মণ তোমাকে এই বাক্য কহিয়াছেন যথা।

সীতাংমুঞ্চ ভজস্ব রাম চরণৌ রাজ্যং চিরং ভুজ্যতাং, দেবাঃ সন্তু হবির্ভুজঃ পরিভবং মায়াতু লঙ্কাপুরী। নোচেদ্বানর বাহিনীপতি মহাচঞ্চচপেটস্তরৈ, স্তত্তন্মুষ্টিভিরেব সঙ্গরগত স্তত্ত্বৎফলং প্রাপস্যসি ॥ ৪৯১ ॥

পয়ার ॥ তোমাকে কহিল পরে কুমার লক্ষ্মণ। জানকী ত্যজিয়া

ভজ রামের চরণ ॥ চিরদিন রাজ্যভোগ কর নিরন্তর। দেবগণে যজ্ঞ ভোগ করুক তৎপর ॥ লঙ্কাপুরী পরিভব তব নাহি যাবে। স্বচ্ছন্দে আনন্দে রাজ্যে চিরকাল রবে ॥ সীতা পরিত্যাগ যদি না কর রাজন্। বানরের সেনাপতি আছে যত জন ॥ চপেট মারিবে আর মুষ্টি প্রহারিবে। যুদ্ধগত হৈয়া তার ফল তুমি পাবে। ৪৯১।

দৃষ্টঃ শ্রীরঘুনন্দনো ননু বলৈর্বীর্যৈর্মহাদর্পিত, স্তল্লঙ্কেশ্বর মুঞ্চমান মথিলং শ্রুত্বা বধং বালিনঃ। সীতা মর্পয় রাক্ষসাধম পশো মগ্নোসি শোকার্ণবে, শত্রুস্তে সমুপাগত স্তমিহ কিং নো বুধ্যসে কেবলং ॥ ৪৯২ ॥

পয়ার ॥ বীর্য্যবলে দর্পযুক্ত সেই দয়াময়। সুগ্রীব করিয়া দৃষ্ট কহিল তোমায় ॥ অভিমান পরিত্যাগ কর দশানন। হৈয়াছিল বালি বধ করেছ শ্রবণ ॥ পরিত্যাগ কর সীতা রাক্ষস দুর্জ্জন। শোকার্ণবে মগ্ন হবে পাষণ্ড রাবণ ॥ সমাগত তব শত্রু এক্ষণে হেথায়। তাহা কি জান না তুমি রাবণ দুর্জ্জয় ॥ ৪৯২ ॥

অপি:ষ্টোপি হ্যামহং পিতৃবন্ধুবুদ্ধ্যাব্রবীমি।

রেরেরাবণ সর্ব্বলোক বিদিতঃ শ্রীরামনামানৃপ, স্ত্বাংহন্তুং সমুপৈতি বানরচমূ মাদায় বদ্ধোদধিঃ। তেনাহং প্রহিত স্তদীয়নিকটং মদ্বাক্য মাকর্ণ্যতাং, সীতাং দেহি ভজস্ব রামচরণৌ রাজ্যং চিরং ভুজ্যতাং ॥ ৪৯৩॥

পয়ার ॥ তবে তুই শোন্ ওরে রাক্ষস রাবণ। রামনামে নৃপমণি জ্ঞাত সর্ব্বজন ॥ কপি সেনাসহ সিন্ধু করিয়া বন্ধন। তোমার নিধন হেতু কৈল আগমন ॥ পাঠালেন মোরে প্রভু তব সন্নিধান। মম বাক্য রাজা তুমি কর অবধান ॥ জানকী ত্যজিয়া ভজ

রামের চরণ। তবে সুখে রাজ্যভোগ করিবে রাবণ॥ ৪৯৩॥

রাবণঃ। মিথ্যোত্তম্ভিত তাত বিক্রমকথা বিস্ফার নিষ্কারণং, তস্য ক্ষত্রিয়ডিম্ভকস্য চরিতৈশ্চিত্রী রতেত্বাদৃশঃ। যত্তাতস্য মুহুর্মহেশ্বর ধনুর্ভঙ্গাদিকং গায়সি, প্রায়স্তত্ববিচারতো ন মহিমা প্রাগ্‌ভাবং মারোহতি॥ ৪৯৪॥

পয়ার॥ তোমার তাতের যত বলযুক্ত কথা। তাহার প্রকাশ মিথ্যা না করিহ হেথা॥ ক্ষত্রিয় তনয় সেই রামের চরিতে। আশ্চর্য্য হইবে সেটা তাহার সাক্ষাতে॥ শিব ধনুর্ভঙ্গ আদি যে সকল হয়। বিচার করিলে তাহে মহিমা না রয়॥ ৪৯৪॥

অঙ্গদোক্তি প্রত্যুক্তী।

ভগ্নং শম্ভুধনুর্ঘুণৈরুপহতং সংতাডিতা তাড়কা, সাপি স্ত্রীজ্বরতী খরপ্রভৃতয়ো ব্যাপাদিতাস্তেঽর্ভকাঃ। তালাঃ সপ্তহতাস্তৃণানি কিলতে বালীহতো হ্যসৌকপি, বদ্ধো বারিনিধির্নিরুত্তরইতিশ্রুত্বা ভবদ্রাবণঃ॥ ৪৯৫॥

পয়ার॥ মহেশের ধনুর্ভঙ্গ কৈল রঘুবর। ঘুণেজীর্ণ করেছিলকহে লঙ্কেশ্বর॥ তাড়কা বিনাশে সেই শ্রীরঘুনন্দন। জরাবী ছিল সেটা কহিল রাবণ॥ বিপিনেতে বধ কৈল খরাদি প্রভৃতি। অতি শিশু ছিল তারা কহে লঙ্কাপতি॥ শ্রীরামের বাণে হত সপ্ততাল হয়। তৃণমাত্র ছিল তাহা লঙ্কাপতি কয়॥ বালিবধ করেছেন প্রভু রঘুনাথ। বানর আছিল সেটা কহে লঙ্কানাথ॥ সম্প্রতি শ্রীরাম কৈল সমুদ্র বন্ধন। শুনিয়া উত্তর দিতে না পারে রাবণ॥ ৪৯৫॥

রাবণং নিরুত্তরীভবন্তং দৃষ্ট্বা। তদাহ্লাদদনায় প্রহস্তঃ।

ব্রহ্মন্নধ্যয়নস্য নৈবসময়স্তূষ্ণীং বহিঃ স্থীয়তাং, স্বল্পং
জল্প বৃহস্পতে জড়মতে নৈষা সভা বজ্রিণঃ। বীণাং
সংহর নারদ স্তুতিকথা লাপৈরলং তুম্বরো, সীতারল্লক
ভল্ল শল্লিতবপুঃ সুস্থো ন লঙ্কেশ্বরঃ॥ ৪৯৬॥

পয়ার॥ প্রহস্ত নামেতে রক্ষ বিধাতারে কয়। এসময়ে পাঠকরা উপযুক্ত নয়॥ মৌন হৈয়া রহিদেশে যাহ প্রজাপতি। অতিঅল্প কথা কহ ওহে বৃহস্পতি॥ ইন্দ্রের নহেক সভা জানিবে নিশ্চয়। অধিক জল্পনা হেথা উপযুক্ত নয়॥ নারদ করহে তুমি বীণা সম্বরণ। স্তুতি আলাপেতে আর নাহি প্রয়োজন॥ জানকীর বাক্যে হৈয়া জ্বলন্ত শরীর। লঙ্কাপতি অদ্য নাহি আছেন সুস্থির॥ ৪৯৬॥

সুস্থো ন লঙ্কেশ্বর ইতি প্রচ্ছাদয়িতুং স এবাহ।

প্রতাপং সংসোঢ়ুং রবিরপি দশাস্যস্য সবিতু র্নিমজ্জ
ত্যস্মত্যপুব জলধৌ। হরিঃ শেতে সিন্ধৌ নিবসতু হিমাদ্রৌ
স্মরহর স্থবজ্যেষ্ঠো ধাতা নহি সরসিজং মুঞ্চতিতরাং। ৪৯৭।

পয়ার॥ রাবণের তাপকরা সহ্যতা না হয়। উদয় পাইয়া সূর্য্য সাগরে লুকায়॥ ক্ষীরোদ সাগরে পড়ে কমলার পতি। হিমালয়ে মহাদেব করেন বসতি॥ স্বরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা যিনি আপনি ত্বরায়। পদ্মাসন পরিত্যাগ না কৈল তথায়॥ ৪৯৭॥

অঙ্গদঃ। রেরে রাক্ষসরাজ মুঞ্চ সহসা দেবীমিমাং মৈ-
থিলীং, মিথ্যা কিং নিজপৌরুষপ্রকটনং প্রাগল্ভ্যমভ্য
স্যসে। এনাং পশ্যসি কিং ন কিন্নরগণৈ রুদ্গীতদোর্বিক্র
মাং, সেনাং বানরভর্ত্তুরুৎকটভুজস্তম্ভে গভীরাং পরঃ। ৪৯৮

পয়ার ।। সহসা জানকী ত্যজ রাক্ষসরাজন। মিথ্যা কেন পুরন্দর কর প্রকাশন ।। বানরের অধিপতি সুগ্রীব রাজন। বাহুবলে ভয়ানক তার সেনাগণ। অগ্রে কি দেখনি তাহা তুমি লঙ্কেশ্বর। বাহুব বিক্রম গায় যাদের কিন্নর ।। ৪৯৮ ।।

রাবণঃ। এতেতে অমরাহবঃ সুরপতের্দোর্দণ্ডকণ্ডূহরাঃ, সোঽহং সর্ব্বজগৎ পরাভব করো লঙ্কেশ্বরো রাবণঃ। সেতুংবন্ধমহং শৃণোম্মি কপিভিঃ পশ্যামিলঙ্কাংবৃতাং, জীবদ্ভির্নচদৃশ্যতে কিমথবাকিম্বানচশ্রুয়তে ।। ৪৯৯ ।।

পয়ার ।। ইন্দ্রের দোর্দণ্ড খণ্ডে এই মম কর। ভুবন বিজয়ী আমি সেই লঙ্কেশ্বর ।। সাগরেতে সেতুবন্ধ করেছি শ্রবণ। বানরে ব্যাপিল লঙ্কা করিনু দর্শন ।। জীবিত থাকিলে কত কত দেখা যায়। অথবা কর্ণেতে বল কি না শুনা যায় ।। ৪৯৯ ।।

অঙ্গদঃ। রেরেরাবণ দীনহীন বিমতে রামোঽপি কিং মানুষঃ, কিংরম্ভাপ্যবলাকৃতং কিমুযুগং কামোঽপিধন্বী কিমু। কিং গঙ্গাচ নদী গজঃ সুরগজো ঘ্যুচ্চৈঃশ্রবাঃকিংহয়, ত্রৈলোক্যপ্রকটপ্রতাপ বিভবঃ কিংরে হনূমান্‌কপিঃ ।৫০০।

পয়ার ।। দীনহীন হতবুদ্ধি তুইরে রাবণ। মনুষ্য কি সেই রাম শ্রীরঘুনন্দন ।। রম্ভা কি সামান্যা নারী এই জ্ঞান হয়। সত্য আদি চারিযুগ কৃত কারো নয় ।। মদন সামান্য ধন্বী নহেক নিশ্চয়। গঙ্গা কি সামান্য নদী এই জ্ঞান হয় ।। সুরগজে গজজ্ঞান নহে কদাচন। উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব কভু নহেক রাজন্‌ ।। যাহার প্রতাপ ব্যক্ত ত্রিভুবন ময়। সেই হনু কপি নয় জানিবে নিশ্চয় ।। ৫০০ ।।

উপদ্রুযাতস্মৃত হনূমচ্চরিত্রো রাবণঃ।

যেনাদাহি মমাগ্রতঃ পুরমিদং চাক্ষোবলীলীলয়া, যেনা মারিচ পর্ব্বতস্য কুহরং ত্যক্তারিবৈরাক্ষসৈঃ। যেনা ভাজি মহাবনং কপিবরেণাতারিবারাংনিধি, স্তত্তুল্যো। ভবতাং নৃপস্য কটকে বীরোঽস্তি কিঙ্গাঙ্গদ ॥ ৫০১ ॥

পয়ার॥ মম অগ্রে পুরীদগ্ধ করেছে যে জন। লীলায় বধিল মম অক্ষয় নন্দন॥ বিনাশ করিল যত রাক্ষসের চয়। অগ্নিগৃহ পরিপূর্ণ করেছে নিশ্চয়॥ মহাবন ভগ্ন কৈল হেথায় যে জন। অনায়াসে হৈল সেই সমুদ্র তরণ॥ সুগ্রীবের সেনা মধ্যে তার তুল্যবীর। আর কতজন আছে কহ তুমি স্থির॥ ৫০১ ॥

অঙ্গদঃ। যোযুষ্মাকং মদীদহৎ পুরমিদং যোঽদীদলৎ কাননং, যোঽক্ষং বীরমরীবধন্মারিদরীং যোঽবীভব ত্রাক্ষসৈঃ। সোঽস্মাকং কটকে কদাচিদপি নো বীরেষু সম্ভাব্যতে, দূতত্বেন ইতস্ততঃ প্রতিদিনং সংপ্রেষ্যতে প্রেষ্যবৎ॥ ৫০২ ॥

পয়ার॥ তোমাদের মধ্যে হেথা আসিয়া যে জন। পুরীদগ্ধ কৈল আর ভাঙ্গিলেক বন॥ নিশাচর বিনাশিয়া অগ্নি পূর্ণকরে। অক্ষয় নন্দন তব প্রাণে সেই মারে॥ আমাদের সৈন্যমধ্যে বীর যত জন। তাহারমধ্যেতে তার নাহয় গণন॥ দূত হৈয়া প্রতিদিন হেথা সেথা যায়। ভৃত্যতুল্য থাকে সেটা কহিনু তোমায়। ৫০২।

রাবণঃ। জ্ঞাতংরামস্য বৈদগ্ধং যেন দূতঃ কৃতোভবান্। ত্বয়ি দূতগুণঃ কোবা ত্বংব্যাচক্ষ্ববনেচর॥ ৫০৩॥

পয়ার॥ শ্রীরামের বিদ্যা যত জ্ঞাত হৈনু আমি। যেজন হইতে

কপি দূত হৈলে তুমি ॥ দূতের কি গুণ আছে তোমাতে মর্কট। কহ দেখি তাহা কপি ত্যজিয়া কপট ॥ ৫০৩ ॥

অঙ্গদঃ। লঙ্কেশ্বোবা কিন্নস্ত্বেবাপি সন্ধিদূতে দশানন।
অক্ষতোবাক্ষতোবাপি ক্ষিতিপৃষ্ঠে লুঠিষ্যসি ॥ ৫০৪ ॥

পয়ার ॥ সন্ধি হয় কিম্বা কোন অরির ভবনে। আমি দূত হৈয়া যদি যাই সেই স্থানে ॥ ক্ষতথাক কিম্বা নাহিথাক দশানন। ধরার উপরে অদ্য লুঠিবে রাজন ॥ ৫০৪ ॥

রাবণঃ। রেরেপণ্ডকীশ সুবেলকটকাভোতাপসৌবাৰ্য্যতাং,
প্রাণৈর্বাবিনিযোজয়ন্নিজতনুং গচ্ছেত্তিশীঘ্রং বদ।
উন্নিদ্রঃ সমদঃসমুদ্রনিকটে বীরোঽস্তি কুম্ভঃ স্বয়ং, লঙ্কা
লঙ্কৃতকঃ সুরেন্দ্রভবনাকাঙ্ক্ষী কুতোরাবণঃ ॥ ৫০৫ ॥

পয়ার ॥ সুবেল হইতে ওরে বালির নন্দন। নিবারণ কর সেই তপস্বী দুজন ॥ নিজদেহে প্রাণতারা করিয়া স্থাপন। শীঘ্র গিয়া কহ তুমি করুক গমন ॥ নিদ্রাযুক্ত আছে হেথা কুম্ভকর্ণ বীর। অহঙ্কারে মত্ত সদা অত্যন্ত গভীর ॥ সেই বীর হয় এই লঙ্কার ভূষণ। ইন্দ্রের আলয় মোরে দিয়াছে যে জন ॥ ৫০৫ ॥

অপিচ। অয়মতিদুষ্টো হন্যতাং হন্যতামিত্যভি
হিতবতিকোপাদ্রাবণেবালিসূনুঃ। ধৃতভুজমথরক্ষোবৃন্দ
মদ্ধ্যসৌধং চরণতলনিপাতে শ্চূর্ণয়িত্বোৎপপাত। ৫০৬।

পয়ার ॥ অতিদুষ্ট দূত এই কপি দুরাশয়। মার্ মার্ এই বাক্য ক্রোধে রাজা কয় ॥ সেই কথা শুনে যত রাক্ষস নন্দন। অঙ্গদের বাহু তারা কৈল আকর্ষণ ॥ দূরীভব করি সব রাক্ষস তনয়। পদাঘাতে চূর্ণ কৈল রাজার আলয় ॥ ৫০৬ ॥

অথাঙ্গদো রামসন্নিধিং গত্বা কথয়তি।

নাদয়তি হিতবাক্যং রাবণোনৈষভর্ণাভুবভূজ বলবহ্নৌ

প্রাপ্তকালঃপতঙ্গঃ। তমর্থদদিত সেনাচক্রমংপূর্ণ যুদ্ধং

রঘুকুলনৃপবীর স্কন্ধশীর্ষং নিধেহি॥ ৫০৭॥

পয়ার॥ শুন প্রভু রঘুনাথ করি নিবেদন। অহঙ্কারে হিতকথা না শুনে রাবণ॥ তব ভুজবল বহ্নি আছে দীপ্তমান্। তাহাতে হইবে আসি পতঙ্গ সমান্॥ আহ্লাদিত আছে যুদ্ধে তার সেনাগণ। মস্তক ছেদিয়া কর তাহারে নিধন। ৫০৭॥

তৎক্রন্দ্রাবাম্নঃ। কাকুৎস্থঃ সবিশেষ মঙ্গদমুখাদাকর্ণ্য

লঙ্কাপতে, র্ভুং সম্যগলং কুলঞ্চবিভবং চক্রেবিমর্ষং

মৃক্ষঃ। শ্লাঘ্যোৎয়ঃ দশকন্ধরোমমরিপুর্দৃষ্টঃ চমদ্বিক্রমং

বৈদেহী ন সমর্পিতা যদমনামুক্তাচনাহঙ্কতিঃ। ৫০৮।

পয়ার॥ রাবণের সবিশেষ বৃত্তান্ত সম্পদ। অঙ্গদের মুখে রাম শুনিয়া তাবৎ॥ অত্যন্ত করিয়া ক্রোধ প্রভু রঘুবর। রাবণেরে এই বাক্য কহিলা তৎপর॥ শ্লাঘ্য বটে মমরিপু রাজা দশানন। অদ্যাপি না কৈল মোরে সীতা সমর্পণ॥ আমার বিক্রম দেখে সেই লঙ্কাপতি। অহঙ্কার পরিত্যাগ না কৈল দুর্ম্মতি॥ ৫০৮॥

ততোলঙ্কায়াং নিজ রাজমন্দির শিখরমধিরুহ্যরাবণঃ।

লঙ্কায়াঃ কৃতবানবংহিবিকৃতিং দগ্ধাগ্রপুচ্ছঃ পুরা,

সাপোব প্রতিভাতি কালসদৃশো নূনং নভস্বৎসুতঃ।

শ্যামঃ কামঃ সমাকৃতিঃ শরধনুর্ধত্তে স সীতাপ্রিয়ঃ,

প্রত্যেকং রিপুমাখ্যাতেতি নিগদন্মুক্তহ্রিতো রাবণঃ। ৫০৯।

পয়ার॥ লঙ্কার বিকৃতি কৈল পবন নন্দন। পূর্ব্বে হৈয়াছিল

পুচ্ছ ইহার দাহন।। সেই বীর হনুমান্ বায়ুর তনয়। কালসম হৈয়া এই হেথা দীপ্তি পায়।। কন্দর্প সমান তনু শ্যামলবরণ। সেই সীতাপতি ধনু করেছে ধারণ।। একে একে সব ঐরি দেখে লঙ্কেশ্বর। মুঞ্চেতে থাকিয়া ইহা কহিল তৎপর।। ৫০৯।।

অত্রান্তরেঽঞ্জলিং বদ্ধ্বা মন্দোদরী বৈরিবিদ্রাবণং বিজ্ঞাপয়তি।। ত্বংবাহুদ্ধৃত চন্দ্রশেখরগিরি র্ভ্রাতাজগদ্ভক্ষকঃ, পুত্রঃশক্রজয়ীরিপুঃ সরণধীর্নং বলীবালিজিৎ। তত্রাজন্মবদাবলাদপহৃতা দেয়াস্য সাজানকী, লঙ্কায়াং বসসীত্যুবাচ বচনং মন্দোদরীমন্দিরে।। ৫১০।।

পয়ার।। হরের অচল তুমি করেছো ধারণ। তব সহোদর করে ভুবন ভোজন।। ইন্দ্রজয়ী মেঘনাদ তোমার সন্তান। বালিজয়ী রিপু তব অতি বলবান।। নিবেদন করি আমি শুনহে রাজন। বলেতে অবলা তার করেছো হরণ।। সেই হেতু সীতা দান কর রক্ষপতি। তবে সুখে কর তুমি লঙ্কায় বসতি।। এইবাক্য মন্দোদরী আপন আলয়। প্রবেশ করিয়া সতী রাবণেরে কয়। ৫১০।

রাবণোনিজভুজাডম্বরং নাটয়ন।

কিন্তে ভীরুভিয়া নিশাচরপতে র্নাসৌ রিপুর্মে মহান্, যস্যাগ্রেসমরোদ্যতস্যতস্যানসুরাস্তিষ্ঠন্তিশক্রাদয়ঃ। মন্দোদর্ণ্ড কমণ্ডলোদ্যত ধনুঃ ক্ষিপ্তাঃক্ষণান্মার্গণাঃ, প্রাণানস্য তপস্বিনঃ সতিরণে নশ্যন্তি পশ্যাধুনা।। ৫১১।।

পয়ার।। ভয় কি তোমার প্রিয়ে লঙ্কাপতি কয়। মহারিপু রঘুপতি মোর কভু নয়।। সমরে উদ্যত যদি হয় লঙ্কেশ্বর। কম অগ্রে নাহি থাকে ইন্দ্রাদি অমর।। আমার বাহুর ধনু হৈতে ক্ষিপ্রবাণ।

তাহাতে লইব আমি তপস্বীর প্রাণ ॥ সম্প্রতি দেখিবে তাহা রণস্থলে তুমি। যথার্থ তোমাকে প্রিয়ে কহিলেম আমি ॥ ৫১১ ॥

অত্রান্তরে বিরূপাক্ষনামামন্ত্রী প্রবিশ্য। জয়তি জয়তি দেবত্রিদশাধিপমৌলি মুকুটরত্নমীরাজিত পাদপীঠো রাবণ। রাজন্ মুখমুখাবাচো মধুরাঃ কস্য ন প্রিয়াঃ। তাশ্চন্দ্রোদক্ষমাঃ কিন্তু নৈতাব্যসন সঙ্গমে ॥

রাবণো ধৈর্য্যমবলম্ব্য।

মতিবিপশ্চিতাং মন্ত্রো রতির্মন্ত্রো বিলাসিনাং।
পরাক্রমৈক সারাণা মস্মাক মসিরক্ষরীং ॥ ৫১২ ॥

পয়ার ॥ মন্ত্রের স্বরূপ হয় পণ্ডিতের মতি। রসিকের মন্ত্র জ্ঞান সর্ব্বদা স্মরতি ॥ বলমাত্র সার আছে মোদের নিশ্চয়। সেই হেতু অসি মন্ত্র আমাদের হয় ॥ ৫১২ ॥

ততঃ প্রবিশতি মন্দোদরী।

বিভীষণো বৈরিবলং প্রবিষ্টো নিদ্রাবশঃ সীদতিকুম্ভ-কর্ণঃ। রাজাভিমানী পতিতঃ কলঙ্কে লঙ্কেনিমগ্না সিতাভীরুপঙ্কে ॥ ৫ ৩ ॥

পয়ার ॥ ঐরিরণে বিভীষণ করেছে গমন। নিদ্রাবশে কুম্ভকর্ণ আছে আচ্ছাদন ॥ অভিমানে কলঙ্কেপড়িল মমস্বামী। গভীর পঙ্কেতে মগ্না হৈলা লঙ্কা ভুমি ॥ ৫১৩ ॥

ততোমায়াং নাটয়তি রাবণঃ।

অথদশবদনোহয়ং রাসলৌমিত্রিমায়া, বিরচিত শিরসী তত্রূপ লাবণ্য পূর্ণে। গলবিগলিতরক্তে প্রেতপর্য্যন্ত নেত্রে, জনকদুহিতুরগ্রে স্থাপয়ামাস পাপঃ ॥ ৫১৪ ॥

পয়ার।। পশ্চাতে পাপাত্মা সেই দুষ্ট দশানন। রাম লক্ষ্মণের মাথা করিয়া রচন।। কৃপাণে করেছে ছিন্ন এই জ্ঞান হয়। অবিরত রক্তধারা গলিছে তাহায়।। শবের নয়ন তুল্য মুদিত নয়ন। সীতাঅগ্রে কৈল সেই মস্তক স্থাপন।। ৫১৪।।

তদ্দৃষ্ট্বা জানকী সবাষ্পং।

অহহ জনকপুত্রী ফুল্লরাজীবনেত্রা, নয়নসলিলধারা বর্ম-
নির্ভিন্নহারা। রমণমরণভীতা মৃত্যুনাকিং নর্নীতা, হৃদয়
দহনজালং সন্দহেত্বা বিশালং।। ৫১৫।।

পয়ার।। মরি মরি হায় হায় বিদেহ নন্দিনী। প্রকাশিত সরোরুহ সমান নয়নী।। নয়ন সলিলে ধারা বহে অনিবার। তাহাতে হইল ব্যাপ্ত হৃদয়ের হার।। স্বামীর মরণে রামা পেয়ে অতি ভয়। হৃদয় দহনে সীতা দহ্যমান হয়।। ৫১৫।।

রামশিরঃ সমধিকৃত্য।

স্ফুরতি মধুরবাণী কিং নবক্তারবিন্দে, নয়নকমলযোস্তে
য়োমদঙ্গেবিলাসঃ। অমর পুরবধূনাং বল্লভো হৃদ্যাসি-
ভূতো, ব্রজতিপরমহংসংসেয়মালিঙ্গনৈস্তে।। ৫১৬।।

পয়ার।। রামের বদন লৈয়া জনকের সুতা। দুষ্ট করি কহিলেন এইরূপ কথা।। তব এই পদ্মমুখে ওহে গুণমণি। আর কি কহিবে নাথ সুমধুর বাণী।। ও নয়নে পুনঃ আর না দেখিবে মোরে। সুরবধূ স্বামী হৈলে অদ্য স্বর্গপুরে।। পরমহংস প্রাণনাথ পাইয়া আলয়। আলিঙ্গন দিবে তারা তোমার হৃদয়।। ৫১৬।।

ইতি রামশিরঃ সমালিঙ্গ্য প্রাণপ্রয়াণং নাটয়ন্তি।

আকাশে। নখলুনখলুসীতে রামভূপালমৌলিঃ সময়শির

নিমধ্যো নপ্রিয়ন্তে কদাচিৎ। স্বশকয়মপিমাতর্মানি শাচারিণস্ত্বং হরিহরিহরভক্তৈস্যেয়মায়াবস্তারঃ।৫১৭।

পয়ার॥ অকস্মাৎ দৈববাণী আকাশেতে হয়। শ্রীরামের মৌলি সীতা কখন এনয়॥ সমরের মধ্যে তব স্বামীর মরণ। জানিহ কিসেহ বালা নহে কদাচন॥ সর্বথা করোনা তুমি শুন মহামায়া। হায় হায় এ সকল রাবণের মায়া॥ ৫১৭॥

সরমা। বিরমবিরমশোকাৎ কোপপানোহদ্যরামঃ সত নয় পরুস্তবন্ধুং রাবণংমর্দ্দয়িত্বা। বলিভিদুপলনীলঃ কোমলাঙ্গি ত্বদধরমধুপানংস্বীকবিষ্যত্যজস্রং।৫১৮।

পয়ার॥ সম্বরণ কর শোক জনক নন্দিনী। কোপযুক্ত হৈয়া অদ্য রাম রঘুমণি॥ সপুত্রে রাবণধ্বংস করিয়া বিধান। তোমার অধরামৃত করিবেন পান॥ ৫১৮॥

রাবণঃ স্বগতং। পুনরপি মায়াধারিণা সমাগন্তব্য মিতি তথা করোতি। ভেরীনিঃস্বানশঙ্খধ্বনি গজ তুরগ স্যন্দনস্ফীতনাদৈঃ, সানন্দং রাক্ষসেন্দ্রঃ কটকভট ভুজাস্ফাল কোলাহলেন। লঙ্কামাপূর্য্যকামং স্বয়মভয় বধমো রাঘবো রাবণস্য, ছিন্নামুণ্ড্বং দধানঃ শিরসিরুহ ভবেদ্বেকতঃ পঙ্কপঙ্ক॥ ৫১৯॥

পয়ার॥ শঙ্খধ্বনি হৈল আর ভেরীর নিস্বনে। গভীর নিনাদ করে অশ্ব গজগণে॥ স্যন্দনের উচ্চৈঃশব্দ হয় সেই কালে। কোলাহল ধনি হৈল কটকের দলে॥ এই শব্দে লঙ্কাপূর্ণ করিয়া রাবণ। শ্রীরামের মূর্ত্তি কৈল আপনি ধারণ॥ রাবণের মুণ্ডছেদ করিয়া তথায়। কেশজালে বন্ধ করি লইল মাথায়॥ ৫১৯॥

এবম্ভূতঃ পুনরপ্যশোকবনে রাবণঃ।

সাক্ষাদালোক্যহর্ষাজ্ঝটিতি কুচতটীভারনম্রাপি সামং, স্তোথায়ো দত্তদোর্ভ্যাং দলিত কুচাভোগ চেলোঞ্চ তাঙ্গী। ধন্যাহং প্রাণনাথ ত্যজরজনিচর ছিন্নশীর্ষাণি গাঢ়ং, মামালিঙ্গাদ্যথেদং অহিবিরহমহাপাতকঃ শান্তি মেতু ॥ ৫২০॥

পয়ার ॥ স্তনভারে নম্রহৈয়া বিদেহ নন্দিনী। সাক্ষাতে দেখিল সীতা রাম রঘুমণি॥ আহ্লাদে আকুল হয়ে করিয়া উত্থান। বসনেতে স্তনদ্বয় কৈল সমাধান॥ ধন্য আমি প্রাণনাথ কবি নি.. দন। রাবণের ছিন্নমাথা করঙ্কে মোচন॥ দুঃখ ত্যজে মোরে না.. কুর আলিঙ্গন। বিরহ পাতক অদ্য হৈল সমাপন॥ ৫২০॥

আকাশে। মন্দোদরী রঘুশরাহত রাক্ষসেন্দ্রং, চুম্বিষ্যতি ত্বমসিবেৎসিতু তত্র রামং। জানীহি রাক্ষসপতি র্নহি রামভদ্রো, মায়াময়েন বপুষাবিদধচ্ছিরাংসি। ৫২১।

পয়ার ॥ অকস্মাৎ আকাশেতে হৈল দৈববাণী। শ্রবণ করিল তাহা বিদেহ নন্দিনী॥ শ্রীরামের শরে হত হবে দশানন। সেই কালে মন্দোদরী করিবে চুম্বন॥ তখনি জানিবে তুমি শ্রীরামে নিশ্চয়। রাক্ষসের পতি এই রাম কভু নয়॥ মায়াময় দেহধরি দুষ্ট দশানন। ছিন্নমাথা মস্তকেতে করেছে ধারণ॥ ৫২১

ভরতবন স্থলীষু তাপসদ্বয়ং নিহত্য বৈদেহী কেলীকলা কুতূহল মনুভবামীতি নিষ্ক্রান্তঃ। নেপথ্যে। ভোভোবীরা অঙ্গদবানরভট্টা ব্রুহি অদ্যরাত্রৌ খলুসাবধানৈঃ স্থাতব্যং।

অদ্য রাবণ প্রেষ্যাপিতা প্রাতজ্ঞলীরাক্ষসীনিশিশয়ানৌ রাম লক্ষ্মণৌ হনিষ্যতীতি বিভীষণো বদতি। ততো নিশি প্রবিশ্য প্রাতজ্ঞলী স্বগতং॥

উৎখাদে দারুণ সুতীক্ষ্ন কৃপাণপাণি বীরাটবীষু নিশি নির্ভয়তঃ শয়ানং। হংহোসুদর্শন পরিভ্রমণেন গুপ্তং রামং নিহন্মি কথমদ্যরবং বরাকী॥ ৫২২ ॥

পয়ার॥ সুতীক্ষ্ন কৃপাণধারী কটকের জন। তার মধ্যে নির্ভয়েতে শ্রীরঘু নন্দন॥ শয়নে আছেন এই রাম রঘুবর। রক্ষা হেতু সুদর্শন ভ্রমে নিরন্তর॥ হায় হায় হেন রাম কমল লোচন। কি রূপে ইহাকে আমি করিব নিধন॥ ৫২২ ॥

তদিত্থং লঙ্কেশমেব নিবেদয়তি। যথা। ননক্তং বধ্যো ভব তিত্তী প্রবিশ্য প্রাতজ্ঞলী জয়তি লঙ্কানাথঃ রাজন সুদর্শন চক্রং ভ্রমনেন রক্ষিতং রামভদ্রং নিশিহন্তুং ন শক্যতে। ততো রাক্ষসাঃ প্রাতঃ সমরাঙ্গন প্রেণয়িমঃ কার্য্যাঃ রাবণঃ॥ সত্য মেতৎ তথা করোমি॥

অথ যুদ্ধোপক্রমঃ।

সুগ্রীবো রাজলক্ষ্মী পরিমিলিত বপু র্বালিপুত্রঃ কুমার, শ্রীগম্ভাবাভিরামঃ প্লবগপরিবৃঢাঃ প্রোঢ়ি মারুঢ়বন্তঃ। উল্লঙ্ঘ্যোলঙ্ঘ্য লঙ্কাং জলনিধিপরিখী ভূত ভূরিপ্রভাবাং, সর্বেসর্বা মথর্বাঃ পিদধু রথরনে রাক্ষসান্ ক্ষোভয়িত্বা। ৫২৩।

পয়ার॥ বানরের অধিপতি সুগ্রীব রাজন। রাজলক্ষ্মী সেই কপি করিছে ধারণ॥ কুমার অঙ্গদ সেই বালির তনয়। আর যত অন্য অন্য কপি সেনাচয়॥ সমুদ্রে বেষ্টিতা ছিল হেন লঙ্কাপুরী।

লঙ্ঘন করিয়া তাহা সেই সব হরি ॥ পরাভব করি সব রাক্ষসের গণ। সকল বানরে লঙ্কা কৈল আচ্ছাদন ॥ ৫২৩ ॥

প্রাকার কূটাদ্বপলান্ পলাশৈর্নিপাত্যমানান্ প্রতি গৃহ্যদোর্ভ্যাং। তৈরেবসৌধানিব ভঙ্গরুচ্চৈঃ প্লবঙ্গমাঃ কম্পাকরাঃ ক্ষিপন্তঃ ॥ ৫২৪ ॥

পয়ার ॥ প্রাচীর হইতে যত রাক্ষসের গণ। কটকের দলে করে পাষাণ পতন ॥ করে ধরি সেই শিলা করিয়া গ্রহণ। রাজার ভবন ভাঙ্গে বানরের গণ ॥ ৫২৪ ॥

অথ রাবণঃ। শ্রীরামস্য কটকং তদাগমন দিনং মহোদরং পৃচ্ছতি। ততো মহোদরঃ ॥

ন্যঞ্চৎ ভুবলয়ং চলৎ ক্ষিতিধরং ক্ষুভ্যৎ সমস্তার্ণবং, ত্রস্যদ্বৈরিবধূ বিলোচনজলৈঃ প্রাবার বর্ষোদকং। প্রোদঞ্চৎ কপিবাহিনী কপিভটব্যাধূতধূলীপটা, চ্ছন্নাদিত্যপথং কথং ন বিদিতং তৈস্তত্র যাত্রাদিনং ॥ ৫২৫ ॥

পয়ার ॥ শুন তবে মহারাজ করি নিবেদন। নিম্ন হৈয়াছিল এই পৃথিবী যখন ॥ আন্দোলন হৈয়াছিল যে দিন অচল। ক্ষোভিত হইল যবে সমুদ্র সকল ॥ ত্রাসযুক্ত হৈয়া যত বৈরি বধূগণ। নয়ন জলেতে কৈল যখন বর্ষণ ॥ কপির গমনে যবে হৈল ধূলীময়। তাহাতে সূর্য্যেরপথ আচ্ছাদন হয় ॥ তাহা কি জান না তুমি লঙ্কেশ প্রবীণ। শুভক্ষণে যাত্রা কৈল রাম সেই দিন। ৫২৫।

রাবণঃ। করাজ্যরহিত লক্ষ্মণো রামভ্রাতে। মহোদরঃ।

ভুভঙ্গাদ্বক্ষসিন্ধু রঘুপতিরবতাদ্বন্দিনাবেদিতোঽসৌ, কিন্তত্তে মাতুল সম্প্রতি পুনরনুজে মন্ত্রিণি প্রত্তকর্ম্মা।

বাণেদত্তার্দ্ধে ছত্রিস্তম্ভতর শিশুনে লক্ষ্মণে সন্মিতোয়ঃ,

সুগ্রীব গ্রীবরবাহঃ কৃতচরণভরঃ সাঙ্গদেবায়ুপুত্রে ॥ ৫২৬

পয়ার ॥ ভ্রূভঙ্গে সমুদ্র বদ্ধ কৈল রঘুপতি। রাঘবের কুলরক্ষা করুণ সম্প্রতি ॥ যার সন্নিধানে স্তব করে বন্দিগণ। তব মাতুলের স্থচে বসেছে যে জন ॥ বিভীষণে সব কর্ম্ম করিয়া অর্পণ। কটাক্ষে করেন বাণ আপনি দর্শন ॥ তব ভয়ে সশঙ্কিত সুমিত্রা নন্দন। হাসিয়া কহেন তারে ভয় কি লক্ষ্মণ ॥ সুগ্রীবের স্কন্ধে বাহু করিয়া অর্পণ। অঙ্গদ হনূর কোলে রাখিলা চরণ ॥ ৫২৬ ॥

রাবণঃ। সাভ্যসূয়ং আঃ কিমিতি বন্‌গসে পশ্যাদ্যবাহু বীর্য্যমতি সংগ্রামাবতরণং নাটয়তি। বিভীষণঃ অত্রাব সরে প্রাহ ॥

সংভূয়প্রসভং পয়োধিলহরী পুঞ্জৈরিবপ্রারব্ধা,লঙ্কাবানরযূথপৈঃ শিখিশিখা ভঙ্গীপিঙ্গলোজ্বলৈঃ। বৈদেহী বিরহব্যথৈক বিধুরঃ ক্লিষ্টোঽথ লঙ্কেশ্বরঃ, সোঽয়ং সংপ্রতি রাজপুত্র কটকাটোপঃ সমুজ্জৃম্ভতে ॥ ৫২৭ ॥

পয়ার ॥ হটাৎ মিলিয়া যত কপি সেনাচয়। আচ্ছাদন কৈল গিয়া লঙ্কাপুরীময় ॥ সমুদ্র তরঙ্গ তুল্য সেই সৈন্যগণ। শিখীর শিখণ্ড সম পিঙ্গল বরণ ॥ সীতার বিরহে ব্যথা পাইয়া রাবণ। ক্লিষ্ট হৈয়া আছে সেই দুষ্ট দশানন ॥ সংপ্রতি রাজার পুত্র প্রভু দয়াময়। তাঁহার কটক হৈল সমরে উদয় ॥ ৫২৭ ॥

ততশ্চ। আকণ্ঠং পিহিতবপু র্বিশালবক্ষাঃ প্রাকারব্যতিকরজাম্বরকমুর্দ্ধা। উদ্যানে নভসি বশৈক সৈংহিকেয় টৈভরেকো রজনিচরো র.তর্কিলোকৈঃ ॥ ৫২৮ ॥

পয়ার ॥ কণ্ঠাবধি ব্যাপ্ত বপু করিয়া ধারণ। বিস্তারিত বক্ষঃস্থল দুর্জ্জয় রাবণ ॥ প্রাচীর সমূহ যেন মস্তক সকল। জাগ্রত আছয়ে সব অত্যন্ত প্রবল ॥ রাহু যেন হৈল আসি গগণে উদয়। এইরূপ বিতর্কণা লোকে করে তায় ॥ ৫২৮ ॥

মহোদর পশ্য।

অগ্রেসরী রঘুপতেঃ পরিনদ্ধপাক কিম্পাকপাটলমুখী কপিবীরসেনা। নিঃশেষমাশিবত্তিবাক্ষস বীরচক্রং প্রাক্‌প্রাভবত্তপনস্য তমিস্রজালং ॥ ৫২৯ ॥

পয়ার ॥ শ্রীরামের অগ্রসর কপি সেনাগণ। পাটল বরন মুখ যুদ্ধে বিচক্ষণ ॥ নিঃশেষ করিয়া রক্ষ করিল নিধন। প্রভাতে তিমির সূর্য্য বিনাশে যেমন ॥ ৫২৯ ॥

ক্ষুধিহত্তেষু রাক্ষসেষু রাবণঃ। প্রবোধ্যতাময়মলগ্রজন্মা কুম্ভকর্ণঃ। মন্ত্রিণঃ যদাজ্ঞাপয়তি দেব ইতি তথা কুর্বন্তি রাবণঃ স্বগতং ॥

ন্যক্কারোহ্যয়মেবমেয়দরয়স্তত্রাপ্য সৌতাপসঃ, সোপ্য ত্রৈবনিহন্তি রাক্ষসকুলং জীবত্যহো রাবণঃ। ধিক্‌ধিক্ শত্রুজিতং প্রবোধিতবতা কিংকুম্ভকর্ণেনবা, স্বর্গগ্রামটিকাবিলুণ্ঠন বৃথোচ্ছূনৈঃ কিমেভির্ভুজৈঃ ॥ ৫৩০ ॥

পয়ার ॥ অদ্যাবধি এই ধিক্ দিনু আপনার। হইল সমূহ শত্রু জগতে আমার ॥ অন্য কেহ ঐরি হৈলে খেদ নাহি হয়। তপস্বী হইল ঐরি দুঃখ হয় তায় ॥ অন্যত্র থাকিয়া যদি সাধিত মোরে বাদ। তাহা নয় সন্নিধানে করিল প্রমাদ ॥ সমূলে রাক্ষস কুলে করিল নিধন। কি আশ্চর্য্য বেঁচে আছি আমি দশানন ॥

ধিক্ ধিক্ ইন্দ্রজিত কি কহিব তোরে। জাগিয়া বা কুম্ভকর্ণ কি করিতে পারে॥ স্বর্গপুরী বিলুণ্ঠন করে মম কর। তাহাতে কি হইতে পারে কহ লঙ্কেশ্বর ॥ ৫৩০ ॥

দত্ত্বা সংতপ্ততৈলানি কুম্ভকর্ণস্য কর্ণয়োঃ। নিদ্রামরি-
ত্রিভং চক্রুস্তনমাত্য পুরোহিতাঃ ॥ ৫৩১ ॥

পয়ার ॥ নিদ্রাচ্ছন্ন কুম্ভকর্ণ ছিল শয্যোপরে। তপ্ততৈল দিয়া তার কর্ণের কুহরে॥ পুরোহিত আর যত মন্ত্রি বন্ধুগণ। সকলে তাঁহার নিদ্রা করিল ভঞ্জন ॥ ৫৩১ ॥

বিনিদ্রঃ কুম্ভকর্ণো রাজসমীপ মুপেত্য জয়ন্তি জয়ন্তি
প্রথম পৌলস্ত্য পাদাঃ ॥

যদ্যপি ক্ষিতিপালানামাজ্ঞা সর্ব্বত্রগা স্বয়ং। তথাপি
শাস্ত্রদীপেন চরত্যেব মতিঃ সতাং ॥ ৫৩২ ॥

পয়ার ॥ যদ্যপি নৃপের আজ্ঞা সর্ব্বস্থানে জয়। তথাপি সতের মতি শাস্ত্রে শুদ্ধ হয় ॥ ৫৩২ ॥

ইতিভ্রাতৃবচঃ শ্রুত্বা তথেত্যাহ দশাননঃ। শাস্ত্র নিঃসং
শয়াবাচঃ সতাং ব্যসন বল্লভাঃ ॥ ৫৩৩ ॥

পয়ার ॥ অনুজের সেই বাক্য করিয়া শ্রবণ। তাহার উত্তর দিল রাজা দশানন ॥ শাস্ত্র অনুযায়ি কর্ম্ম দুঃখের সময়। পণ্ডিতের উপযুক্ত কভু নাহি হয় ॥ ৫৩৩ ॥

উৎক্ষিপ্ত স্ফটিকাচলেন্দ্র শিখরশ্রেণী,বিসৃষ্টাঙ্গদৈ, রেতি
পীনতরৈঃ সুরাসুরজয় প্রাপ্তপ্রতিষ্ঠৈর্ভুজৈঃ। সংগ্রামে
মম কুম্ভকর্ণ বিজয়ঃ কিন্ত্বন্তু জাড়ম্বর, প্রত্যাশাশিথিলো
অহং ব্রজপুনঃ স্বপ্তায় নিদ্রালয়ং ॥ ৫৩৪ ॥

পয়ার ॥ শুন শুন কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা মহোদর। সুরাসুর জয়ে খ্যাত আছে মমকর ॥ মোর করে তুলে ছিল কৈলাস অচল। তাহাতে ঘর্ষণ হৈল মলয় সকল ॥ অতি স্থূল মম সেই সব বাহু চয়। তাহাতে হইব আমি সমরে বিজয় ॥ কিন্তু এই আড়ম্বর অদ্ভুত এবার। ইহাতে হয়েছে অল্প প্রত্যাশা আমার ॥ শুন ভাই কুম্ভকর্ণ কহিনু তোমায়। নিদ্রাহেতু নিদ্রালয়ে যাহ পুনরায় ॥ ৫৩৪ ॥

কুম্ভকর্ণঃ। সীতাপ্রিয়শ্চ দলিতেশ্বরকার্ম্মুকশ্চ, বালিদ্রুহশ্চ রচিতাম্বুধিবন্ধনশ্চ। রক্ষোহন্তশ্চ বিজিগীষু বিভীষণশ্চ, রামং নিহত্য চরণৌ তব বন্দিতাহে ॥ ৫৩৫ ॥

পয়ার ॥ জানকীর পতি সেই শ্রীরঘু নন্দন। মহেশের ধনুর্ভঙ্গ করেছে যেজন ॥ বিনাশিয়া বালিরাজে বাঁধিল সাগর। নিধন করেছে আসি রাক্ষস বিস্তর ॥ যাহাতে বিজয়ী হৈল ভাই বিভীষণ। তাহাকে বধিয়া তব বন্দিব চরণ ॥ ৫৩৫ ॥

কিঞ্চ। দেবত্বং রাক্ষসেন্দ্র পরিহর তৃণবদ্বিদ্বিষঃ শোকশল্যং, হত্বাবিদ্বেষিবৃন্দং কলুষমপি পরিক্ষালয়া মদ্যদ্যরক্তৈঃ। কো রামলক্ষ্মণঃ কঃ ক ইহ হরিপতিঃ কোহঙ্গদঃ কোহনুমান্, কঃ কালঃ কো বিধাতা চলতি ময়িরণে রোষণে কুম্ভকর্ণে ॥ ৫৩৬ ॥

পয়ার ॥ রাক্ষসেন্দ্র ভূমিদেব লঙ্কেশ রাবণ। তৃণতুল্য অরি সব করহে বর্জ্জন ॥ বিনাশিয়া শোকশল্য পাপ অরিগণ। করিব সমরে অদ্য রক্তে প্রক্ষালন ॥ কে রাম লক্ষ্মণ কেবা কপির রাজন। কেবা হনূ কোথা রবে বালির নন্দন ॥ ক্রুদ্ধ হয়ে কুম্ভকর্ণ যায় যদি রণে। কি কাল বিধাতা কেবা রবে কোন স্থানে ॥ ৫৩৬ ॥

রাবণঃ। মহাবল পরাক্রমৈ রাক্ষসভটৈঃ পরিবৃতো।
ভবতু বৎসঃ কুম্ভকর্ণস্তথা করোতি রণ শিরসি॥
নাহং বালী সুবাহুর্ন খর ত্রিশিরসৌ দূষণস্তাড়কাহং,
নাহং সেতু সমুদ্রে নচ ধনুরপি যৎ ত্র্যম্বকস্যাম্বয়াঙ্কং।
রেরে রাম প্রতাপানল কবল মহাকালমূর্ত্তিঃ, কিলাহং
বীরাণাং মূকশল্যং সমরভুবিবরঃ সংস্থিতঃ কুম্ভকর্ণঃ। ৫৩৭।

পয়ার॥ ত্রিমূর্দ্ধ রাক্ষস নহি নহি আমি খর। বালী বিড়ালাক্ষ নই শুন রঘুবর॥ সাগরেতে সেতু নহি তাড়কা দূষণ। হরধনু নহি আমি করিবে ভঞ্জন॥ শুন ওহে রঘুপতি জ্ঞাত নহ তুমি। অনল কবল করি মহাকাল আমি॥ বীরগণে কুম্ভকর্ণ শেলসম হয়। সেই আমি রণভূমে হইনু উদয়॥ ৫৩৭॥

বিঘটিত বহু সেনাচারিবীরঃ কপীন্দ্রং, পরিঘগুরু ভুজাভ্যাং
গাঢ় মাপীড্য ধৃত্বা। নিরগমদতি তূর্ণং চূর্ণয়ন্ পূর্ণদিক্কং
কপিকুলমথলঙ্কা সম্মুখং কুম্ভকর্ণঃ॥ ৫৩৮॥

পয়ার॥ রণে আসি বিনাশিল বহু সেনাগণ। সুগ্রীবেরে কৈল পবে করেতে পেষণ॥ বাহুদ্বয় দিয়া তারে করিয়া গ্রহণ। লঙ্কাপুরে কুম্ভকর্ণ করিল গমন॥ ৫৩৮॥

শ্রুত্বা রাবণঃ। যদর্পিতং প্রাজ্যবলেন বালিনা, বিধায়সেো
যুগ্মবশং দশাননং। তদুদ্ধৃতং শল্য মনেন মানিনা,
নিবেশ্য কুক্ষাকুহরে কপীশ্বরং॥ ৫৩৯॥

পয়ার॥ পূর্ব্বে সেই বালিরাজা আপনার বলে। বদ্ধ করেছিল মোরে তার বাহুমূলে॥ মম দেহে শেল বিদ্ধ হয়েছিল তায়। অদ্যাবধি তাহা মোর আছিল হৃদয়॥ কুম্ভকর্ণ কক্ষে করি

অনুজ তাহার। অদ্য মোর সেই স্নেহ করিল উদ্ধার ॥ ৫৩৯ ॥

গগণ মুপেত্য। সুগ্রীবং বাহুমূলে প্লবগবলপতিং কণ্ঠদেশে ভুজেন, কিন্তু্। নিক্ষিপ্যগাঢ়ং পুরজনিচর পুরীং সন্দধানো জগাম। সানন্দং কুম্ভকর্ণ স্তদনু কপীভট স্তস্যাতূর্ণং সকর্ণং, ঘ্রাণংজঘ্না জগাম স্বশিবিরমুরসঃ কুর্পরেণা হতস্য ॥ ৫৪০ ॥

পয়ার ॥ করদ্বয় দিয়া সেই রক্ষবীরবর। সুগ্রীবেরে বাহুমূলে কৈল তদন্তর ॥ এক হস্তে কণ্ঠদেশ করিয়া ধারণ। আনন্দে পুরীর মধ্যে করিল গমন ॥ তাহার পশ্চাৎ সেই কপী দুরাচার। রাক্ষসের কর্ণ নাসা করিল বিদার ॥ হৃদয়ে কুর্পরাঘাত করিয়া দুর্জ্জন। আপন শিবিরে কপি করিল গমন ॥ ৫৪০ ॥

নিশ্বস্যোঃ সূজ্যবাষ্পং নয়নকমলয়ো রাস্যনেবারি দদ্যা, কৃত্বালঙ্কোপগূঢ়ং সকরু মপুনর্ভাবিনীত্বা ত্রিশূলং। ক্রোধান্ধঃ কালমূর্ত্তিঃ প্রলয়হুতবহাঙ্গারনেত্রাবকীর্ণা, শ্চিন্নঘ্রাণোঽবতীর্ণঃ পুনরপিসমর প্রাঙ্গনেকুম্ভকর্ণঃ। ৫৪১ ॥

পয়ার ॥ দীর্ঘ শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দুর্জ্জন। নয়নে সলিল দিয়া কৈল প্রক্ষালন ॥ জন্মের মত লঙ্কাপুরী করি আলিঙ্গন। ক্রোধান্ধ হইয়া কৈল ত্রিশূল গ্রহণ ॥ প্রলয় অনলে হয় অঙ্গার যেমন। সেই রূপ দুই চক্ষু করিল ধারণ ॥ কালের সমান মূর্ত্তি ছিন্ন নাসা তায়। পুনঃ রণে কুম্ভকর্ণ হইল উদয় ॥ ৫৪১ ॥

ত্বংদুষ্টেব প্রবিষ্টা গিরিবরকুহরং ত্রস্তচিত্তাঃ কপীন্দ্রাঃ, কেচিৎ পাদান্তরস্থঃ প্রচলিত পবনান্দোলিতাঃ খেচ-লন্তি। কেচিদ্দোর্দণ্ড চণ্ড ভ্রমণ নিপাতিতাঃ শোণিতা

মূচ্ছায়ন্তি, প্রাণান্ কেচিৎ প্রবীরাঃ কথমপি জহতি

স্ফীত ফুৎকারভিন্নাঃ ॥ ৫৪২ ॥

পয়ার ॥ তাহাকে দেখিয়া যত বানরের গণ। ভয়ে গিরিগুহ মধ্যে কৈল পলায়ন ॥ অন্য আর ছিল যত কপি সেনাচয়। বায়ুবেগে তারা সব আকাশেতে যায় ॥ করে ধরি ঘুরাইল আর কপিগণ। ধরায় পড়িয়া করে রক্ত উদ্বমন ॥ কেহ কেহ প্রাণ ত্যাগ করিল তথায়। ফুৎকারেতে ভেদ হৈয়া কত কপি যায় ॥ ৫৪২ ॥

উৎক্ষিপ্য শূলমজয়ং ত্রিপুরান্তকস্য, সংহার কেতুমিব

কোটিতড়িৎ প্রভঞ্চ। ঘোরং জ্বলন্তং সুবসিক্ষিপাতিস্ম

রক্ষ, স্তারাপতে স্তদিশুনা রঘুনা নিরস্তং ॥ ৫৪৩ ॥

পয়ার ॥ উর্দ্ধেতে করিয়া হরের অজয় ত্রিশূল। প্রলয় কালের ধ্বজা যেন সেই শূল ॥ কোটি সৌদামিনী প্রভা হয়েছে উজ্জ্বল। ভয়ানক শূল যেন জ্বলন্ত অনল ॥ সুগ্রীবের হৃদিপরে রাক্ষস দুর্জ্জয়। নিক্ষেপ করিল তাহা কুলিশের প্রায় ॥ নিরীক্ষণ করি প্রভু শ্রীরঘুনন্দন। এক বাণে সেই শূল কৈল নিবারণ ॥ ৫৪৩ ॥

তাতং বিলোক্য বিষমস্থ মথাঙ্গদস্তং, গারুত্মতেন ভুবি

পাতয়তিস্ম শত্রুং। মূক্তোঽপি নিশ্বসতি যাবদসৌ

কপীন্দ্র, স্তাবৎ ববন্ধ নরসিংহ পদাঙ্গদংসঃ ॥ ৫৪৪ ॥

পয়ার ॥ বিষম শঙ্কটাপন্ন বানরের পতি। তাহাকে দেখিয়া সেই বালির সন্ততি ॥ গারুড়াস্ত্র প্রহারিয়া, কপি বীরবর। কুম্ভকর্ণে ফেলাইল ধরার উপর ॥ পশ্চাৎ উঠিয়া সেই কুম্ভকর্ণ বীর। রাগান্ধ হইয়া রক্ষ হইল বাহির ॥ যাবৎ নিশ্বাস ছাড়ে বালির নন্দন। তাবৎ করিল তারে নিগূঢ় বন্ধন ॥ ৫৪৪ ॥

দৃষ্ট্বা নীলঃতদুভয়মপি গ্রস্তমাক্রম্যরক্ষঃ, স্কন্ধেমৌলৌ শ্রবণ হৃদয়ে মধ্য বক্ত্রোদরেষু। তীব্রাস্ত্রৈর্দহতি কুপিতঃ স্বৈনরূপেণ বীরঃ, ক্রব্যাদোঽপ্যদ্ভুতদনুবিকলঃ প্রোথিতৌ বানরেন্দ্রৌ॥ ৫৪৫ ॥

পয়ার॥ বিষম বিপদে পড়ি সুগ্রীব অঙ্গদ। নীলকপি দৃষ্টি কৈল দুয়ের আপদ॥ রাক্ষসের স্কন্ধে মুখে শ্রবণ কুহরে। হৃদয় উদরে আর মস্তক উপরে॥ ক্রোধান্ধ হইয়া সেই কপি বিচক্ষণ। তীক্ষ্ণশরে কুম্ভকর্ণে করিল দাহন॥ সেই বাণে জীর্ণ হৈয়া রাক্ষস দুর্জন। অঙ্গদ সুগ্রীব বীরে করিল মোচন॥ ৫৪৫ ॥

লঙ্কেশ্বরস্তবলোক্য রণে জ্বলন্তং কাদম্বিনী সহচরো হনুস্তবারিধারাঃ। তূর্ণং মুমোচ তদুপর্য্যথলব্ধসংজ্ঞো, ভোক্তুং কৃতান্তইব নীল নলৌ সদধ্যৌ॥ ৫৪৬।

পয়ার॥ রণভূমে কুম্ভকর্ণ হৈয়েছে দাহন। তাহাকে দেখিয়া সেই লঙ্কেশ রাবণ॥ কাদম্বিনী সহচর হৈয়া দশানন। তাহার উপরে করে সুধা বরিষণ॥ চেতন পাইয়া তাহে রাক্ষস দুর্জ্জয়। নল নীলে খেতে যায় শমনের প্রায়॥ ৫৪৬॥

আলোকিতো রঘুবরেণ সলক্ষ্মণেন, কালান্তকাদিবধিপোঃ পরিশঙ্কিতেন। স্থানং জগাম হনূমান্সমরেঽব বীর্য্য, মাহেশমুগ্র নরসিংহ ইবারুণাক্ষঃ॥ ৫৪৭ ॥

পয়ার॥ কালান্তক রিপু সেই রাক্ষস দুর্জন। তাহাতে পাইয়া শঙ্কা শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥ হনূমানে করিলেন কটাক্ষ পতন। তদন্তে করিল বীর সমরে গমন॥ নৃসিংহের চক্ষুসম অরুণাক্ষোদয়। রণ ভূমে হনূ বীর হইল উদয়॥ ৫৪৭॥

কুম্ভকর্ণো হনূমন্তং নিরুধ্য জ্বলনাবলী। রাবণায় দদৌ
ভ্রাত্রে উপায়ন মিবাদরাৎ॥ ৫৪৮ ॥

পয়ার॥ হনুমানে পরাভব করি রক্ষোবর। ভেটসম দিল তারে ভ্রাতার গোচর॥৫৪৮॥

কুম্ভকর্ণে নানীতং হনূমন্তং গৃহীত্বা হংশোকবনে রাবণঃ
সীতে পশ্য পশ্য॥

রামঃ স্ত্রীবিরহেণ হারিত বপু স্তচ্চিন্তয়া লক্ষ্মণঃ,
সুগ্রীবোহগ্রজসূনু সৈন্যভয়তো বিন্ধস্য মূলং গতঃ।
গণ্যঃ কস্য বিভীষণঃ স চ রিপোঃ কারুণ্য দৈন্যাগতি,
লঙ্কাদ্বার কবাট কেটনপটু র্বদ্ধোহয় মেকঃ কপিঃ। ৫৪৯।

পয়ার॥ রমণী বিরহে রাম হারায়াছে কায়। লক্ষ্মণ হারালে তনু তাহার চিন্তায়॥ ইন্দ্রজিতের সৈন্য ভয়ে সেই কপিপতি। বিন্ধ্যাচল গিরি পরে গিয়াছে সম্প্রতি॥ মম ভ্রাতা বিভীষণ গণ্য কারো নয়। ঐরি কিন্তু তারে হয় করুণা উদয়॥ লঙ্কার কবাট ভগ্ন করেছে যেজন। সেইকপি অদ্য কেথা হৈয়াছে বন্ধন। ৫৪৯

অথ রাবণ সীতয়োরুক্তি প্রত্যুক্তৌ।

ভবিত্রী রম্ভোরু ত্রিদশবদন গ্লানিরচিরাৎ, সরামোপিঃ
স্বান্ না যুধি পুরতো লক্ষ্মণ সখঃ। ইয়ং যাস্যত্যচ্চৈ
র্বিপদ মধুনাবানরচমূর্লঘিষ্ঠে, দংযষ্ঠাক্ষরপর বিমো
পাৎ পঠপুনঃ॥ ৫৫০ ॥

পয়ার॥রম্ভাতরু জিনিউরু তোমার মোহিনী। ত্বরায় বিপদ তুমি দেখিবে আপনি॥ অতিশয় ম্লান হবে অমরের গণ। সম রাগ্রে না থাকিবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥ সম্প্রতি বিপদ হবে কপি

সেনাগণে। এই কথা কহে রাজা জানকীর স্থানে ॥ রাবণের বাক্য শুনে বিদেহ নন্দিনী। তাহার উত্তর রামা কহিলা আপনি চতুষ্পদে সপ্তাক্ষর করিয়া মোচন। তবে এই পদ্য পাঠ করহে রাজন ॥ ৫৫০ ॥

অথচরণযুগং তদ্বক্ষসি স্থাপয়িত্বা, খরনখরকরাগ্রৈর্গাঢ়মুৎপাট্যকর্ণৌ। ক্রিকচ কঠিন দন্তৈবসা সংদশ্যনাসা, সুমপতদতিবেগাদুগ্রকর্ম্মা কপীন্দ্রঃ ॥ ৫৫১ ॥

পয়ার॥ রাক্ষসের বক্ষে হনূ দিয়া দুচরণ। উগ্রনখে কৈল তার কর্ণ উৎপাটন ॥ তাহার নাসিকা দন্তে করিয়া দংশন। হনুমান্ কৈল পরে স্বস্থানে গমন ॥ ৫৫১ ॥

সপদিপরিনিবৃত্তঃ ক্রোধনঃ কুম্ভকর্ণ, স্তুমুলমতুলমস্ত্রা শেষশস্ত্রং ব্যতানীৎ। নিশিত শরনিপাতৈর্লীলয়াতত্র রামো, নিরভিনদতিসীম্নং তত্তদঙ্গং ক্রমেণ ॥ ৫৫২ ॥

পয়ার ॥ ক্ষণেক নিবৃত্ত হৈয়া কুম্ভকর্ণবীর। ক্রোধানলে কৈল তার জ্বলন্ত শরীর ॥ নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র করিয়া গ্রহণ। তুমুল সংগ্রাম করে রাক্ষস দুর্জ্জন ॥ লীলায় নিশিত শর লৈয়া দয়াময় ক্রমে ক্রমে ভেদিলেন রাক্ষসের কায় ॥ ৫৫২ ॥

কুম্ভকর্ণ মূর্দ্ধ্নি পততি হনূমান্।

ধীরংধারয় কূর্ম্মরাজ ধরণীংসার্দ্ধং ফণিস্বামিনা, দিগ্গজাঃ কুরুত স্থিরান্ কুলগিরীন্ দন্তৈরুদগ্রৈঃ ক্ষণং। যস্মাদেষ দকাণ্ড খণ্ডনগলদ্রক্তৌঘ সত্যান্তরং, কুম্ভং রামশরোৎকরৈঃ পততি যৎ তৎ কৌম্ভকর্ণং শিরঃ ॥ ৫৫৩ ॥

পয়ার ॥ ফণিপতি সহ ধরাধর কূর্ম্মবর। দিগদন্তীগণে হনূ কহে

তদনন্তর"॥ শুন শুন ওহে দিগ্ মাতঙ্গ সকল। দন্তদিয়া স্থির কর সব কুলাচল॥ কুম্ভের মস্তক ছিন্ন রাম শরে হয়। সমূহ শোণিত ধারা গলিছে তাহায়॥ উন্নত মস্তক তার হইবে পতন। সেহেতু সবলে সব করহে ধারণ॥ ৫৫৩॥

কবন্ধে প্রপততি। দেবাঃ সর্ব্বে বিমানান্য পলয়তরবেঃ স্যন্দনো যত্তদূরং, রেরে শাখামৃগেন্দ্রাঃ পরিহর তরণ প্রাঙ্গণং রাক্ষসাশ্চ। বেগভ্রস্তাঞ্জনাদ্রিপ্রতিনিধিরবধিঃ সর্ব্ববিস্মাপকনাং, লঙ্কাতঙ্কৈক হেতু র্নিপততি নভসঃ কৌম্ভকর্ণঃ কবন্ধঃ॥ ৫৫৪॥

পয়ার॥ রথ পরিত্যাগ কর অমরের গণ। সূর্য্যের বিমান দূরে করুক গমন॥ শুনরে রাক্ষস আর বানরের গণ। রণভূমি ত্যজে দূরে কর পলায়ন॥ কুম্ভের মস্তক যেন অঞ্জনাদ্রি সমা। ইহাতে হইবে সব বিস্ময়ের সীমা॥ গগণ হইতে সেই মস্তক ভীষণ। লঙ্কার আতঙ্ক হেতু হইল পতন॥ ৫৫৪॥

উৎক্রান্তোহপিস্বদেহাৎ প্রবরসুরবধূ দোর্ভ্ভিরাকৃষ্যমাণঃ, প্রাণত্রাণায়ভর্ত্তুঃ পুনরপি সমরাপেক্ষ মনোরুরোহ। সংগীতৈ র্নারদাদ্যৈ মৃদু মুরজরবৈঃ স্তূয়মানোবিমানং, বীরঃসংগ্রামধীরঃ স্বশিরসিনুকথং কথ্যতে কুম্ভকর্ণঃ॥ ৫৫৫

পয়ার॥ কুম্ভকর্ণ তনু হৈতে ত্যজিল জীবন। সুরবধূগণে করে তারে আকর্ষণ॥ রাবণের প্রাণরক্ষা করিতে দুর্জ্জয়। পুনঃযুদ্ধহেতু বীর রথে নাহি যায়॥ নারদ প্রভৃতি যত দেবঋষি সব। নানা বিধ বাদ্য গীতে করে তারে স্তব॥ আছিল এরূপ বীর সংগ্রাম বিজয়। হায় হায় তার কথা কহা নাহি যায়॥ ৫৫৫॥

করং, সংলক্ষ্যপুবগৈ ভথাপাবিরক্ত স্তেৰ্ম্মারিপূর্বস্থিতঃ।
রামেঽপি স্মৃতি গোচরেসতি তথা তত্রৈব রোষান্বিতা,
সীতা সম্প্রতি সংমতা কিম্ভবেত্তত্রৈবতূষ্ণীং স্থিতঃ। ৫৫৬।

পয়ার॥ শুন ওহে লঙ্কানাথ করি নিবেদন। তোমার অনুজ যুদ্ধে হৈয়াছে নিধন॥ কপিসহ সিন্ধু লঙ্ঘ্যে কমললোচন। লঙ্কার দ্বারেতে আসি বসেছে এখন॥ রামেরে স্মরণ করি জনকের সুতা। সর্ব্বদা রাগান্ধ হৈয়া থাকিত সে হেথা॥ সংপ্রতি সম্মতা কেন হইবে এখন। এই বাক্য শুনে মৌন হইল রাবণ॥ ৫৫৬॥

রাবণঃ। অহহ হ তবিধে মরুচ্চন্দ্রাদিতোৗশতমথমুখাস্তে
ক্রতুভুজঃপুরদ্বারে যস্যাঃ সভয় মুপসর্পন্ত্যনুদিনং।
প্রকোপব্যাকম্পাধর তটপুটৈর্বানরভটৈঃ সমাক্রান্তা
সেয়ং শিবশিবহরিহরি দশগ্রীবনগরী॥ ৫৫৭॥

পয়ার॥ পবন সুধাংশু সূর্য্য ইন্দ্রাদি অমর। লঙ্কাদ্বারে ভয়ে নিত্যভ্রমে নিরন্তর॥ হায় হায় ছিল মোর হেন লঙ্কাপুরী। তাহাতে আসিয়া যত প্রবেশিল হরি॥ ৫৫৭॥

রাবণঃ। সত্বর মাখণ্ডল খণ্ডনদৃষ্টিপ্রাচণ্ড্যমেঘনাদং
দুষ্করসময়েরণেতিস্মণ মেঘনাদোপি সমরাবতরণং
নাটয়তি। বানরাঃ পলায়ন্তে মেঘনাদঃ॥

ক্ষুদ্রাঃ সন্ত্রাসমেতে বিজহিত হরয়োভিন্ন শক্রেণকুম্ভা,
যুষ্মাদ্দেহেষু লজ্জাং দধতি পরম মী সায়কা নিষ্পতন্তঃ।
সৌমিত্রে তিষ্ঠপাত্রং ত্বমসি নহি রুষাং নন্বহং মেঘনাদঃ
কিঞ্চিদ্ভ্রূভঙ্গলীলানিয়মিত জলধিং রামমন্বেষয়ামি॥ ৫৫৮

পয়ার॥ শুন ওহে ক্ষুদ্র সব বানরের গণ। ত্রাসযুক্ত হৈয়া কেন

কর পলায়ন॥ মম শরে বিদারিনু ঐরাবত হয়। কপি দেহে পোড়ে লজ্জা পাইবে নিশ্চয়॥ থাক থাক তিষ্ঠে থাক সুমিত্রা নন্দন। ক্রোধের সম্মুখে তুমি নহ কদাচন॥ ভ্রূভঙ্গে সমুদ্রে বন্ধ করেছে যেজন। মোর লক্ষ সেই রামে করি অন্বেষণ॥ ৫৫৮॥

মায়ারথং সমধিরুহ্য নভঃস্থলস্থোগম্ভীর কালজলদ ধ্বনিরুজ্জগর্জ্জ। ব্রাট্যেরপাত যদথোফণি পাশবদ্ধৌ মেরুস্বন্দর গিরীপরিভূতশক্রঃ॥ ৫৫৯॥

পয়ার॥ মায়ারথে মেঘনাদ করি আরোহণ। গগণে উঠিল গিয়া রাক্ষস নন্দন॥ আকাশে থাকিয়া সেই লঙ্কেশ তনয়। প্রলয়ের মেঘ যেন গর্জ্জিল তথায়॥ নাগপাশ বাণে বদ্ধ করি তদন্তরে। ধরায় ফেলিল বীর দুই সহোদরে॥ সুমেরু মন্দর তুল্য শ্রীরাম লক্ষ্মণ। এতি পরাজিত সেই রাক্ষস নন্দন॥ ৫৫৯॥

অত্রান্তরে সরমা রাক্ষসীরাবণাজ্ঞয়া রামলক্ষ্মণয়োরিমাং গতিং সীতায়ৈ কথিতবতী। সীতা। হে রামভদ্র হা বৎস লক্ষ্মণ মদর্থে যুবয়োরেতাদৃশীগতিঃ॥

কিংভার্গব চ্যবন কাশ্যপ গৌতমানাং, বাচাবশিষ্ঠমুনি লোমশ কৌশিকানাং। যাতান্যথান্য হহয়ালপিতা ত্বয়া মে, ভাস্যান্মন্দভাগ্যাম্বিবভোঃসকলং নিহন্তুং॥ ৫৬০॥

পয়ার॥ গৌতম কশ্যপ আর ভৃগুর সন্ততি। কৌশিক লোমশ মুনি বশিষ্ঠ প্রভৃতি॥ সকলের বাক্য মিথ্যা হইল এখন। তব কথা মিথ্যা হৈল বসুব নন্দন॥ মম ভাগ্য মন্দ হেতু সব নষ্ট হয়। এই খেদে সীতাদেবী করে হায় হায়॥ ৫৬০॥

তোন্মুক্ত তৎ পাশবন্ধৌ। বিদধতুরতিযুদ্ধং তত্ররামানু -
জন্মা, শিত শরহৃতজীবং মেঘনাদং চকার ॥ ৫৬১ ॥

পয়ার ॥ অমরের পতি জয় করেছে যে জন। যার নাগপাশে বদ্ধ আছিল দুজন ॥ গরুড়ের আগমনে মুক্ত হৈয়া যায়। অতিযুদ্ধ আরম্ভিল পশ্চাৎ তথায় ॥ শানিত বিশিখা লৈয়া অনুজ লক্ষ্মণ। রণভূমে মেঘনাদে করিল নিধন ॥ ৫৬১ ॥

জনমুখরণবার্ত্তা শ্রূয়তে রাক্ষসেন্দ্র, তবতনয় সুরেশঃপা-
তিতোলক্ষ্মণেন। বদতিচ দশবক্ত্রো রুষ্টচিত্তঃ সভায়াং,
মশকগলকরন্ধ্রে হস্তিমুখং প্রবিষ্টং ॥ ৫৬২ ॥

পয়ার ॥ লোকমুখে রণবার্ত্তা করিনু শ্রবণ। তব সুতে বধ কৈল অনুজ লক্ষ্মণ ॥ এই কথা শুনে ক্রোধে কহিল লঙ্কেশ। মশকের কণ্ঠে হস্তী করেছে প্রবেশ ॥ ৫৬২ ॥

হতেষু রাবণপুত্রেষু সর্ব্বেষু রাবণং প্রতিমন্দোদরী।
দৃষ্টাদৈন্যং ভগিন্যাস্ত্রিশির সউত্তবামাতুলস্যাপিনাশং
তালানাংভেদনং তৎকপিবর হননং তচ্চসুগ্রীবসখ্যং।
কর্ম্মানুদ্যান হন্তুর্জলনিধি তরণে যে নাজ্ঞাত ত্বদানীং।
সোঽয়ংনষ্টে কুলেস্মিন্ কথমিহ কমিতুজায়াতে তে-
বিবেকঃ ॥ ৫৬৩ ॥

পয়ার ॥ ভগিনীর দৈন্য তুমি দেখেছো নয়নে। ত্রিমূর্দ্ধ মাতুল বধ শুনেছো শ্রবণে ॥ সপ্ততাল ভেদ কৈল বালির নিধন। সুগ্রীবের সহ সখ্য করেছো শ্রবণ ॥ সিন্ধু লঙ্ঘ্যে বন ভাঙ্গে

তোমার গোচর। দেখেছো শুনেছো তাহা রাজা লঙ্কেশ্বর ॥ তখন তোমার ঘৃণা হয় নিরাবন। কি প্রকারে তাহা তব হইবে এখন ॥ ৫৬৩॥

অথতাং রাবণঃ। রামায় প্রতিপক্ষ কক্ষশিখিনে দাস্যা। মিদাস্যৈমৈথিলীং, যুদ্ধেরাঘবশায়কৈ রভিহতঃ স্বর্গংগমিষ্যামিবা ॥ নীতিজ্ঞে কথয়ত্ব দেবীকতরঃ পক্ষোগৃহীতো ত্বয়া, তন্মেব্রূহি যথাস্মদীয় মভবন্মাত্র শেষং কুলং। ৫৬৪।

পয়ার ॥ মোর প্রতিপক্ষ সেই রাম রঘুপতি। তাহারে কি সীতা দান করিব সম্প্রতি ॥ কিম্বা রণে তার বাণে ত্যজিয়া জীবন। স্বর্গে কি প্রিয়সী আমি করিব গমন ॥ তাহা তুমি কহ প্রিয়ে মম সন্নিধানে। কহ কোন পক্ষে যাবে আপনি এক্ষণে ॥ সে হেতু হইয়াছে শেষ রাক্ষসের কুলে। আমি মাত্র শেষ হৈলে হইবে নির্ম্মূলে ॥ ৫৬৪ ॥

অপিচ। জানামিসীতা জনকপ্রসূতা, জানামিরামে। মধুসূদনঞ্চ। অহঞ্চ জানামি রামস্য বধ্য, তথাপি সীতা ন সমর্পয়ামি ॥ ৫৬৫ ॥

পয়ার ॥ জানি আমি সীতাদেবী জনক নন্দিনী। শ্রীমধুসূদন রাম তাহা আমি জানি ॥ শ্রীরামের বধ্য আমি জেনেছি নিশ্চয়। তথাপি জানকী আমি না দিব তাহায় ॥ ৫৬৫ ॥

অথ রাবণঃ কালমধিক্ষিপন্নাহ। রেকাল ত্বমপি কালধ্বিক্তঃ সৈন্যং সকামোভব তানেভূষয় নূতনং শিরঃ শব শ্রেণীভিরস্থং। স্বকং তন্মাত্রাসবমেতং শং দসং–

সাসজ্জী তব ত্বৎকৃতে সন্নদ্ধঃ করবাল ভীষণ ভুজো

যুদ্ধায় লঙ্কেশ্বরঃ ॥ ৫৬৬ ॥

পয়ার ॥ ওরে কাল তুই কথা শোনরে আমার। সমরে বিভব লাভ হয়েছে তোমার ॥ স্বচ্ছন্দে আনন্দে অদ্য তুইরে শমন। শরশির স্বীয় অঙ্গে করয়ে ভূষণ ॥ সেই হেতু রুদ্র গিয়া রাম সম্বরে। যুদ্ধ হেতু যুদ্ধসজ্জা সহসা সে করে ॥ ভয়ানক অস্ত্র করে করিয়া ধারণ। রণভূমে যাই আমি লঙ্কেশ রাবণ ॥ ৫৬৬ ॥

কিঞ্চ। যেয়ং বিভীষণে মুক্তা শক্তিঃ ক্রুরেণ রাক্ষসা।

লক্ষ্মণেন গৃহীতা সা প্রিয়েন নিজবক্ষসা ॥ ৫৬৭ ॥

পয়ার ॥ যে শক্তি লইয়া পূর্বে রাক্ষস দুর্জ্জয়। বিভীষণের প্রতি ক্ষেপ করেছে নিশ্চয় ॥ সেই শক্তিশেল লৈয়া অনুজ লক্ষ্মণ। প্রিয়া তুল্য নিজবক্ষে করিল ধারণ ॥ ৫৬৭ ॥

অথ রাবণ শক্তিবিহ্বল লক্ষ্মণে রাম বিলাপঃ।

বৎসোত্তিষ্ঠ ধনুর্গৃহাণ রিপবঃসৈন্যং বিনিঘ্নন্তিনঃ, কিং

শেষেঽদ্য নিরাকৃতাঃ কিমরয়ঃপ্রত্যাহৃতা কিং প্রিয়া।

ভ্রাতর্দেহিবচো জহীহি হৃদয় ভ্রান্তিং নৃপং বিদ্ধিমাং,

কৈকেয়ি প্রিয়সাহসে সুতবধাম্মাতঃ কৃতার্থাভব। ৫৬৮।

পয়ার ॥ উঠরে প্রাণের ভাই অনুজ লক্ষ্মণ। ধনু লহ শত্রুগণে বধে সৈন্যগণ ॥ কেন অদ্য ধরাপরে করেছো শয়ন। প্রিয়ার উদ্ধার কিম্বা বধেছো রাবণ ॥ কথা কহ ওরেভাই ভ্রান্তিত্যজ দূরে। নৃপতির সম অদ্য দেখ তুমি মোরে ॥ অত্যন্ত সাহসি মাতা কৈকেয়ী তোমার। কৃতার্থ হইল পুত্র করিয়া সংহার ॥ ৫৬৮ ॥

তাতঃস্বর্গমুপাগতঃ প্রিয়সখী দৈবেন দূরীকৃতা, নীপ

নিশাচরেণ বলিনা পত্নী মনোহারিণী। ভ্রাতা সর্ব্বগুণৈক রত্ননিলয়ঃ সন্দিগ্ধদেহোঽধুনা ॥ দুঃখাদ্দুঃখ পরম্পরা পরিচয়ং দৈবেন নীতাবয়ং ॥ ৫৬৯ ॥

পয়ার ॥ গিয়াছেন মমতাত অমরের পুরে। দৈব হেতু প্রিয়সখী আছে অতি দূরে ॥ মনোহরা সেই নারী হরেছে রাবণ। সর্ব্ব গুণে রত্নালয় অনুজ লক্ষ্মণ ॥ সন্দিগ্ধ হৈয়াছে দেহ তাহার একণে। সম্প্রতি মহৎদুঃখ পাই সর্ব্ব জনে ॥ ৫৬৯ ॥

পাতালান্ন সমুদ্ধৃতোবতবলির্নীতোন মৃত্যুঃক্ষয়ং, নোন্মৃষ্টং শশলাঞ্ছনস্য মলিনং নোন্মূলিতা ব্যাধয়ঃ। শেষস্যাপি ধরাং বিধৃত্যনলসা ভারাবলীক্ষমাতাং, চেতঃসৎ পুরুষাভিমান পদবীমিথ্যৈব কিংখিদ্যসে ॥ ৫৭০ ॥

পয়ার ॥ পাতাল হইতে বলি না হৈল উদ্ধার। অদ্যাবধি না হইল শমন সংহার ॥ চন্দ্রের মলিন নাহি করেছো মার্জ্জন। সমূলে রোগের শান্তি না হৈল এখন ॥ ধরাধর বাসুকির না হরিলে ভার। ক্ষমাপন্ন হও তুমি মনরে আমার ॥ অভিমানের পথে মন করিয়া গমন। কেন খেদ কর তুমি হৃদয় এখন ॥ ৫৭০ ॥

অথ সুগ্রীবস্য প্রবোধিতস্য রামস্য বচনং।

ভ্রাতুর্ব্বহি ত্রিভুবনে নহি বন্ধুরস্তি প্রাণার্দ্ধভাগস টিতঃ পরিবেশএনঃ। হালক্ষ্মণ ক্ষিতিভূজো রঘুনন্দনস্য, ত্বং যাসি কালসদনং কিমুমাং বিহায় ॥ ৫৭১ ॥

পয়ার ॥ ভাই বিনা ত্রিভুবনে বন্ধু নাহি আর। জীবনার্দ্ধ ভাগ হৈলে যে হেতু আমার ॥ হায় হায় কোথা ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ। মোরে ত্যজে যমালয়ে করেছ গমন ॥ ৫৭১ ॥

ঔষধানয়ন প্রস্তাবে নলাদীনাং রাক্যং।

নলস্ত্রিরাত্রাৎ পুনরেতিগত্বা তত্রাঙ্গমৈন্দদ্বিবিদৌ দ্বিরাত্রং। সুগ্রীব নীলৌ পুনরেকরাত্রং, বীরাঙ্গদো যাম চতুষ্টয়েন॥ ৫৭২॥

পয়ার॥ ঔষধি আনিতে যদি নল সেথা যায়। হেথায় আসিতে তার তিনরাত্র হয়॥ মৈন্দ কি দ্বিবিদ যদি করয়ে গমন। দুই রাত্রি গত হৈলে করে আগমন॥ তারাপতি কিম্বা নল ঔষধির তরে। যায় যদি এসে হেথা একরাত্রি পরে॥ যদি সেথা যায় বীর বালির নন্দন। চারিযাম গত হৈলে করে আগমন॥ ৫৭২॥

অথ সর্কৌষধিমানিতং গতে হনূমতি রামবাক্যং।

মাতর্নিশীথিনি চিরংভব দীর্ঘয়া মাতাতান্ধকার শবপুষা গগণং পিধেহি। মাথপ্রভাকররুচাং ন কুরুপ্রচারং, যাবন্ন দৃষ্টিপথমেতি সমীরসূনুঃ॥ ৫৭৩॥

পয়ার॥ রজনীগো অদ্য তুমি চিরস্থায়ীহও। আকাশ আচ্ছন্ন করি অন্ধকার রও॥ কিরণ লুকায়া সূর্য্য রহ তদন্তর। যাবৎ না হয় হনু নয়ন গোচর॥ ৫৭৩॥

অথ হনূমতানীতৌষধি বিশল্যেন সৌমিত্রৌ রাবণং প্রতি স্থক শারণ বাক্যং॥ হত্বা মায়াময়ীং তাং রজনীচরবধূং ভীমরূপাং হৃদস্থং, গ্রাহং প্রোন্মথ্যবীর্য্যস্তে প্রথমথবলং রক্ষসাং মর্দ্দয়িত্বা। জিত্বা গন্ধর্ব্ব কোটিঙ্কচিতি ভক্তমণিজ্বালমালায় শৈলং, প্রাপ্তঃ শ্রীমজ্জনূমান্দ্রুন রপি ভবিতা লক্ষ্মণস্তে পুরস্তাৎ॥ ৫৭৪॥

পয়ার॥ মায়াময়ী রাক্ষসীরে করিয়া নিধন। ক্রুদেলঙ্ক বিনা

শিল্প পবন-নন্দন ॥ স্বীয়বলে রক্ষসৈন্য বধিয়া তথায়। এককোটি গন্ধর্ব্বেরে করি পরাজয় ॥ দীপ্তমান মণিজ্বলে যেই অদ্রিপরে। সেই গিরি বীর হনূ লৈয়া অনন্তরে ॥ আগমন কৈল যথা প্রভু জনার্দ্দন। তাহাতে জীবিত হৈয়া অনুজ লক্ষ্মণ ॥ তব অগ্রে পুন রণে আসিবে হেথায়। এইবাক্য রাবণেরে দুই দূতে কয়। ৫৭৪।

অথৈতদাকর্ণ্য সমরমবতরতি রাবণে রক্ষসাং কপীনাঞ্চ বচঃ। অয়মনুকৃতবল্মী কুলতাপিঞ্ছগুচ্ছো, ধর ভুব মবতীর্ণ কার্ম্মুকী রামভদ্রঃ। অয়মপি দশকণ্ঠঃ কুণ্ঠিতা স্তোদশৌভঃ, পরিকলয়তি রামং ভ্রান্তকোদণ্ডদণ্ডঃ। ৫৭৫।

পয়ার ॥ রণভূমে রঘুনাথ হইলে উদয়। তমাল স্তবক যেন প্রকাশিত হয় ॥ দশানন রণে যদি হৈল উপস্থিত। জলদের শোভা তাহে হইল লজ্জিত ॥ করে ধনু লৈয়া সেই লঙ্কেশ রাবণ। শ্রীরামের সন্নিধানে করিল গমন ॥ ৫৭৫ ॥

রাবণঃ। রেরে বীর প্রবীরাঃ কুরুত রণমিতঃ কিং পলায়ধ্বমেভিঃ, সন্নদ্ধীভূয়শস্ত্রৈস্ত্রজত রিপুগণান কোহবকাশো ভয়স্য। হত্বাদ্যহং হনূমন্তং দ্বিজয়মলং জাম্ববন্তঞ্চ নীলং, তান্বা প্রোচাঙ্গদাদীন্ করকলিতধনু স্বরবধ্ রাম মন্বামি ॥ ৫৭৬ ॥

পয়ার ॥ সমর করহে কেথা কপি বীরগণ। এখন কেনরে সব কর পলায়ন ॥ অস্ত্র লৈয়া সজ্জা করি ভজ রিপুগণে। সংগ্রামে আসিয়া সব ভয়কর কেনে ॥ অদ্য রণে, নল নীল পবননন্দন। জাম্বুবান আদি যত করিব নিধন ॥ রাক্ষসের পাক্তি আমি ধনু লৈয়া, করে। অন্বেষণ করি সেই রাম রঘুবরে ॥ ৫৭৬ ॥

শ্রীরামঃ। ভো লঙ্কেশ্বর দীয়তাং জনকজা রামঃ স্বয়ং যাচতে, কোঽয়ং তে মতিবিভ্রমঃ স্মরণয়ং নাদ্যাপিকিঞ্চিদগতং। নৈবঞ্চেৎ খরদূষণ ত্রিশিরসাং কণ্ঠাসৃজা পঙ্কিলঃ, পত্রীনৈবসহিষ্যতে মমধনুর্জ্যাবন্ধবন্ধূকৃতঃ॥৫৭৮॥

পয়ার॥ শুনওহে লঙ্কাপতি রাক্ষস অজ্ঞান। স্বরায় করহে তুমি জানকী প্রদান॥ সম্মুখে তোমারে কহি রাজা লঙ্কেশ্বর। জানকী যাচিঞা করি স্বয়ং রঘুবর॥ কেমন মতির ভ্রম হৈয়াছে তোমার। অদ্যাপি কিঞ্চিৎ তব না গেল তাহার॥ আমাকে না কর যদি জানকী প্রদান। খরাদির কণ্ঠরক্তে পঙ্ক আছে বাণ॥ মম সেই শর কভু না হবে সহন। বন্ধু সম ধনুগুণে করিলে বন্ধন॥ ৫৭৮॥

অত্রান্তরে রাবণ হনূমতোরুক্তি প্রত্যুক্তী।

সাধু বানর গচ্ছত্বং শ্লাঘ্যং জীবসি ভূতলে। ধিকত্ত মম জীবিত্বং গচ্ছং জীবসি রাবণ॥ ৫৭৯॥

পয়ার॥ গমন করহে হনূ সাধুবাদ তোরে। ধন্য তুমি বেঁচে আছ ধরার উপরে॥ হনূ কহে ধিক্ধিক্ আমার জীবন। যেহেতু অদ্যাপি বেঁচে আছহে রাবণ॥ ৫৭৯॥

রামস্য দিব্যাস্ত্রোপক্রমেণ রাবণ বাক্যং।

আগ্নেয়াস্ত্রং হৃদয়দহথুর্বারুণঃ শস্ত্রমুচ্চৈ, র্ধারাবাষ্পঃ পবনশরজাং বাত্তি নিশ্বাস দণ্ডাঃ। তজ্জানক্যাঃ কিমনন কৃতং রক্ষসাং স্বামিনোমে, দিব্যৈরস্ত্রৈর্দহমপরং তাপসঃ কত্তু রামঃ॥ ৫৮০॥

পয়ার॥ হৃদয়ের ব্যথা মম অগ্নিঅস্ত্র হয়। সীতার নয়ন জল

বারুণাস্ত্র প্রায় ॥ জানকীর নিশ্বাসেতে করি অনুমান। বায়ব্যাস্ত্র যেনসেইমোরহয়জ্ঞান ॥ তাহাতে জানকী মোর কিনাবা করেছে রাবণের বাকী মাত্র কিছু নাহি আছে ॥ দিব্যাস্ত্র লৈয়া অদ্য অপ্রাপ্তি চূড়ামণি। যাহাইচ্ছা কৈলে তাহা হৈয়াছে অমনি। ৫৮০

শ্রীরামঃ। রেরেনিশাচরপতে ত্বরিতং গৃহাণ, বাণাসনং ত্রিদশদর্পহরং শরঞ্চ। নির্বাপয়ামি বিরহাগ্নিমহং প্রিয়ায়া, মন্দোদরী তরলনেত্র জলপ্রবাহৈঃ ॥ ৫৮১ ॥

পয়ার ॥ ওরে ওরে রক্ষপতি রাক্ষস দুর্জ্জন। ত্বরায় ধনুক শর করহে গ্রহণ ॥ মন্দোদরীর নেত্রধারা করিয়া বিধান। প্রিয়ার বিরহ অগ্নি করিব নির্বাণ ॥ ৫৮১ ॥

রাবণঃ। স্ত্রীমাত্রং ননু তাড়কা ভৃগুসুতো বৃদ্ধস্তপস্বী দ্বিজো, মারীচোমৃগএব ভীতিভবনং বালীপুনর্বানরঃ। ভোঃকাকুৎস্থ বিকথ্যসে কিমধুনা বীরোজ্জিতঃ কস্ত্বয়া, দোর্দ্দণ্ডস্তরুণায়তে যদি পুনঃ কোদণ্ডমারোপয়। ৫৮২ ।

পয়ার ॥ স্ত্রীমাত্র তাড়কা ছিল করেছো নিধন। ভৃগুসুতে বধ কৈলা প্রাচীন ব্রাহ্মণ ॥ ভয়ের ভবন মৃগ মারীচনির্যাস বিনাশণ্ড বালিরাজে করেছো বিনাশ ॥ মিছেকেন দম্ভফকর রঘুর তনয়। কহ তুমি কোন বীরে কৈলে পরাজয় ॥ দোর্দ্দণ্ড বাতুল্য যদি করহে নিশ্চয়। ধনুর্বাণ লহ তবে আপনি ত্বরায় ॥ ৫৮২ ॥

অপিচ। জাতশ্চণ্ডাংশুবংশে ত্বমসি পানরহং পদ্মযোনেঃ প্রপৌত্রো, রাহ ক্রূরাকৃতিমেস্ফুরতি দশমুখাদ্বং কি লৈকানলেন্দুঃ। বাহুনাংবিংশতিমে বিফলিতকুলিশা

দোর্যুগং নির্জ্জিতং তে, সপর্জ্জাং বধ্নাস্মি মোহং রঘুত্তময়

ময়্যা পৌরুষে বা কুলে বা।। ৫৮৩।।

পয়ার।। তপনের বংশে তুমি জন্মেছ শ্রীরাম। ব্রহ্মার প্রপৌত্র আমি শুন গুণধাম।। সূর্য্য দর্প করে রাহু সে আকৃতি জানি। দশমুখে দীপ্তি পাই একানন তুমি।। আছয়ে বিংশতি কর জানতো আমার। ইন্দ্রের কুলিশ তাকে হৈয়াছে বিদার।। ভুম শুনে আসি তুমি দুই বাহুধর। কুলে শীলে মোর সহ স্পর্দ্ধা কেন কর।। ৫৮৩।।

রামঃ। সত্যং তে পদ্মযোনিঃ প্রথমকুলগুরুঃ কিন্তু তজ্জ স্মভূমেঃ, পদ্ম সৈবোপজীব্যোমমতু বিজয়তে বংশ বীজো বিবস্বান। খিকন্তে বক্ত্রাণি তানি প্রকটয়সি পুরা যানি জীবন্মৃতানি, ভ্রষ্টং ব্যাচষ্টবালী মমযুধি পুরতো বাহু সাতুল্য বীর্য্যং।। ৫৮৪।।

পায়ার।। সত্য বটে পদ্মযোনি কুলগুরু তোর। কিন্তু ব্রহ্মা জন্মেছিল পদ্মের ভিতর।। তার উপজীব্য সেই প্রচণ্ড তপন। আমাদের বংশবীজ করেছে যে জন।। ধিক ধিক্ তোর সেই আননে কেবল। মম অগ্রে প্রকাশিল যে মুখ সকল।। যত বাহু বল আছে সমরে আমার। বালী রাজা পূর্ব্বে তাহা করেছে প্রচার।। ৫৮৪।।

অপিচ। ছিত্বামূর্দ্ধ্নঃ কিমিতিসরতো ধূর্জ্জটের্দামীধাং দোস্তম্ভানাং ত্রিভুবনজয় শ্রীস্থিয়ং বাস্তবীতে। মূর্দ্ধা মোবা নথর্জুভবতো দুর্লভাঃ সংভবেযু, যদ্দৈবস্য ত্বমসি ভবতাং শিল্পিনোহপি প্রপৌত্রঃ।। ৫৮৫।।

পয়ার ॥ স্বভাবতো জয়যদি হয়তব করে। মস্তক ছেদিয়া কেন পুজেছিলি হরে॥ পিতামহ পদ্মযোনি জানি তারে আমি। তাহার প্রপৌত্র হও দশানন তুমি॥ দুর্লভ মস্তক তব নহে কদাচন। নির্জনে আপনি তুমি করেছ সৃজন॥ ৫৮৫ ॥

অথ শ্রীরাম হস্তয়োরুক্তি প্রত্যুক্তী।

রেরেদক্ষিণহস্ত সাধুসমরেভোক্তুং ভবানগ্রণী, যুদ্ধেমাং পুরতো নিধায় ভবতা কিংপৃষ্ঠতো গম্যতে। নৈবংরাম দয়ানিধে রঘুপতে রাগত্যকর্ণান্তিকং, পৃচ্ছামোন্ন মসং শয়ং দশমুখঃ কিংবধ্য এবেত্যসৌ ॥ ৫৮৬ ॥

পয়ার ॥ ওরে ওরে দক্ষবাহু সমরেতে রও। ভোজন করিতে তুমি অগ্রসর হও॥ যুদ্ধকালে অগ্রে মোরে করিয়া প্রেরণ। পরে তুমি পশ্চাদ্দেশে করহে গমন॥ তাহা নয় শুন তুমি ওহে রাম কব। শ্রীরামের কর্ণমূলে যাই তদস্তব॥ গমন করিয়া তাহে জিজ্ঞাসি সংশয়। দশানন বধ্য কি না কহত আমায়॥ ৫৮৬ ॥

অথ রামেন ছিদ্যমানে রাবণশিরসিতৎপ্রসংশন জনো পদ্যাচ। এতন্মমং দশমুখশিরঃ প্রাংশক্তেকণ্ঠ পীঠাচ্চক্ষু র্দৃষ্ট্বেধনুষি চ শবেনচৈত দগ্রাট্টহাসং। একদ্রামংপ্রতিভিক্রুকুতে বিক্রমং ক্রোধাবাত্তা, ধেবত্তদক্ষামচিভরতি পুন স্ত্রীজনাশ্বাসনায় ॥ ৫৮৭ ॥

পয়ার ॥ রাবণের একমুণ্ড হইয়া ছেদন। ধরায় পড়িয়া কহে কথোপকথন॥ ছিন্ন হৈয়া অন্য মাথা দেখে ধনুর্বাণ। সেই মুখে অট্টহাস আছে বিদ্যমান॥ অপর মস্তক ছিন্ন হইয়া সম্প্রতি। অত্যন্ত বিক্রম করে শ্রীরামের প্রতি॥ ক্রোধবাক্যে অন্য শির

ছিন্ন হৈয়া যায়। নারীগণে আশ্বাসিতে লঙ্কাপুরে যাব॥ ৫৮৭ ॥

তে ভূমৌপতিতাঃ পুনর্নবনবানালোক্য মূর্দ্ধাপরাম্মা
খিদ্যন্তইমেন ইত্যপিশিরং, প্রীত্যা ট্রৈলসংস্তবুঃ। যেহহং
পূর্ব্বিকদাপ্রহার মস্তকম্মাৎ ছিন্ধিমাং ছিন্ধিমাং ছিন্ধী
ত্যুক্তিপরাঃ পুরারিপুরতো লঙ্কাপতেমৌলয়ঃ ॥ ৫৮৮ ।

পয়ার ॥ ভূতলে পড়িয়া সেই সব মুণ্ডচয়। হৃষ্ট হৈল অন্য মাথা পুনর্ব্বার হয়॥ সেই সব মুণ্ড তাহে খেদ নাহি করে। ছিন্ন মাথা মুক্তকেশে অট্টহাস ধরে॥ পূর্ব্বে পুরারির অগ্রে যে সকল মাথা। অগ্রে কোপে বধকর কহিল এ কথা॥ পশ্চাৎ করেছে তারা প্রহার ভজন। সেই মুণ্ড হৈয়াছিল ধরায় পতন॥ ৫৮৮ ॥

হত্বাতেকুশলং শিরো দশমুখপ্রাগ্যো-নভোমণ্ডলে, দৃষ্টো
দেবগণৈঃ সম সুরপতিস্তাতশ্চ যস্মাত্ত্বয়া। তস্মাত্ত্বাং
পুনরন্যজন্মনিরিপুং বাঞ্ছামাত্তুং বালপন্ রামশ্চুম্বতি,
রাবণস্য বদনং সীতাবিয়োগাতুরঃ ॥ ৫৮৯ ॥

পয়ার ॥ শুন ওকে রক্ষপতি লঙ্কেশ রাবণ। তোমার দশম মুণ্ড কাটিয়া নিধন॥ যে হেতু দেখিনু আমি গগন মণ্ডলে। দেবগণ সহ ইন্দ্র পিতা সেই স্থলে॥ সেই হেতু বাঞ্ছা করি রাক্ষস দুর্জ্জয়। তোমা সম রিপু যেন জন্মে জন্মে হয়॥ দশানন এই বাক্য কহিয়. তখন। তাহার বদনে রাম করিল চুম্বন॥ ৫৮৯ ॥

অথ রাবণ বধঃ।

ছিন্নাচ্ছিন্না নবীনাভবন্নথ বহুশোরাক্ষসাধীশ শীর্ষশ্রেণী,
ত্যালোক্য মুক্তে সকল কপিকুলে শীতলৈর্বাক্যজাতৈঃ ॥
রুদ্ধাত্তং মর্ম্মধ্য জ্বলিত শিখিভং ব্রহ্মবাণং, গৃহীত্বা

ভিত্বাবক্ষঃস্থলেতুং ক্ষয়মনয়দথোরাবণং রামচন্দ্রঃ ॥ ৫৯০

পয়ার ॥ রাবণের সেই মুণ্ড ছেদিল নিশ্চয়। নূতন হইয়া তাহে পুনর্যুক্ত হয় ॥ নল নীল আদি যত বানরের গণ। বিস্ময় হইল তাহা করিয়া দর্শন ॥ ইন্দ্রের সারথি পরে এই বাক্য কয়। মর্ম্মবিদ্ধ কৈলে মৃত্যু হইবে নিশ্চয় ॥ সেই বাক্য শুনে পরে প্রভু রঘুবর। প্রজ্বলিন শিখাতুল্য হৈয়া ব্রহ্মশর ॥ ভেদিলেন তাহে প্রভু তাহার হৃদয়। তদন্তে দুর্জ্জয় বীর পড়িল ধরায় ॥ ৫৯০ ॥

রণরসিক সুরস্ত্রী মুক্ত মন্দারমালং স্বয়মম্বরবতীর্ণো লক্ষ্মণন্যস্তহস্তঃ। বিরচিত জয়শব্দো বন্দিভিঃ স্যন্দ লঙ্কাং দিনকরকুললক্ষ্মী সংবৃতো রামচন্দ্রঃ ॥ ৫৯১ ॥

পয়ার ॥ রথহৈতে রণভূমে রাম দয়াময়। লক্ষ্মণের কর ধরি হইল উদয় ॥ গগণ হইতে যত সুরবধূগণ। মন্দার পুষ্পের মালা করিল অর্পণ ॥ শ্রীরামের জয়ধ্বনি বন্দিগণে করে। তপনের কুল লক্ষ্মী ভজিল রঘুবরে ॥ ৫৯১ ॥

নেপথ্যে। সর্ব্বাগ্নীর্ব্বাণ বন্দ্যোঃ ব্রজত নিজগৃহান্ রক্তমা ধোরণ ত্রাক্, স্বর্গে তৎস্তম্ভশালাং নয়ন্থরকরিণং যানিক্যা স্নাতদেবাঃ। ভূয়োদেব ক্রমাণাং মনুভরত্তুনে নন্দনে সন্নিবেশো, দ্বারি ক্লিপ্তং যদেতদ্দশবদনশিরঃ কিঙ্করৈ রন্তকস্য ॥ ৫৯২ ॥

পয়ার ॥ বন্ধ আছ হেথা যত সুরবধূ গণ। অদ্য সব স্বীয় পুরে করহে গমন ॥ ঐরাবত হস্তী লৈয়া তাহার আলয়। সেথা তুমি হস্তীপক যাহ পুনরায় ॥ হেথায় প্রহরি আছ যত দেবগণ। স্বরায় ভবনে সব করহে গমন ॥ দেববৃক্ষ অদ্য যাহ নন্দনকাননে।

রাবণের মাথা লৈয়া যমের সদনে ॥ কিঙ্কর গণেতে তাহা রাখেছে তথায়। এইশব্দ নটস্থলে অকস্মাৎ হয় ॥ ৫৯২ ॥

অথ মন্দোদরী বিলাপঃ।

অসুরাধিপময়তনয়া দশমুখপত্নী সুরেন্দ্রজিজ্জননী।
অহমনুকম্প্যা কপিভির্ধিগ্‌দৈবং বিসদৃশারম্ভং॥৫৯৩॥

পয়ার ॥ রাবণের দারা আমি ময়দৈত্য সুতা। ইন্দ্রজয় করেছে যে আমি তার মাতা ॥ কপির অধীনা বিধি করিল আমায়। অতুল দেবের গতি বিক্‌ধিক্‌ তায় ॥ ৫৯৩ ॥

কাম্ভোধিঃ ক্ব চ সেতুবন্ধনবিধিঃ কাবস্থিতির্ভূভৃতাং, লঙ্কেশ ক্ব চ রাঘবো জলনিধেঃ পারে ক্ব বা দুঃসহে। কিষ্কিন্ধ্যানগরাশ্রিতোপি কপয়ঃ ক্বৈতে পিশাচাশিনঃ, কার্য্যাণাং গতয়ো বিধেরপি নযান্ত্যালোচনাগোচরং ॥ ৫৯৪।

পয়ার ॥ কোথায় জলধি কোথা সেতুর বন্ধন। কোথা বা আছিল সব অচলের গণ ॥ কোথায় সমুদ্র পার কোথা লঙ্কেশ্বর। কোথা বা আছিল সেই প্রভু রঘুবর ॥ সকল অনর্থ আসি হৈল একোত্তর। অতএব কার্য্যগতি বিধির গোচর ॥ ৫৯৪ ॥

ভুজাগ্রজাগ্রত করবাল জাল কেলীকলাৎ খণ্ডিতকাল দণ্ডং। তং রাবণং হন্ত তথাপিহন্তং কোরামবাণাদপরঃ প্রবীরঃ ॥ ৫৯৫ ॥

পয়ার ॥ করবাল যার করে করে জাগরণ। যমদণ্ড তাহে খণ্ড করেছে যে জন ॥ তাহার নিধন হেতু মরি হায় হায়। শ্রীরামের বাণ ভিন্ন অন্য কেহ নয় ॥ ৫৯৫ ॥

শিবশিরসি শিরাংসি যানিরেজুঃ শিব শিব তানি লুঠন্তি

গৃধ্রু পাদে। অগ্নিথলুবিষমঃ পুরাকৃতানাংপ্রভবতি জন্তষু
কর্ম্মণাং বিপাকঃ ॥ ৫৯৬ ॥

পয়ার॥ পূর্ব্বে ছিন্ন যে মস্তক হরের মাথায়। শকুনের পদে অহো লুঠে হায় হায় ॥ পুরাকৃত কর্ম্মভোগে যত জন্তুগণ। বিষম কর্ম্মের ভোগ না হয় খণ্ডন ॥ ৫৯৬ ॥

রাক্ষসাঃ ॥ রাবণস্য রণেভঙ্গঃ পুষ্পকস্য পরাভবঃ।
কপিভির্ব্বিজিতা লঙ্কা জীবদ্ভিঃ কিং ন দৃশ্যতে। ৫৯৭।

পয়ার॥ রাবণের রণেভঙ্গ হইল গোচর। পুষ্পকের পরাভব দেখিনু তৎপর ॥ কপিগণে লঙ্কাপুরী কৈল পরাজয়। জীবিত থাকিলে বল কি না দেখা যায় ॥ ৫৯৭ ॥

জাতোব্রহ্মকুলে ২গ্রজোধনপতির্যঃ কুম্ভকর্ণোগ্রজঃ সূনু
র্বাসবজিৎ স্বয়ং দশশিরা দোর্দ্দণ্ডকা বিংশতিঃ। অস্ত্রং
কামগং বিমান মজয়ং মধ্যে সমুদ্রং পুরী, সর্ব্বং নিষ্ফল
মেতদেব নিয়তং দৈবংপরং দুর্জ্জয়ং ॥ ৫৯৮ ॥

পয়ার॥ ব্রহ্মকুলে জন্মেছিল রাজা দশানন। তাহার অগ্রজ হয় যক্ষের রাজন ॥ কুম্ভকর্ণ যার পরে জন্মেছে নিশ্চয়। আখণ্ডলে জয় কৈল তাহার তনয় ॥ কি কহিব তার কথা ছিল দশানন। আপনি বিংশতি কর করিত ধারণ ॥ সিন্ধু মধ্যে ছিল পুরী বিমান অজয়। অভিলাষে তার অস্ত্র চলিত সদায় ॥ সকলবিফল তার হৈয়াছে এখন। দুর্জ্জয় দৈবের গতি বিধির লিখন। ৫৯৮।

যদ্দ্যৈবালগরী সমুদ্রপরিখা কামপ্রদং কাননং, আজ্ঞা
শক্রশিরোমণি প্রণয়িনী ত্রৈলোক্য রাজ্যংপরং।
ছিন্না যেন শিরাংসি তীব্রতপসা সংসেবিতঃ শঙ্কর,

স্তসৌবাগতি রীভূশীকিমপরং সর্ব্বং বিনষ্টং হটাৎ। ৫৯৯॥

পয়ার॥ যাহার নগরে সিন্ধু গজের সমান। তার বনে অভিলাষ করিত প্রদান॥ বাসবের শিরোমণি আনিত আজ্ঞায়। ত্রিভুবন রাজ্য তার আছিল নিশ্চয়॥ আপনার মুণ্ড দিয়া পূজেছিল হর। তাহার এরূপ দশা হইল অপর॥ হায় হায় একেবারে একি সর্ব্ব নাশ। হটাৎ হইল তার সকল বিনাশ॥ ৫৯৯॥

অথ মন্দোদরী প্রণামে রামং প্রতি বিভীষণ বাক্যং।

ইয়মিয়ং ময়দানবনন্দিনী ত্রিদশনাথজিতঃ প্রসবস্থলী।
কিমপরং দশকন্ধর গেহিনী স্বয়িকরোতি করদ্বয়ং
যোজনাং॥ ৬০০॥

পয়ার॥ রঘুবর এই দেখ ময়ের নন্দিনী। ইন্দ্র জয় করেছে যে তার প্রসবিনী॥ রাবণের নারী ইনি কি কহিব আর। কৃতাঞ্জলি করেছেন তোমার গোচর॥ ৬০০॥

অথ বিভীষণং প্রতি রামবাক্যং।

মন্দোদরী তব বিভীষণপট্টরাজ্ঞী, ভূয়াদিমাঞ্চ পরিপা
লয় বীরলঙ্কাং। আজ্ঞাপ্য তাং উদিতিদত্ত সমস্তরাজ্যং,
সীতাসভোপনয়নায়দিদেশ রামঃ॥ ৬০১॥

পয়ার॥ মমবাক্য বিভীষণ করহে শ্রবণ। মন্দোদরী তব রাজ্ঞী হবেন এখন॥ লঙ্কাপুরী মন্দোদরী করিবে পালন। এই আজ্ঞা বিভীষণে করিয়া তখন॥ রাবণের সব রাজ্য সমর্পিয়া তায়। কহিলেন তারে সীতা আনহ সভায়॥ ৬০১॥

অথ সতীত্বপরীক্ষনার্থং অগ্নিপ্রবেশে সীতা বাক্যং।

অয়ং রামঃ স্বামী তদনুজবরো লক্ষ্মণ ইহ স্বয়ং বায়োস্সূনু

দূতিকরমুখা বানরগণাঃ। মন্মাকারোজাতো যদি দশমুখে

ভাববশগন্তদহং ভস্মীস্যামিতি বিশতি বহ্নৌরঘুবধূঃ।৬০১।

পয়ার॥ মমস্বামী রঘুনাথ এই বিদ্যমান। দেবর লক্ষ্মণ এই সন্তান সমান॥ এখানেতে স্বয়ং আছ পবন নন্দন। আর হেথা আছে যত বানরের গণ॥ যদি মম মন থাকে রাবণে নিশ্চয়। অনলে আপনি আমি হবো ভস্মময়॥ এই বাক্য সকলেরে করিয়া আদেশ। শ্রীরামের বধূ কৈল আগুনে প্রবেশ॥৬০১॥

বচসিমনসিকায়ে জাগরেস্বপ্নভাবে যদিমমপতিভাবো

রাঘবাদন্যপুংসি। তদিহ দহমমাঙ্গং পাবনং পাব

কেদং, সুকৃতদুরিতভাজাং ত্বাংহিকর্ম্মৈকসাক্ষী।৬০২।

পয়ার॥ কায় মনোবাক্য কিম্বা স্বপ্ন জাগরণে। রামভিন্ন পতি ভাব থাকে অন্যজনে॥ সেহেতু দহন শুন মম নিবেদন। আমার পাবন অঙ্গ করিবে দাহন॥ পাপপুণ্য ভজে হেথা যে সকল নর। তাদের কর্ম্মের সাক্ষী তুমি বৈশ্বানর॥৬০২॥

বহ্নৌ প্রবিষ্টায়াং সীতায়াং।

পদেপাণৌলাক্ষাবসনমিব কৌসুম্ভরঞ্জনং কটীদেশে কেশে

বনরুচিরকহ্লারকুসুমং। হরিদ্রামুদ্রাস্বেঘনকুচতটে কণ্ঠ

নিকটেকৃশানুর্বৈদেহ্যাঃশপথ সময়েভূষণমভূৎ॥৬০৩॥

পয়ার॥ সীতার শপথ কালে স্বয়ং বৈশ্বানর। ভূষণ হইয়া অঙ্গে শোভে তদন্তর॥ করযুগে পাদপদ্মে আপনি দহন। রক্ত বর্ণ বাস যেন হইল তখন॥ কটিদেশে সেই বহ্নি কুসুমের প্রায়। কেশজালে পদ্ম যেন প্রকাশিত পায়॥ স্তনেমুখে বহ্নি হৈল হরি দ্রাক্ত বাস। কণ্ঠদেশে স্বর্ণসম হইল প্রকাশ॥৬০৩॥

কানাং, জা।৬ভা।...

পয়ার ।। বহ্নিমধ্যে আছে সেই সুমুখ। সু...

দেখে দেবতার নারী ।। মহামূল্য যত মালি দেবের আলয় ।
সেই হেতু পুষ্পমালা করিল বিক্রয় ।। ৬০৪ ।।

অথ স্তরঙ্ক । বহ্নেঃশুদ্ধি বিধায়িনো ভগবত তেজোভিরভ্যুদ্যতৈ, রম্লানা মলসূরয়া বিরচিতাং মৌলিস্রজং বিভ্রতী ।
পাদাঙ্গুষ্ঠ নথাগ্র দত্তনয়না নীবী বিনিন্যাসতঃ, স্তোকা লক্ষ্যমুখী কৃষাণু বলয়া ত্রাণ্ড নির্গতা জানকী ।। ৬০৫ ।।

পয়ার ।। সখীর রচিত মালা আছিল গলায় । অনলের তেজে তাহা ম্লান নাহি হয় ।। সেই মালা কণ্ঠদেশে করিয়া ধারণ । বহ্নি হৈতে পুনঃ সীতা কৈল আগমন ।। করেতে বলয় আছে কৃষাণু সমান । নীবী নিরীক্ষণে মুখ হৈল দীপ্তমান ।। শ্রীরামের পদে চক্ষু করিয়া অর্পণ । নমিত বদনে সীতা আছেন তখন ।। ৬০৫ ।।

অত্রাবসরে অদৃষ্টায়াং সীতায়াং ।

ভগ্নং যজ্ঞনুরীশ্বরস্য শিশুনা যজ্জামদগ্ন্যোজিত, স্ত্যক্তা যেন গুরোর্গিরা বসুমতীবদ্ধোয় মস্তোনিধিঃ । একৈকং দশকন্ধরক্ষয়কৃতো রামস্য কিং বর্ণ্যতে, দৈবং বর্ণয় যেন সোপি সহসা সীতা বিযুক্তঃকৃতঃ ।। ৬০৬ ।।

পয়ার ।। শিশুকালে শিব ধনু ভাঙ্গিল যে জন । পরাজিত কৈল পরে ভৃগুর নন্দন ।। পিতৃবাক্যে বসুমতি ত্যজে তদন্তর । অরণ্যে

...র ॥ দশাননে বিনাশিল কি কহিব
...বর্ণ না করিব ত্বাহার ॥ অতএব দৈববিধি
...তে নির্ণয় । সীতার বিচ্ছেদ হৈল যাহাতে নিশ্চয় । ৬০৬ ।
অদস্কায়াং সীতায়াং দশরথ সমেতানাং দেবানাংবাক্যং ।
বিরম বিরম রাম ত্বৎ কলত্রং পবিত্রং, বয়মধিগতবন্তঃ
সাক্ষিণো লোকপালাঃ । কিমপরমলনেঽস্মিন্ হেমবল্লী
বশুদ্ধা, কুল বিপুলবিভূষাং জানকী তেতনেতি । ৬০ ।
পয়ার ॥ স্থিরহও স্থিরহও রঘুর তনয় । সতীভার্য্যা সীতা তব
জানিবে নিশ্চয় ॥ তার সাক্ষী আছি মোরা যত দেবগণ । দিগ
পাল আদি হেথা করেছি গমন ॥ অপর কি আর বল কহিব
তোমায় । সুর্ণলতা সম সীতা শুদ্ধ হৈয়া তায় ॥ তোমার কুলের
শোভা করিলা উজ্জ্বল । এইরূপ দেবগণে কহিল সকল ॥ ৬০৭ ।
অথ শ্রীরামেংপ্রতি পরস্পরং তেষাং স্তুতি বচনং ।
বিজেতব্যা লঙ্কাচরণ তরণীয়ো জলনিধে, র্বিপক্ষঃ পৌ
লস্ত্যো রণভুবি সহায়াশ্চ কপয়ঃ । তথাপ্যেকো রামঃ
...সকলমজয় দ্রাক্ষসকুলং, ক্রিয়াসিদ্ধিঃ সত্ত্বে ভবতি
মহতাং নোপকরণে ॥ ৬০৮ ॥
পয়ার ॥ অজেয়া আছিল লঙ্কা কৈলে পরাজয় । চরণে তরিলে
সিন্ধু আপনি নিশ্চয় ॥ তাহে রিপু হৈল আসি রাজা দশানন ।
সহায় হইল রণে বানরের গণ ॥ তথাপি একাকী তুমি রঘুর
তনয় । রাক্ষসের সব কুল কৈলে পরাজয় ॥ কার্য্যসিদ্ধি হয় যথা
মহৎ আগমন । তথায় নাহিক আর অন্য প্রয়োজন ॥ ৬০৮ ॥
রা...মায়ুজ্জ্বিলিধ... কানকময়গান্মালামিবাজ্ঞাং শুবো:

ভক্ত্যা ভরতেন রাজ্যমখিলং মাত্রা সহৈবোজ্‌ঝিতং।
তৌ স্বগ্রীব বিভীষণাবনুগতৌ নীতৌ পরাং সম্পদং,
প্রোক্তা দ্বাদশকন্ধর প্রভৃতয়ো ধ্বস্তাঃ সমস্তদ্বিষঃ॥ ৬০৯॥

পয়ার॥ মালাতুল্য পিতৃ আজ্ঞা শ্রীরঘুনন্দন। মস্তকে লইয়া কৈলে অরণ্যে গমন॥ তব ভক্তিক্রমে সেই অনুজ ভরত। মাতা সহ রাজ্যধন ত্যজিল তাবৎ॥ অনুগত বিভীষণ আর কপিবর। অতুল সম্পদ দুয়ে দিলে রঘুবর॥ রাবণ প্রভৃতি ছিল যত রিপুগণ। ক্রমে ক্রমে সব শত্রু করেছ নিধন॥ ৬০৯॥

ত্রৈলোক্য বিদিতশ্চৈতৎ নামোচ্চারয়তি ধ্রুবং।
মৈথিলী রাম রামেতি রামো জানকি জানকি।৬১০।

পয়ার॥ ত্রিভুবনে তব নাম জ্ঞাত সর্বজন। সেইহেতু এই নাম করে উচ্চারণ॥ শ্রীরাম জানকী নাথ দূর্বাদল শ্যাম। বিদেহ নন্দিনী রাম জানকী শ্রীরাম॥ ৬১০॥

রামং প্রতি লোকপালাঃ।

অধাক্ষীদ্‌যো লঙ্কা ময়মিয় মুদমন্ত মতর, দ্বিশল্যং সৌমিত্রেরয়মপানিশয়োষধিবরং। ইতি স্মারংস্মারং ত্বদরিনগরীভিত্তিলিখিতং, হনূমন্তং দন্তৈর্দশতি কুপিতো রাক্ষসগণঃ॥ ৬১১॥

পয়ার॥ আমাদের লঙ্কাপুরী করেছে দাহন। করেছিল এই ব্যক্তি সমুদ্র লঙ্ঘন॥ ঔষধি আনিয়া এই পবন তনয়। বিশল্য করেছে হনূ লক্ষ্মণে নিশ্চয়॥ এই কথা পুনঃ পুনঃ কহিয়া স্মরণ। তব অরি পুরে হনূ আছয়ে লিখন॥ রাগান্ধ হইয়া মত্ত রাক্ষসের গণ। পবন সুতের মূর্ত্তি করয়ে দংশন॥ ৬১১॥

গ্রামশ্যাম মুমুধ্ন্নেসহসাতয়া ॥ ৬১০ ॥

পয়ার ॥ নিধন করিয়া সেই দুর্জ্জয় রাজন। জানকী লইয়া সঙ্গে শ্রীরঘুনন্দন ॥ যাবেন অযোধ্যা রাজ্যে হৈয়াছে নিশ্চয়। সীতা সহ শ্রীরামের আনন্দ হৃদয় ॥ ৬১২ ॥

সীতাং প্রতি রামঃ।

যস্যা মণিজ্জরিত চন্দ্রিকমর্কপাদৈ, স্ত্রাসান্নিশাচরপতে ববসং ব্যবর্ত্তি। ব্যাবর্ত্ত্য বক্তুকমলং কমলাক্ষি পশ্য, লঙ্কেতিতাং নববিভীষণ রাজধানীং ॥ ৬১৩ ॥

পয়ার ॥ রাবণের ভয়ে সূর্য্য লঙ্কার ভিতর। প্রভাতে কিরণ অল্প করে নিরন্তর ॥ তাহে নাহি লুকায়িত কৌমুদী সকল। পদ্মের প্রকাশ মাত্র হইতো কিবল ॥ সেই লঙ্কা বিভীষণের নব রাজধানী। নিরীক্ষণ কর তাহা কমল নয়নী ॥ ৬১৩ ॥

পুনরপি রামঃ সীতামাহ।

অত্রাসীৎ ফনিপাশ বন্ধনবিধিঃ শক্ত্যাভবদ্দেবরে গাঢ়ং বক্ষলিতাড়িতে হনূমতা দ্রোণাদ্রিরত্রাহৃতঃ। দিব্যৈরিন্দ্রজিদত্র লক্ষ্মণ শরৈ র্লোকান্তরং প্রাপিতঃ, কেনাপ্যত্রমৃগাক্ষিরাক্ষসপতেঃ কৃত্তাচকণ্ঠাটবী ॥ ৬১৪ ॥

পয়ার ॥ নাগপাশে বদ্ধহেথা হইনু দুজন। শক্তিশেলে পড়েছিল হেথায় লক্ষ্মণ ॥ গন্ধমাদন হেথা আনে পবন তনয়। মেঘনাদের বধ কৈল অনুজ হেথায় ॥ শুনওহে প্রাণপ্রিয়ে আমার বচন। আর কেহ কৈল হেথা রাবণ নিধন ॥ ৬১৪ ॥

বৈদেহী [illegible]মবাপ্য দাশরথিমলাঙ্কে প্রয়াণেৎপ্রতো, হৃষ্টা

পুষ্পক সংস্থিতেন রভসা দাকাশমারোহতা। লঙ্কা
সাগর জানকীবনরণক্ষৌণী চমৎকারিকা, জম্বূবজ্জল
বিন্দুবজ্জল বজ্জম্বালবজ্জালবৎ॥ ৬১৫॥

পয়ার॥ জানকী লইয়া সঙ্গে শ্রীরঘুনন্দন। পুষ্পক বিমানে শূন্যে কৈল আরোহণ॥ গমনে উদ্যোগী হৈয়া প্রভু দয়াময়। দেখিলেন চমৎকার এসব তথায়॥ জম্বুফল তুল্য আছে সেই লঙ্কাপুরী। কমলের সম যেন জানকী সুন্দরী॥ জালসম রণভূমি বন পঙ্কপ্রায়। জলবিন্দু সমসিন্ধু আছয়ে তথায়॥ ৬১৫॥

অথদহনবিশুদ্ধাংতাং সমাদায় সীতাং, রজনিচরকপীন্দ্রে
র্বন্দিতঃপুষ্পকেন। পুরমগমদযোধ্যাং মন্ত্রিযূথৈর্মিলিত্বা
সপদিভরতদত্তাং রাজ্যলক্ষ্মীং সভেজে॥ ৬১৬॥

পয়ার॥ দহনে বিশুদ্ধা সেই বিদেহ নন্দিনী। পুষ্পক বিমানে তারে লৈয়া রঘুমনি॥ হেনকালে আসি যত বানরের গণ। স্তব কৈল রঘুনাথে আর বিভীষণ॥ সঙ্গেলৈয়া মন্ত্রিগণ প্রভু তদন্তর। প্রবেশিল আসি রাম অযোধ্যা নগর॥ তদন্তে আসিয়া সেই কৈকয়ী নন্দন। আপনার রাজ্যলক্ষ্মী করিল অর্পণ॥ রাজ্যদান কৈল যদি সেই গুণধাম। তবে তার রাজ্যলক্ষ্মী লইলে রাম॥ ৬১৬॥

এবঃশ্রীলহনূমতা বিরচিতে শ্রীমন্মহানাটকে, বীর
শ্রীযুত রামচন্দ্র চরিতে প্রত্যুদ্ধৃতে বিক্রমৈঃ। মিশ্র
শ্রীমধুসূদনেন কবিনা সন্দর্ভ্য সজ্জীকৃতে, রাজ্যা
যোজন নামকোঽত্রগতবানঙ্কো নবস্চোজ্জ্বলঃ॥
সমাপ্তোঽয়ংগ্রন্থঃ।